অপূর্ব্ব-সন্ন্যাস।

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

শ্রীমহেশচন্দ্র বক্সী কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

বলিহার, রাজধানী।

শরদিন্দু প্রেসে,
শ্রীপ্রিয়নাথ সামন্ত প্রিণ্টার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ ১৩০২।

বিজ্ঞাপন।

আজ কাল বঙ্গভূমি কাব্যরত্নে পরিপূর্ণ। যে সময় যে বিষয়ের সংখ্যা অধিক হয় তখন তাহার আদর থাকে না; নাটক নভেল সম্বন্ধেও বর্ত্তমান সময় ঠিক সেই প্রকার ঘটনা হইয়াছে। লোক রুচি পরিবর্ত্তন শীল, এক্ষণ উহা যেরূপ ভাবে পরিবর্ত্তন হইতেছে বাস্তবিক তাহার মন্দ অর্থ উপলব্ধি করা যায় না। কারণ প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা সম্প্রতি যেরূপ ভাবে হইতেছে মধ্য সময়ে তাহা এককালীন বিলুপ্ত হইয়াছিল এমন কি হিন্দু ও মুসলমান সম্রাটদিগের রাজ্য শাসন সময়ে ও তাহাদিগের রাজ্যচ্যুতির পর, বঙ্গে যে সমস্ত দূর্ঘটনা হইয়াছিল তদ্বিষয় বিশুদ্ধ ও বিষদ রূপে কোন ইতিহাস পাইবার উপায় নাই। এই বঙ্গ বিভ্রাট সময়ে পূর্ণিয়া, রংপুর দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানের লোক যে প্রকার বিপন্ন হইয়াছিল তাহা কতিপয় গ্রন্থে যদিও পাঠক মহাত্মাগণ পরিজ্ঞাত আছেন কিন্তু রংপুরের অধীন ঘোড়াঘাট রাজ নগরীর, যে কি প্রকার দুর্দ্দশা হইয়াছিল তাহা অদ্যাপিও কোন গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই।

আমি এই ঘটনার বিষয় অনেক অনুসন্ধান করিয়া যাহা অবগত হইয়াছি, তাহা একটি রোম হর্ষণ ঘটনা সন্দেহ নাই। একারণ যত্ন ও পরিশ্রমে এই আখ্যায়িকা গ্রন্থাকারে সম্পন্ন করিলাম বস্তুতঃ ইহার কলেবর যে কেবল একটি উপকথা অবলম্বনেই গঠিত হইয়াছে এমত নহে ইহাতে অন্যান্য অনেক বিষয়ও সন্নিবেশিত হইয়াছে, প্রার্থনা আমার এই "অপূর্ব্ব সন্ন্যাস" পাঠক নয়নে প্রীতিপ্রদ হইলে সমস্ত পরিশ্রম সফল মনে করিব।

শ্রীমহেশচন্দ্র বক্সী।

উৎসর্গ পত্র।

পূজ্যপাদ শ্রী ল শ্রীযুক্ত রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় বাহাদুর
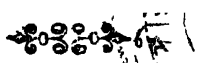
শ্রী শ্রী চরণেষু।

রাজন্‌!

আপনার পবিত্র পদ-যুগল দর্শন করিলেই অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু দরিদ্রের ক্ষুদ্র ভাণ্ডারে, রাজ পূজার উপযুক্ত অর্চ্চনা সামগ্রীর সম্পূর্ণ অভাব, যদিও আর্য্য জাতির জ্ঞান ভাণ্ডারে ভক্তি কুসুমের অভাব নাই, কিন্তু দরিদ্রের অজ্ঞান ভাণ্ডারে এ অভাব নিরন্তরই রহিয়াছে। তবে কি সাধনা ব্রতে অনুকল্পের বিধান নাই? যদি থাকে তবে আমার এই অর্চ্চনা করিবার বাসনা কুসুমও সেই রূপ অনুকল্প।

দরিদ্র বৎসল! আপনি দুঃখের শান্তি, ক্রোধের ধৈর্য্য এবং চিন্তার বিশ্রাম নিকেতন। আপনার দেবোপম গুণ রাশির বর্ণনা করিতে আমি অক্ষম তবে আপনার কৃপা মেঘ হইতে যে এক বিন্দু স্নেহ বারি আমার দুর্ভাগ্য মরুভূমিতে পতন হইয়াছিল, তাহারই সাহায্য বলে "আজ একটি কুসুম বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে" যদিও ইহা রাজ পদে অর্পণের যোগ্য হয় নাই, কিন্তু দরিদ্রের উপহার কখন নৃপতি ঘৃণা করিবেন না, বিশ্বাসে এই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী আপনার চরণ কমলে অর্পণ করিলাম।

একান্ত আজ্ঞাধীন

শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মা।

অপূর্ব্ব সন্ন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।
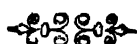
একজন যুবা পুরুষ দ্রুতপদে পূর্ণিয়া হইতে দিনাজপুরা-ভিমুখে আসিতেছিলেন। তখন বেলা অবসান হইয়াছে। কার্ত্তিক মাস, কৃষ্ণপক্ষ, সম্মুখে ঘোর অন্ধকারময়ী রজনী, পথিক কোথায় যাইবেন, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। তিনি যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন তাহার কোনদিকেই জনপদের অস্তিত্ব অনুমিত হইতেছে না। কেবল বহুদূর ব্যাপী একটী ঘোর নিবিড় অরণ্য সম্মুখে নয়ন পথে পতিত হইতেছে। বনটী অতিশয় ভয়ঙ্কর। নানা-জাতীয় বৃক্ষ ও লতা গুল্মাদি পরস্পর সন্নিহিত থাকাতে এবং অশ্বত্থ শাল্মলী প্রভৃতি উন্নত শীর্ষ পাদপ সকল গিরি শৃঙ্গ সদৃশ আকার ধারণকরাতে আরও ভীষণতর হইয়াছে। যেন

বিটপী কুল সুদীর্ঘ বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক গগণ-মণ্ডলকে আলিঙ্গন করিতেছে। ক্রমে প্রকৃতি তিমিরবসনাবৃতা হইলেন। স্থানটী যুবার পক্ষে আরও ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। হোতুম, পেচক, বাদুড় প্রভৃতি নিশাচর বিহঙ্গম সমূহ রজনী সমাগতা দেখিয়া আহারান্বেষণে গমনোন্মুখ হইয়া শাখা হইতে শাখান্তরে উড্ডীন প্রোড্ডীন পুরঃসর বিকটরবে চীৎকার করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ময়ুরের সু-মধুর কেঁকা-রব শ্রুতিগোচর হইতেছে। হরিণ, শূকর ও শৃগাল প্রভৃতি বণ্যজন্তু সকল চতুর্দ্দিকে লম্ফে ঝম্ফে ছুটা ছুটি করিতেছে। পথিক যে পথ অবলম্বনে অগ্রবর্ত্তী হইতেছিলেন তাহা ক্রমেই সংকীর্ণ হইয়া অরণ্যের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া গিয়াছে। তথায় উপস্থিত হইয়া কানন মধ্যে ইতঃস্ততঃ দৃষ্টিপাত করতঃ একটী সামান্য পথ চিহ্ন সম্মুখ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে দৃশ্যমান হইতে লাগিল। যুবক মনে মনে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া স্থির করিলেন আমার জীবনের মুল্যইবা কি ? যখন বাল্যকাল হইতে কারাগারে বন্দী থাকিয়া আজ নানা রূপ ষড়যন্ত্রে কারামুক্ত হইয়াছি তখন হিংস্র পশু সমাকীর্ণ অরণ্যে প্রবেশ করিতে আমার আশঙ্কার কারণইবা কি আছে ? আর এরূপ হওয়াও অসম্ভব নয়, আমি যখন জেল হইতে পলায়ন করি তখন আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিপাহীদিগের পদধ্বনি ও ঐ বন্দী যাইতেছে, ঐ গেল, এদিকে গেল, ঐ দিকে যায়, ধর ধর, ইত্যাকার শব্দ শুনিয়াছি। এখন যদি সেই সকল জেল প্রহরীগণ আসিয়া আক্রমণ করে তবে নিতান্তই বিপদ ঘটিবে সন্দেহ নাই।

অতএব এ ঘোর বিপদাশঙ্কা অপেক্ষা বন পথে প্রস্থান করাই আমার পক্ষে শতগুণে শ্রেয়স্কর। যুবক মনে মনে এবম্বিধ ভাবনা করিতেছেন ইতিমধ্যে সহসা বাদ্যোদ্যম ধ্বনি শ্রুতি গোচর হইল কিন্তু ঐ ধ্বনি কাননের অভ্যন্তরে কি বহির্ভাগে তাহা নিশ্চয় অনুভব করিতে সমর্থ হইলেন না। তবে ঐ ব্যাপার যে অধিক দূরে নয় তাহা বিলক্ষণ অনুমিত হইল। অরণ্যের অনতিদূরেই লোকালয় আছে বলিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্তভাবে ক্রমে ক্রমে ভীষণ প্রাগনগরের বন অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গিয়াই যুবক চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন সম্মুখেই এক ভয়ানক দুর্ঘটনা। দেখিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। একটী ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা একটী মৃতদেহ সম্মুখে অধোবদনে বসিয়া আছে। শবটী যে স্থানে আছে ঐ স্থান হইতে কিঞ্চিদ্দূরে মৃত সংলগ্ন কুশ রজ্জুস্পর্শ করিয়া বালিকা অবস্থিত আছে। মৃতের দেহ একখানি শুভ্র বস্ত্রে আচ্ছাদিত বোধ হয় তাহার পরিধেয় বসন দ্বারায় আবৃত করা হইয়াছে। বালিকা বিরস বদনে বসিয়া কি ভাবিতেছে। সেদৃশ্য কি ভয়ঙ্কর! কি বিপদ জনক। সহসা দেখিলে যেন ভয়ে ও শোক দুঃখে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। আজ এই বিপদ সমাকীর্ণ অরণ্যে অমানিশায় কার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। বিধাতার কি দয়া নাই? এই বালিকার এই দুর্দ্দশা! কিন্তু এই বালিকার মুখের ভাব বিপদ রেখায় বিষন্ন হইলেও হৃদয়ে যেন বিপুল সাহস ও সাধুভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। যুবক বর্ত্তমান দুর্ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া নানা-রূপ চিন্তা পরম্পরায় "কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়" হইয়া অত্যন্ত ভীত

ও স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার হস্ত পদাদি বাহ্যেন্দ্রিয়গণও তাহার সাহায্য করিতে বিমুখ হইল। অচল অটল ভাবে নির্জীব পদার্থের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। তদনন্তর কিয়ৎ-কাল পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া ঐ সুকুমারী বালিকার মুখ কমল প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন বালিকার অপরূপ মুখ-চন্দ্রের নির্ম্মল কিরণে তাহার হৃদয়ের অন্ধকার বিনষ্ঠ করিয়া বনভূমি আলোকিত করিয়াছে। অন্ধকার ময়ী রজনীতে পূর্ণ-চন্দ্রের প্রকাশ হইলে যদ্রূপ গগণ মণ্ডল সুশোভিত হয়, যুবকের অন্তরাকাশেও তদ্রূপ/বোধ হইতে লাগিল। ভাবিলেন ইনি কি দেবী না মানবী? এই বিজন বিপিনে এইরূপ অন্ধকার রাত্রিতে একাকিনী মৃতদেহের সন্নিহিতা হইয়া এতাদৃশী বালিকার অবস্থান করা নিতান্ত অসম্ভব। এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা অবলোকন করিয়া যখন আমার হৃদয় কাঁপি-তেছে তখন নিশ্চিন্ত চিত্তে বালিকার একাকিনী অবস্থান করা সম্ভব কি? তৎপর ইহার যে রূপ অপরূপ রূপ লাবণ্য দেখিতেছি তাহাতে দেবী ভিন্ন মানবী বলিয়া কখনই বোধ হয় না। যাহা হউক আমি যখন মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইয়াছি তখন এতথ্য নিরূপণ না করিয়া ভীত ও সঙ্কোচিত থাকা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে! এই চিন্তা করিতে করিতে যুবক অগ্রসর হইলেন। অন্য মনস্ক থাকার বিশ্রাম অবকাশের ন্যায় বালিকা চকিত ভাবে আগন্তুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল। ভাবিল ইনি কে? ইনি কি কোম্পানির লোক? যদি কোম্পানির লোক হইত তবে রাজ পরিচ্ছদ ও অস্ত্রাদিতে সজ্জিত থাকিত;

আর এরূপ ভাবেই বা আসিবার তাৎপর্য্য কি? কোম্পানির সিপাহী গুলির আকৃতি ঠিক যমদূতের ন্যায় বিকট, ইহাকে যে প্রকার দেখিতেছি নিশ্চয় কোন মহদ্বংশীয় রাজ কুমার হইবেন সন্দেহ নাই। বোধ হয় কোম্পানির অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া বিপন্মুক্তি প্রত্যাশায় আমাদের দলপতির শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছেন। এব্যক্তি আর কখনও আমার নয়ন পথে নিপতিত হন নাই বা ইনি যে আমাদের কোন আত্মীয় হইবেন তাহাও অসম্ভব, তবে কি জন্য প্রথম দর্শনাবধিই ইহার নিমিত্ত আমার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে। আমি বালা-কামিনী, ইনি নব-যুবক, তাহাই কি ইহার অলৌকিক রূপ রাশির পক্ষপাতী হইয়া আমার মন ব্যাকুলিত হইতেছে? না! তাহাও ত নয়, গুরু জনের প্রতি যে প্রকার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা সাধু হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত আছে, আমার হৃদয়ও সেইরূপ ভাবে ইহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করিতেছে। দেখা যাউক ইনি কে, এবং কি উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত এই ভয়ঙ্কর অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

বালিকা এইরূপ চিন্তা করিতেছে এমন সময় সেইনব-যুবক সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! আপনি কে? এবং কি নিমিত্তই বা এই জন শূন্য কাননে একাকিনী শব দেহ সম্মুখে করিয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন? আপনি কি দেবী, না তপস্বিনী। এই মৃত দেহ লইয়া কি শব সাধন করিতেছেন? আপনার আকৃতি দর্শনে মানবী বলিয়া কখনই প্রতীয়মান হয় না। যদি আত্ম পরিচয় প্রদানে কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক নাথাকে প্রত্যুত্তর প্রদানে এই বিপন্ন ব্যক্তিকে

কৃতার্থ করুন। বালিকা হাসিল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার সেই সুমধুর হাসি ক্ষণপ্রভার ন্যায় বিষাদ ঘন ঘটায় সম্মিলিত হইল। পথিক তখন দেখিতে পাইলেন বালিকার নেত্রদ্বয়ে অবিরল জল নিস্সৃত হইতেছে। একি? পথিক নিস্তব্ধে ভাবিলেন ইহার অন্তঃকরণে ভয়ঙ্কর কোন বিবেক থাকিতে পারে নতুবা প্রশ্ন করিতে না করিতেই বা এরূপ হইবে কেন? আবার কিয়ৎকাল পরে মৃদু মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন দেবি! আমি আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া ভাল কার্য্য করি নাই আপনার তাঁহাতে যখন ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে তখন আর বলিবার আবশ্যক নাই। বালিকা সলজ্জ মৃদু মধুরস্বরে উত্তর করিল, আমি দেবী বা তপস্বিনী নহি আমি অতিশয় দুর্ভাগা মানবী, আমার অবস্থা শুনিলে পাষাণ ও গলিত হয়। আমি পিতার সহিত পূর্ণিয়া যাইতে ছিলাম দিনাজপুর হইতে তথায় যাইতে হইলে এই ভীষণ প্রাণনগরের জঙ্গল দিয়া যাইতে হয়। যখন বেলা দ্বিতীয় প্রহর তখন আমরা এই বিপদ সমাকীর্ণ বন মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। পিতার বৃদ্ধাবস্থা, তিনি অধিক পথ চলিতে অক্ষম, এই কারণে ধীরে ধীরে আসিতে হইয়াছিল। যখন এই স্থানে উপনীত হই তখন পশ্চাৎ হইতে ভয়ঙ্কর চীৎকার শব্দে যমদূতাকৃতি দুই জন দস্যু আসিয়া আমাদিগের প্রতি আক্রমণ করে এবং সঙ্গে যাহা কিছু ছিল সমস্তই লুণ্ঠন করিয়া লইয়া পরিশেষে পিতাকে হত্যা করিয়া সেই নর পিশাচেরা এই কাননাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ঐ দেখুন পিতার মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

বালিকার উপস্থিত বিপদ বিষয়ক ঘটনাবলী আনুপূর্ব্বিক অবগত হইয়া যুবক চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার শরীর ও হস্ত পদ শিথিল হইয়া গেল, বাক্য রুদ্ধ হইল, ভাবিলেন, কি সর্ব্বনাশ! যখন দিবাভাগে বৃদ্ধ ও বালিকা দুই জনায় আসিতেছিল তাহাতেই এই দুরাত্মা দস্যুগণ এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড নির্ব্বাহ করিয়াছে তখন আমার ত কথাই নাই। বরং রাত্রিকাল একাকী দেখিয়া নির্ভয়ে আক্রমণ করিবে। শুনিয়াছি দস্যুগণ অগ্রে প্রাণনাশ করিয়া পশ্চাৎ তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করে। হায়! হায়! আমি কি কুকার্য্যই করিয়াছি, কারাগারে বন্দী ছিলাম তাহাতে প্রাণ বিনাশের কোনই সম্ভবনা ছিল না। বিপদ কি বিপদের পথেই অগ্রসর করায়? আজ আমি যেরূপ বিপদে নিপতিত তাহাতে নিশ্চয়ই জীবন বিনাশ সংঘটিত হইবে সন্দেহ নাই।

বালিকা যুবকের চিন্তাকুল অবস্থা অবলোকন করিয়া, বলিল, মহাশয়! আপনার ভয় নাই, যদি আপনি আত্ম পরিচয় গোপন না করেন, তবে আপনার কোনই চিন্তার কারণ নাই। যুবক এই বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন। কুমারি! আপনি কি সাহসে এই দস্যু পরিবৃত ঘোর বনে আপনার মৃত পিতৃদেহ সম্মুখে লইয়া এতক্ষণ বসিয়া আছেন ইহাতে আমি আরও অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। যদ্যপি আপনি প্রকৃত মানবী হন তবে আর বিলম্ব করিবেন না আমার সঙ্গে আসুন আপনাকে লইয়া আমি পুনরায় পূর্ণিয়াভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিব।

বালিকা আবার হাসিল, সে হাসি তাহার সরল হৃদয়ের পবিত্র ভাব মাখা হাসি হাসিল সে পবিত্র ভাবময়ী আনন্দের-চ্ছবি, যেন পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় হৃদয়ানন্দ জন্মাইয়া হাসিতে লাগিল, বলিল মহাশয়! আপনি পরিচয় দিলে আপনার কোনই আশঙ্কা নাই তখন যুবকের দোদুল্যমান হৃদয়ে নানা-বিধ সন্দেহ উপস্থিত হইল ভাবিল বালিকার এ উত্তর কখনই সত্য বলিয়া বোধ হয় না যদি সত্য সত্যই দস্যুগণ ইহার পিতাকে হত্যা করিত তবে বালিকাকেই বা হত্যা না করিবার কারণ কি? দস্যুরা কি স্ত্রী হত্যা করিতে ভয় করে, না সতীত্ব নষ্ট করিতেই কুণ্ঠিত হয়? আর এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘট-নার পর এই বালিকার নিশ্চিন্ত ভাবে এই স্থানে অবস্থান করাও অসম্ভব? তবে যে ভূতের কথা শুনিয়াছি এই কি ভূত, যদি তাহাই হয় তবে ত প্রাণ রক্ষা হইবার আর কোনই উপায় নাই। শুনিয়াছি ভূতেরা নানাপ্রকার আকৃতি ধারণ করিতে পারে এবং মনুষ্যকে ভুলাইবার জন্য নানারূপ মায়া প্রকাশ করিয়া থাকে! দেখা যাক্, আমি যখন মৃত্যু মুখেই অগ্রসর হইয়াছি তখন ইহার শেষ না দেখিয়া হঠাৎ পলাইবার চেষ্টা করিলেও কার্য্যকর হইবেনা বরং তাহাতে ইহার কোপানলে পতিত হইয়া শীঘ্রই প্রাণ হারাইতে হইবে। এই তর্কবিতর্কের পর যুবক বলিলেন, দেবি! আপনি যখন বারম্বার আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন তখন পরিচয় না দেওয়া সম্পূর্ণ সমাজনীতি বিরুদ্ধ, তবে এই কারণে আমি ইতস্ততঃ করিতেছি যে আমার পরিচয়ে আপনি কখনই সন্তোষ লাভ করিতে পারিবেন না।

আমার জীবন অত্যন্ত দুঃখময়। আমি কে? কোন জাতি? কাহার পুত্র? কোথায় নিবাস? কিছুই পরিজ্ঞাত নহি। শৈশবাবস্থা হইতেই কারাগারে বন্দী ছিলাম। তথায় সকলেই আমাকে স্নেহ করিত এবং সাধারণ বন্দীদিগের ন্যায় আমার প্রতি কোন কঠোর ব্যবস্থা ছিলনা। বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিশেষ সুবন্দোবস্ত ছিল। আহারীয় সামগ্রী ও পরিচ্ছদাদিতে কয়েদীদিগের সহিত তুলনায় আমাকে কয়েদী বলিয়া বোধ হইত না। কিন্তু আমার স্বাধীনতা ছিলনা। তদ্ভিন্ন সকল বিষয়েরই সুবন্দোবস্ত ছিল। মনুষ্য কি পশু পক্ষী যে জীবই হউক না কেন সকলেরই স্বাধীনতা নাথাকিলে, স্বর্গীয় সুখাধিকারও সম্পুর্ণ দুঃখময় বলিয়া বোধ হয়। যাহাদিগের স্বাধীন জীবন তাহারাই ধন্য। আমি নিয়ত এই চিন্তাতেই অভিভূত থাকিতাম। অদ্য নানারূপ ষড়যন্ত্র করিয়া কারামুক্ত হইয়াছি কিন্তু বিপদ বিপদেরই অনুসরণ করে। তাহা না হইলে এক বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে না হইতে পুনরায় কেন ঘোর বিপদে নিপতিত হইব!

বালিকা বলিল মহাশয়! হৃদয় বান্ ব্যক্তিগণ কি কখনও বিপদে ভীত হন? কাপুরুষেরাই বিপদে ভীত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান পরিশূন্য হইয়া থাকে। বিপদ কি? বিপদও সম্পদ একই পদার্থ। আমাদিগের হৃদয় সেরূপ ভাবে গঠিত নয় বলিয়া আমরা ইহার দুই প্রকার ফলভোগ করিয়া থাকি, নতুবা বিপদ ও সম্পদ,দুঃখ ও সুখের নামান্তর মাত্র। আপনি বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন অবশ্যই অলীক বিপদে কাতর হইবেন না। বিপদের সময় মানবের সাহসই একমাত্র সম্বল। বালিকার

এইরূপ বচন পরম্পরা শ্রবণে যুবক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন আজ কি ঘোর বিপদেই পড়িলাম। এযে দেখি পাদরী সাহেবের মেমের হাতে পড়িয়াছি। মনুষ্য জীবন অন্ত-রিত হইবার পূর্ব্বে নানা প্রকারে বিড়ম্বিত হয়, আমার জীব-নের অন্তিমাবস্থায় ও এইরূপ বিড়ম্বনা সমুপস্থিত হইয়াছে। একদিকে শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্য, অন্যদিকে দেবতা,কি অপ দেব-তার হস্তে নিপতিত, তাহাও ভাবিয়া নিশ্চয় করিতে পারি-তেছি না। আবার প্রাণনগরের জঙ্গলে দস্যুভীতি আছে এ প্রবাদ চিরকালই চলিতেছে।আজ যে কোন রূপেই হউক নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটিবে; তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে যাবৎ জ্ঞান আছে সেকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহস্যভেদ করিতে যত্ন-বান হই, দেখি উদ্ধারের কোন উপায় উদ্ভাবিত হয় কিনা। এই রূপ মনে মনে স্থির করত যুবক বলিলেন দেবি! আপনি যাহা বলিলেন তাহা সত্য কিন্তু এই বন মধ্যে আর অধিক কাল অবস্থান করা উচিত নয়, আপনি যদি অভিপ্রায় করেন তবে আপনার পিতৃ দেহ আমিই লইতে প্রস্তুত আছি, চলুন, কোন গৃহীর আশ্রমে লইয়া আপনার পিতার দেহ সংকার পূর্ব্বক আপনাকে যথা স্থানে রাখিয়া আমি আমাকে কৃতার্থ বোধ করি। বালিকা বলিল মহাশয়! তাহা পশ্চাৎ করি-লেই হইতে পারিবে। আমি আপনাকে সহোদর ভ্রাতার সদৃশ সন্নিধানে প্রাপ্ত হইয়া চিত্তের আবেগে কিযে বলিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আপনি এই অরণ্য দেখিয়া ভীত হইবেন না। কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মচারিদিগের অসীম অত্যাচারে দেশ উচ্ছন্ন যাইতেছে, সেই জন্যেই সকলে

একটী মন্ত্রণা স্থির করিয়া বৈর-নির্য্যাতন স্পৃহায় অনেকগুলি রাজা জমীদার ও প্রজাগণ গোপনে এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন কোম্পানির দূতগণ চতুর্দ্দিকে ইহাঁদের অন্বেষণে প্রেরিত হইয়াছে। যদি কোনও সুত্রে এই বন বিভাগে ইহাঁদের সন্ধান পায় সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইবে এই নিমিত্ত এই ঘোরতর বনে দস্যু আছে বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করা হইয়াছে! আমি অতি হত ভাগিনী, ও চির দুঃখিনী। শুনিয়াছি আমাদিগের বিষয় সম্পত্তি সকলই কোম্পানির সরকারে খাস করিয়া লইয়াছে। এইক্ষণ এই দুর্ভাগিনী অনন্যোপায় হইয়া বনাশ্রয়ে জীবন যাপন করিতেছে। আমিও আপনার ন্যায় আত্ম পরিচয় অনবগতা, কেবল এই মাত্র শ্রুত আছি যে রাজা দিগেন্দ্র রায় আমার পিতৃব্য।

রাজা দিগেন্দ্র নাম প্রতিধ্বনিত হইবামাত্রই সেই মৃত দেহ ভয়ঙ্কর রবে গর্জ্জিয়া উঠিল হতভাগিনি! তোর মৃত্যু সন্নিকট হইয়াছে, এই মুহূর্ত্তেই জানিতে পারিবি? এইরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করাতে তাহার হস্তস্থিত বীণাও সঙ্গে সঙ্গে ঐ রূপে নিনাদিত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিগ ঘোর কোলাহলে পরিপূর্ণ। যুবক ও বালিকা এককালীন অস্থির হইয়া পড়িলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে শত শত অস্ত্রধারী পদাতিক তাহাদিগকে চতুর্দ্দিক হইতে বেষ্টন করিল। এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা দর্শনে যুবক ও বালিকা মুর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শান্তিপুর।
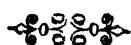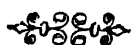
অদ্য রাস পূর্ণিমা। শান্তিপুর শান্তিরসে পরিপূর্ণ। চতুর্দ্দিগ আনন্দ কোলাহল। রাস্তা ঘাট, গৃহ, উদ্যান প্রভৃতি নানা-ফুলে সুসজ্জিত, স্থানে স্থানে দীপমালা সকল নানা বর্ণের দেওয়ালগির, গোলোক প্রভৃতির ভিতর দব্ দব্ করিয়া জ্বলিতেছে। পুণ্যতোয়া গঙ্গাগর্ব্বে কদলী বৃক্ষের সাহায্যে নানাবিধ পুষ্পমালা ও পুষ্প স্তবক প্রভৃতি শ্রেণীবদ্ধ রূপে সুসজ্জিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে দীপ সমূহ ক্ষীণ ও প্রবল তেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া তারকা বলীরন্যায় শোভা পাইতেছে। আজ শান্তিপুরে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই এই মঙ্গলোৎ-সবে স্বস্বকার্য্যে ব্যতিব্যস্ত আছে। কেহ ফুল, কেহ মালা, কেহ বা দীপ লইয়া পথে পথে ছুটাছুটি করিতেছে। ঝাড় লণ্ঠন দেওয়ালগির প্রভৃতি আলোক মালায় নগর অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। আজ পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে ও হৃদয়ে হৃদয়ে শান্তি বিরাজিত, দেখিলে বোধ হয় অপূর্ব্ব শোভা শালিনী প্রকৃতি দেবীও শান্তিপুরের শোভা দেখিয়া লজ্জায় ঘোমটা টানিয়া দিয়াছেন। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, ধনী ও নির্দ্ধন, সকলেই আজ সমান সাজে সাজিয়াছে। সক-লেই আজ ভগবানের চরণে মন, প্রাণ অর্পণ করিয়া পরমা-নন্দ ভোগ করিতেছে। এই আনন্দের দিনে এই মহোৎ-

সবে যোগ দেয় নাই কে? একটি বালিকা। যাহার হৃদয় স্রোতস্বতী প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে এ আনন্দ স্রোতে সে কখনও যোগ দান করিতে পারে কি? একটি দ্বিতল প্রাসাদের নির্জ্জন কক্ষে ত্রয়োদশ বর্ষীয়া একটি বালিকা বসিয়া কি চিন্তা করিতেছে। কক্ষ মধ্যে একপার্শ্বে একখানি পর্য্যঙ্কের উপর একটি গদীপাতা, তাহার অপর পার্শ্বে একখানি চৌকীতে সুতি গালিচার উপর একটি তাকিয়া রহিয়াছে। একটি দেওয়াল চাপায় মিট মিট করিয়া আলো জ্বলিতেছে। অন্য কেহ নাই কেবল মাত্র একটি বালিকা সেই নির্জ্জন কক্ষে একাকিনী বসিয়া একাগ্রমনে কি চিন্তা করিতেছে তাহার গঠন ঈষৎ স্থূল এবং তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ হাত, পা অতি সুঠাম ও সরল; কেশগুলি এরূপ মিস্ মিসে কাল, যেন কাল চুলের উপর কপল দেওয়া রহিয়াছে। কেশের দীর্ঘতা কটিদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত, অযত্ন রক্ষিত কেশগুলি এলো থেলো ভাবে থাকাতেও মুখের শোভা সমুজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। দন্ত পংক্তি দ্রোণ পুষ্পের ন্যায় শুভ্র, দেখিলে বোধ হয় হীরকাবলী গ্রথিত হইয়াছে। চক্ষু রেখা অতি সরল ও সুকোমল। এচক্ষু দেখিলে মৃগ চক্ষুর উপমা দিতে কবি লজ্জিত হইবেন। যুবক আমাদিগের কমলিনীকে দেখ নাই? এরূপের তুলনা কমল কুসুমেও পাওয়া যায় না। এ প্রতিমা না দেখাই ভাল, দেখিলে হয়ত ঘরে ঘরে খট্কা বাধিতে পারে। বালিকা হাসিতেছে না, কান্দিতেছে না, বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছে। তাহার অধর চন্দ্রে পূর্ণ শশধর শোভা পাইতেছে। নীরব ও নিস্তব্ধ ভাবে

বালিকা ঐ গালিচার উপরে বসিয়া কি ভাবিতেছে। নির্ম্মল সলিলা গঙ্গা দেবীর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। এ শোভা এ মধুরতা কিছুই তাহার নিকট ভাল বোধ হইতেছে না। তাহার হৃদয় সমুদ্রের উচ্ছাস ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। একভাবে স্থির থাকিতে পারিতেছে না, কখনও শয়নে কখনও উপবেশনে, যেন কিছুতেই সুখ বোধ হইতেছে না। একবার ভাবিল, এখানে আমাকে কে আনিল? কেনইবা আনিল? আমিত কোন দিন শান্তিপুর আসিতে চাহি নাই! যে বৃদ্ধারমণী আমার সঙ্গে আসিয়াছেন ইনি কি আমার প্রকৃতই মাতুলানী? কৈ আর কখনও ত ইহাঁকে দেখিনাই? ইনি আমাকে যে প্রকার স্নেহ করিতেছেন আত্মীয় হইলেও হইতে পারেন। যদি যথার্থই ইনি মাতুলানী হন তবে আমার পরিচয়ও অবশ্য বলিতে পারিবেন, আর যদি কোন দুরভিসন্ধিতে আনিয়া থাকেন তবে যে কি সর্ব্বনাশ করিবেন তাহা কেবল সর্ব্ব মঙ্গল ময় জগদীশ্বরই জানিতে পারেন। আমি জন্মাবধি দুঃখেই কালাতিপাত করিতেছি। মাতার স্নেহ, পিতার দয়া, আত্মীয় বন্ধুর সমাদর আমার জীবনে কখনও জানিলাম না। অন্ধের ন্যায় কেবল চিরদিন অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেই এজীবন শেষ হইতেছে। দুঃখের রজনী কি শীঘ্র শীঘ্র প্রভাত হয় না? আমি পূর্ব্ব দেহে যত প্রকার কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম এতদিনে তাহার ফল ভোগ করিতে হইতেছে। দুষ্কৃতি ভোগের কাল পূর্ণ না হইলে কখনই অব্যাহতি নাই। যে যেরূপ কার্য্যকরে সে সেইরূপ ফল পায়। বালিকা মনে মনে এইরূপ আক্ষেপ করিতেছে

এমন সময় জনৈক বৃদ্ধারমণী আসিয়া বলিল মা কমল! রাত্রি অধিক হইতেছে এখন কিছু খাবে কি? উত্তর, না, আমি কিছুই খাবনা। কেন মা! অসুখ করেছে কি? উত্তর না, তবে খাবে না কেন? দেখ মা, তুমি ছেলে মানুষ অমন করে ভেবনা, তোমার কি দুঃখ পড়েছে যে তুমি সারা দিন পড়ে পড়ে ভাব! আজ রাস পূর্ণিমা শান্তিপুরের রাস দেখিতে কত কতদূর দেশের লোক আসিতেছে, কত আমোদ প্রমোদ হইতেছে তুমি একবারও দেখলে না; না হয় ছাতের উপরে উঠে একবার নগরের শোভা দেখ। দেখ মা, আজ গেলে কাল আর এসব দেখিতে পাইবে না। বালিকা বলিল মা! আমার এসব কিছুই ভাল লাগিতেছে না। আপনি ঘরে গিয়া শয়ন করুন। আমিও শয়ন করিব। এই প্রকার কথোপকথন হইতেছে ইতি মধ্যে সুদীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ জনৈক বাবাজি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার পশ্চাৎ চতুর্দ্দশ বর্ষীয় একটি বালক ও একটি প্রবীণা ও একটি নবীনা মাতাজিও উপস্থিত হইলেন। কক্ষস্থিতা বৃদ্ধা রমণী ব্যস্তসমস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আগ্রহ পুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন দাদা! ভাল আছেন ত? কৃষ্ণদাস বাবাজি বলিলেন 'শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণ গতি মর্ম্ম' ভগ্নি! প্রভুর সংসার মঙ্গলেই আছেন। এইরূপে মঙ্গলামঙ্গল প্রশ্নাদির পর বৃদ্ধা উপবেশনের অনুরোধ করিলেন। বালকটী বৃদ্ধাকে প্রণাম করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে আসন গ্রহণ করিল। বৈষ্ণবী দ্বয় বাবাজির নিকটেই বসিল। বৃদ্ধা পুনরায় বলিল দাদা! এমেয়েটী কে? ইহার যে মস্তক মুণ্ডন দেখিতেছি।

কৃষ্ণদাস বলিল 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গতি মর্ম্ম' এইটী প্রভুর সংসারে কয়েক দিন মাত্র হইল ভেক গ্রহণ করিয়াছে প্রভুর ইচ্ছায় নবদ্বীপে কল্য আরও দুইটী রমণী প্রভুর পাদপদ্মে আশ্রয় পাইবার নিমিত্ত ভেক গ্রহণ করিয়াছে। "শ্রীরাধা কৃষ্ণ গতি মর্ম্ম" আখড়ায় কেহ না থাকিলে চলেনা বলিয়া তাহাদিগকে রাখিয়া আসিয়াছি। অদ্য পথে আসিতে একজন শিষ্য বলিল এখানেও নাকি দুই তিনটী রমণী "শ্রীরাধাকৃষ্ণ গতি মর্ম্ম" আমার নিকট ভেক গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে। সেই জন্য কিঞ্চিৎ তাড়াতাড়ি করিয়া আসিতে হইল। এই রূপ কথোপকথন হইতেছে ইতি মধ্যে বাবাজি গৃহস্থিতা বালিকার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিল ভগ্নি, এমেয়েটী কে? ইহাকে এই মাত্র নূতন দেখিতেছি। বৃদ্ধা বলিল তাহা পরে বলিব রাত্রি অধিক হইয়াছে এইক্ষণ আহারের উদ্যোগ করা যাউক। এই বলিয়া বৃদ্ধা, বাবাজি ও অন্যান্য সকলকে লইয়া গৃহান্তরে গমন করিল।

দুঃখের যামিনী সত্য সত্যই শীঘ্র প্রভাত হয় না। কমলিনীর অশান্তি হৃদয় সমুদ্রের তরঙ্গ ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। ভাবিল, কি সর্ব্বনাশই ঘটিবে। এই যে বাবাজি দেখিতেছি, নারীদিগকে বৈষ্ণবী করিয়া বেড়ানই ইহার ব্যবসায় বোধ হইতেছে তাহা না হইলে কল্যই দুইজন রমণীকে বৈষ্ণবী করিয়াছে আবার এখানে আসিতে পথের মধ্যে সম্বাদ পাইয়াছে যে এখানেও দুই তিন জন রমণী বৈষ্ণবী হইবে, এখানেও ত অনেক বাবাজি আছে, তবে কি তাহারা বৈষ্ণবী করিতে পারে না? বোধ হয় এব্যবসায়

সকলে করে না তাহাতেই ইহাকে সংবাদ দিয়া আনাই-য়াছে। আর আমার মাতুলানী ইহাকে দাদা বলিয়া সম্মান করিতেছেন, তবে এ বৃদ্ধাও কি বৈষ্ণবী! যদি বৈষ্ণবী না হইবে তাহা হইলে তাহার আত্মীয় কুটুম্ব বৈষ্ণব কি প্রকারে হইবে? আবার আমার পরিচয়ের কথায় বৃদ্ধা বলিল, "সে কথা পরে বলিব", ইহাতেই বোধ হয় না জানি আমারই কপাল ভাঙ্গিয়াছে। যখন আমার, আমার বলিতে এসংসারে কেহই নাই তখন এঘোর বিপদাবস্থায় আমাকে কে রক্ষা করিবে? যদ্যপি ইহারা আমাকে বৈষ্ণবী করিবার জন্য অনুরোধ করে উপেক্ষা করিলেই পারিব কিন্তু বল প্রকাশ করিলে আমার সে আপত্তি, সে বিনীত বাক্য, সে কান্না, কে গ্রাহ্য করিবে? তখন আত্মহত্যা ভিন্ন আর প্রায়শ্চিত্তের পথ নাই। শুনি-য়াছি মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারক মহম্মদ বল প্রকাশ দ্বারা হিন্দু সন্তানদিগকে মুসমান করিত এবাবাজীও দেখি সেই রূপ রমণীদিগকে ধরিয়া বৈষ্ণবী করিতেছে। এইরূপ নানাকথা মনে আন্দোলন করিতে করিতে বালিকা শয়ন করিল। ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া কমলিনী শয়ন করিল, কিন্তু নিদ্রা হইল না, তাহার সুকোমল বালিকা হৃদয়ে বিবেকের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল চিন্তারূপ অগ্নি, শান্তি সলিলে নির্ব্বাপিত না হইলে সামান্য জল কিম্বা বরফে কখনই শীতল করিতে সমর্থ হয় না। রাত্রি ক্রমেই অধিক হইয়া আসিতেছে কমলিনীর চিন্তাবেগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কখনও মনে হইতেছে প্রাণগরের জঙ্গলে যে যুবকের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল সে কি আমার কোন আত্মীয়,

যখন তাহাকে আত্ম পরিচয় দেই সে সময়ে মৃত ছদ্মবেশী সঙ্কেত দ্বারা সিপাহীদিগকে আহ্বান করিয়াছিল, তখন আমি ভয়ে হত চেতনা হইয়াছিলাম। সেই যুবক কি হইল, কোথায় গেল, আর কিছুই জানিতে পারিলাম না। তারপর ছল করিয়া রাজা দিগেন্দ্র আমাকে এখানে পাঠাইলেন কেন? আবার অন্যদিগে কৃষ্ণদাস বাবাজির কথা মনে হইতে লাগিল। বালিকা উন্মত্তার ন্যায় হইল। দুগ্ধ ফেণনিভ শয্যা কণ্টকময় বোধ হইতে লাগিল, অশান্তি পূর্ণ হৃদয়, সর্ব্বশান্তি প্রদাতা জগদীশ্বর শান্তি প্রদান নাকরিলে কাহারই শান্তি লাভ হয় না। মৃত পুত্রের জননী কখনও পুত্রশোকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারে না, মঙ্গল ময় জগৎ কর্ত্তাই তাহার শান্তি বিধান করেন। বালিকা নানা রূপ চিন্তা করিতে করিতে চক্ষে নিদ্রাকর্ষণ হইল, কমলিনী ঘুমাইল।
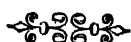
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ঘোড়াঘাট।

রংপুর মধ্যে ঘোড়াঘাট অতি রমনীয় স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এইস্থানে মহাভারতে কথিত বিরাট রাজের অশ্বশালা ছিল বলিয়া ইহা ঘোড়াঘাট নামে অভিহিত হয়। পূর্ব্বদিকে করতোয়া নদী, নদীতীরে মহানগরী ঘোড়াঘাট। সুবিস্তীর্ণ গৃহ, প্রশস্ত বর্ত্ম, ও উদ্যান এবং দেবালয় প্রভৃতিতে পরিশোভিত। স্থানে স্থানে বিচিত্র সৌধাবলী নদী

গর্ভ হইতে সোপান শ্রেণীতে যথাক্রমে দ্বিতল, ত্রিতল অট্টালিকা সমূহ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। দূর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন ধবলগিরি শোভা পাইতেছে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও অন্যান্য নানাবিধ জাতি এই নগরীর অধিবাসী। এই স্থানে সুবিখ্যাত মহারাজ ইন্দ্র নারায়ণের রাজধানী ছিল। রাজ পুরীর দক্ষিণ ভাগে সুরম্য উদ্যান, অপরদিগে একটি বন্দর থাকায় প্রতি দিন নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ার্থ অসংখ্য তরণী সমূহ শ্রেণীবদ্ধ রূপে আবদ্ধ থাকায় অতি সুদৃশ্য হইত। বন্দরটী উত্তর বঙ্গের বাণিজ্যের একটী প্রধান স্থান বলিয়া বিখ্যাত ছিল। রাজা ইন্দ্র নারায়ণ ইন্দ্রের ন্যায় প্রতাপ শালী হইয়া বহুদিন রাজত্ব করেন। রাজা হইয়া কি প্রকারে প্রজাপালন করিতে হয় তাহা মহাত্মা ইন্দ্র নারায়ণ বিলক্ষণ রূপে অবগত ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে কোন সময়ের জন্যই প্রজা মণ্ডলীর মধ্যে শান্তি ভঙ্গ হয় নাই, তাহারাও সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়া রাজ ভক্তির পরিচয় দিতে ত্রুটি করিত না। রাজ অতিথী শালায় প্রতি দিন সহস্র সহস্র দীন দুঃখী ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিয়া জীবন অতি বাহিত করিয়াছে। কাল চক্রের পরিবর্ত্তন গতিতে কিনা সংঘটিত হয়? সুরম্য উদ্যান ও একদিন ঘোর অরণ্যে পরিণত হয়। ইষ্টক প্রস্তর বিনির্ম্মিত বহু জনাকীর্ণ সুবিচিত্র অট্টালিকাময় পুরীও হিংস্র জন্তুর আবাস ভূমি হইয়া থাকে। যে ঘোড়াঘাটের কথা আজ আমরা উল্লেখ করিতেছি ইহা একদিন ইন্দ্রালয়ের সহিত তুলনা হইতে পারিত। কালের করাল গ্রাসে আজ সেই সুরম্য রাজ নিকেতন গহন কাননে

পরিণত হইয়াছে, কেবল স্থানে স্থানে ইষ্টক ও প্রস্তরাদি স্তূপাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজা ইন্দ্র নারায়ণ শৈশব হইতেই স্থির ও নম্র ছিলেন এবং তৎকালোচিত বিদ্যাভ্যাসও বিলক্ষণ রূপেই করিয়াছিলেন। ইহাঁর দুই বিবাহ। প্রথমা রাণী দেবেন্দ্র নামে এক পুত্র সন্তান রাখিয়া লোকান্তর গমন করিলে, রাজা দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেন তাঁহার গর্ভে একটি মাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল তাহার নাম দিগেন্দ্র রাখিয়াছিলেন। ক্রমে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া মহারাজ ইন্দ্র নারায়ণ পত্নী সহ কাশীধামে যাত্রা করেন, এবং কিয়দ্দিন পরেই তাঁহাদিগের কাশী লাভ হয়।

রাজা দেবেন্দ্র বাল্যকাল হইতেই শান্ত ও সাধু হৃদয়। কাল চক্রের ঘটনা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। তাঁহার সহধর্ম্মিনী রাণী ভুবন মোহিনী পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়া প্রথম গর্ভে এক সুকুমার ও পরে একটি কন্যা প্রসব করিয়া সূতিকা ব্যাধিতে অভিভূতা হন এবং অত্যল্প কালমধ্যেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। পত্নী বিয়োগ শোক ও শিশু সন্তান সন্ততির লালন পালনে রাজা দেবেন্দ্র দিন দিন অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। রাজ্যভার তাঁহার নিকট সময় সময় দুর্ব্বহ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি বলিতেন, সংসারাসক্ত ব্যক্তির সংসার বন্ধনে নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই। প্রলোভন ময় সংসারে পরিলিপ্ত থাকিয়া আত্মোন্নতির কোন প্রকার উপায় চিন্তা করিতে পারা যায় না বরং দিন দিন পাপ কর্দ্দমে নিমজ্জিত হইতে হয়। সুখ দুঃখ যাহা

লইয়া আমরা অবস্থার সহিত সর্ব্বদা সংগ্রাম করি, তাহা কেবল অভ্যাস ও রুচির ফল মাত্র। সুখ ও দুঃখ অবস্থার ভেদ জ্ঞান ভিন্ন অন্য প্রকারে চিনিতে পারা যায় না। জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্তৃক এই অবস্থাগত সুখ দুঃখের পার্থক্য অনুভূত হয়। যাহাদিগের মন এই উভয় সীমা অতিক্রম করিয়াছে, তাঁহাদিগের সুখ দুঃখে সমান জ্ঞান, এবং তাঁহারাই এই সংসার বন্ধন হইতে উন্মুক্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র বটে সন্দেহ নাই। বিষয় বৈভব ও পুত্র কন্যা ক্ষণিক সুখ কর মাত্র, পরক্ষণেই ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রগাঢ় অনুতাপ রহিয়াছে, অতএব দিগেন্দ্র যখন রাজ্য ভার বহন ও সংরক্ষণে সর্ব্বতোভাবে ক্ষমবান হইয়াছে। তখন তাহার হস্তেই পুত্র কন্যা ও রাজ্যভার অর্পণ করিয়া মরণ মঙ্গল বারাণশীক্ষেত্রে যাত্রা করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর।

কুমার দিগেন্দ্র বাল্যকাল হইতেই অতিশয় বলিষ্ঠ ও সুচতুর ছিলেন। তাহার বিষয়ানুরাগ শৈশবেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইয়াছিল, বিলাসিতা তাহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। অনেকের উপার্জ্জন করিবার শক্তি অব্যাহত থাকিলেও যথাযথ রূপে ব্যয় করিবার সামর্থ্য রহিত হয় এবং ব্যয় করিবার ক্ষমতা অব্যাহত থাকিলেও সঞ্চিত রক্ষা করিবার শক্তি অতিশয় দুর্ব্বল হয় কিন্তু কুমার দিগেন্দ্র আয়, ব্যয় ও সঞ্চিত তিন প্রকারের ব্যবস্থাই বিলক্ষণ রূপে অবগত ছিলেন। রাজা দেবেন্দ্র যখন পুত্র কন্যা ও বিষয়াদির ভার দিগেন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিবার প্রস্তাব করিলেন তখন কুমার দিগেন্দ্র অক্ষোভ হৃদয়ে তাহার আদেশ প্রতিপালনে সম্মত হইলেন।

পঞ্চম বর্ষীয় রাজকুমার প্রফুল্ল ও দ্বিতীয় বর্ষীয়া কন্যা কম-লিনী এতদুভয়ের যথাকালে অন্নাশন ও নাম করণাদি সুসম্পন্ন করিয়া পুত্র কন্যা এবং রাজ্যভার বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা দিগেন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিয়া জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ দেবেন্দ্র নাথ তীর্থ যাত্রা করিলেন। পুরজন ও প্রজাবর্গ তাঁহার এই আশ্চর্য্য ত্যাগ স্বীকার দেখিয়া সকলেই ব্যথিত ও বিস্মিত হইল। কুমার দিগেন্দ্র ঘোড়াঘাট সাম্রাজ্যের অধি-পতি হইয়া রাজোপাধি গ্রহণ করিলেন। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় রাজোপাধি লাভ করিতে রাজাদিগেন্দ্রকে রাজসুয় মহা-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইল না, বংশ মর্য্যাদানুসারে রাজ পুত্রই রাজা হইলেন। যাঁহার রাজ্য আছে, ঐশ্বর্য্য আছে উপযুক্ত সম্মান আছে তাঁহারা চিরকালই রাজা। তাঁহারা প্রজার নিকটে, সাধারণের নিকটে রাজা হওয়াকেই গৌরব মনে করিতেন। ভ্রম প্রমাদ বশতঃ অথবা ইচ্ছা করিয়া কোন বিষয় ত্রুটী করিলে তাঁহারা সম্রাটের নিকট কখন ও উপাধি-চ্যুত হইতেন না কিম্বা পুরুষ পরম্পারায় উপাধি গ্রহণার্থ কোন দরবারে উপস্থিত হইতে হইত না। রাজা দিগেন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া অতি সুশাসনে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। ইনি বিক্রমপুর নিবাসী রমানাথ চৌধুরীর কন্যা সরোজিনীর পাণি গ্রহণ করেন। সরোজিনী রমণী কুলের মধ্যে একটি চন্দ্রকান্ত মণির ন্যায় উজ্জ্বল প্রভাশালিনী রমণী ছিলেন। তাঁহার রূপ লাবণ্যের পরিসীমা ছিল না, সরো-জিনী অসামান্যা রূপ লাবণ্যবতী হইলেও শশাঙ্কের ন্যায় তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়ে একটি মাত্র কলঙ্ক রেখা দেখা দিয়াছিল।

তাঁহার স্নেহ মাখা অন্তরে কালকীট অলক্ষ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি অজ্ঞান বালক বালিকা প্রফুল্ল ও কমলকে দেখিতে পারিতেন না। তাহারা নিকটে আসিলে ভাল লাগিত না, তাঁহার বিবাহের এক বর্ষ পরেই তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। সেই সন্তানটীকে সর্ব্বদা অতি সুযত্নে লালন পালন করিতেন। হতভাগ্য পিতৃ মাতৃহীন বালক বালিকা প্রফুল্ল ও কমল সর্ব্বদা ম্লান বদনে দীন দুঃখীদিগের বালক বালিকার সহিত খেলা করিয়া বেড়াইত, ক্ষুধা হইলে বাকল হৃদয় মা. মা, বলিয়া পাটেশ্বরী সরোজিনীর নিকট গিয়া কান্দিত, রাজ মহিষী তীব্র কটাক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কর্কশ ভাষায় তৎক্ষণাৎ তাড়াইয়াদিতেন। সুকোমল হৃদয় বালক বালিকা তাহা বুঝিত না,কুটিল হৃদয়ের কুটিলভাব তাহারা বুঝিত না। হায়! অনাথ সন্তান! তোমদিগের এদুঃখ কে বুঝিবে? কে শুনিবে? কাহার নিকট তোমরা রোদন করিতেছ? তোমাদিগের স্নেহের প্রতিমা, মায়ার ছবি, যে তোমাদিগের হাসিমুখ দেখিলে হাসিবে, মলিনমুখ দেখিলে কান্দিবে অসুখ হইয়াছে দেখিলে হৃদয় বেদনায় অস্থির হইবে সে প্রতিমা অনেক দিন বিসর্জ্জন হইয়াছে। বালক। তোমারা অবোধ শিশু, তোমাদিগের এ দুঃখ কে দেখিবে? এ কান্না কে শুনিবে? দেখিবে বৈ কি? শুনিবে বৈ কি? যিনি দেখিবেন, যিনি শুনিবেন, সেই মায়াময় সকল হৃদয়েই বাস করিতেছেন। তাঁহার নিকটে শত্রু মিত্র সকলের স্নেহই সমান। তাঁহার অমৃত-ময় স্নেহ ভাণ্ডারে স্নেহের অভাব কি? বালক। তোমাদিগের অভাব কি, দিন যায়, রাত্রি

আইসে, আবার রাত্রি যায় দিন আইসে, চিরদিন কি কাহা-রও সমান যায়, না যাইবে, যিনি রত্ন শয্যায় শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন এবং অপূর্ব্ব সুখ স্বপ্ন দেখিতেছেন তাঁহার এনিদ্রা ও এসুখ স্বপ্ন কি ভাঙ্গিবে না? নিশ্চয় ভাঙ্গিবে, এক দিন না এক দিন অবশ্যই ভাঙ্গিবে।

রাজা দিগেন্দ্র ঘোর সংসারী ছিলেন। কি রূপে বিষয় বৃদ্ধি হইবে, কি রূপে দেশের জন সাধারণের উপর আধিপত্য স্থাপন হইবে তিনি সর্ব্বদা এই চিন্তা করিতেন। রাজ-মহিষী সরোজিনী অতি সুযতনে রাজার পরিচর্য্যা করিতেন। তিনি পতিভক্তি বিশিষ্টরূপেই শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতা ছিলেন না। তৎ-কালোচিত শিক্ষার সহিত হৃদয়ের ভাব মিশ্রিত করিয়া লই-য়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের উচ্চ ভাবই শিক্ষার আদর্শ বলা যায়। তিনি প্রতিদিন স্নান ভোজন কালীন স্বামীর নিকট উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন, তদ্বিষয়ে দাস দাসীর উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিতেন না। রাজা দিগেন্দ্র ও এই অসামান্যা রূপগুণবতী ভার্য্যার অসাধারণ ভক্তি শ্রদ্ধায় অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। সংসারে যদি কোন উচ্চ সামগ্রী থাকে, তবে তাহা "ভাল-বাসা"। যে সংসারে দাম্পত্য প্রণয় নাই, পবিত্র ভাল বাসা নাই, ও সুধামাখা স্নেহ নাই সে সংসার সংসারই নয়, ঘোর অরণ্য বা শ্মশান অথবা ভীষণ নরক বিষময় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সংসার গঠনে প্রকৃতিই পুরুষের প্রধান সহায়। স্ত্রীশক্তির সহায়তা ভিন্ন পুরুষ কখনও সংসার রচনা

করিতে সক্ষম হয়না। যে সংসারে স্ত্রী পুরুষে প্রণয় পরস্পরা অভেদজ্ঞান, সেই সংসার সোণার সংসার, সেই সংসারই রত্ন ভাণ্ডার। রাজা দিগেন্দ্রের সংসারও রাজমহিষীর অধ্যবসায়গুণে সোণার সংসার হইয়াছিল।

সুখ ও দুঃখ একস্থানে বাস করিতে ভাল বাসে না। রাণী আপন পুত্রটীকে যেমন স্নেহ করিতেন, প্রফুল্ল ও কমলকে তেমনি বিদ্বেষ নয়নে দেখিতেন। যাহাদিগের সংসারে আসক্তি অধিক তাহারা না করিতে পারে কি? অর্থের জন্য সম্পত্তির জন্য ও সুখের জন্য তাহাদিগের অকার্য্য কিছুই থাকে না। প্রফুল্ল বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের অধিকারী হইবে, এই অসুবিধা বিষকণ্টক রূপে রাজমহিষীর হৃদয়ে, প্রতিক্ষণ আঘাত করিতে লাগিল। তাঁহার পুত্র রাজা হইবে, তিনি রাজমাতা হইবেন, এসুখ সৌভাগ্যের আশা তিনি হৃদয়, ছাড়া করিতে পারিলেন না। তাঁহার অন্তঃকরণে সর্ব্বদা এই অসুবিধা জাগিতে লাগিল। রাজা আপন পুত্র মন্মথের অপেক্ষায় প্রফুল্লকে অধিক ভাল বাসেন। প্রফুল্লের পিতা নাই, মাতা নাই, ইহসংসারে স্নেহ করিবার কেহ নাই, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে অপত্য স্নেহ, রাণী সরোজিনীর ন্যায়, বরফের মত গলিয়া যায় নাই। তিনি সর্ব্বদা ভাবিতেন প্রফুল্ল পূর্ণ বয়স্ক হইলেই বিষয় ভার তাহার হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। কুসুমে কীট প্রবেশ করিলে ভ্রমর তাহা কিরূপে জানিতে পারে? রাজমহিষীর হৃদয় সরোজে যেকাল কীট প্রবেশ করিয়াছিল, রাজা তাহা বুঝিতে পারেন নাই। রাণী সরোজিনী যে প্রফুল্লকে

ভাল বাসিতেন না, বালক তাহা বুঝিয়াছিল। বালকের মনের কথা অতি সরল, অতি নির্ম্মল। মনে যাহা বলে, মুখেও অবিকল তাহাই বলিয়া ফেলে। এসরলতা, এমধুরতা সংসারে তাহার বুঝিবার যে কেহই ছিল না, বালক তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। মনের কথা হৃদয়ের ভাব সে সর্ব্বদা চাপাদিয়া রাখিত, কান্না পাইলে মনে মনে কান্দিত, বলিত না।

পাপের পিপাসা সততই কণ্ঠরোধ করে। মহিষী সরোজিনী কি প্রকারে এই অনাথ শিশু সন্তান দুটিকে চির নির্ব্বাসিত করিবেন এই বাসনা তাহার ক্রমেই বলবতী হইতে লাগিল। রাজা, প্রফুল্লও কমলকে ভাল বাসেন, স্নেহ করেন। কি প্রকারে তাঁহার সন্নিধানে এই রূপ প্রার্থনা স্থান পাইবে এই চিন্তায় তিনি দিন দিন শীর্ণকায়া হইতে লাগিলেন। মনে যাহা বলে মুখে তাহা প্রকাশ করিতে লজ্জা ও ভয় আসিয়া বাধা জন্মায় অথচ এই মনোরথ পূর্ণ না হইলে জীবনে কোনই সুখ নাই। এইরূপ অসম্ভব প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া নানারূপ চিন্তার পর উপায় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক একখানি পত্র লিখিলেন।

(পত্র)

প্রাণ নাথ! বলিতে ভয় হয়; পাছে আপনি অসন্তুষ্ট হন। সংসারে সকলেই আপন আপন পথ দেখিয়া চলে। আমার যে কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবে তাহা আপনি একবারও দেখিলেন না। পুত্র মন্মথ দীর্ঘ জীবন লাভ করিবে এ আশা

এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার মনে উদয় হয়না। মন্মথ সর্ব্বদা পীড়িত থাকে, যদি জগদীশ্বর তাহাকে দীর্ঘ জীবি করেন তাহা হইলেও তাহা দ্বারা ভাল আশা করা যাইতে পারে না, ও মন্দ বালক প্রথমেই পরীক্ষা করা যায়। মন্মথ অত্যন্ত নির্ব্বোধ ও দুর্ব্বল আর প্রফুল্ল অতিশয় বলিষ্ঠ ও সুচতুর। আমার প্রতি প্রফুল্লের এই বাল্যাবস্থাতেই সম্পূর্ণ কোপ দৃষ্টি দেখিতে পাই। ক্ষুধা হইলে দাস দাসীর নিকট খাইতে চায়, আমার নিকট একবারও আইসে না। প্রফুল্ল হইতে আমার শেষ জীবনে যে কি দশা ঘটিবে, বলিতে পারি না। আমি নিশ্চয় রূপে বুঝিয়াছি প্রফুল্ল ও কমল হইতে আমার সর্ব্বনাশ ঘটিবে।

প্রাণেশ্বর! আমি অতুল ঐশ্বর্য্যেশ্বরী হইয়া ভিকারিণী বেশে পথে পথে কান্দিয়া বেড়াইব ইহা অপেক্ষা আমার মরণই মঙ্গল। আপনি যদি আমার কথায় কর্ণপাত করেন তবে প্রফুল্লকে কোন কৌশলে নির্ব্বাসিত করুন। আর যাহাতে প্রফুল্ল ও কমল তাহাদের পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী না হয় তাহার সদুপায় চিন্তা করুন। আর যদি দাসীর এই প্রস্তাবে কর্ণপাত না করেন, তবে প্রাণাধিক পুত্র মন্মথকে দেখিবেন, এদাসী জন্মের মত বিদায় হইল। এই শেষ প্রার্থনা।

দাসী সরোজিনী

পাপের প্রলোভন কি বিভীষিকা-ময়!! পত্রখানি লিখিয়া রাণী মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি উপায়ে এই পত্র রাজার হস্তে দিবেন। একদিন দুই দিন করিয়া ক্রমে

চারি পাঁচ দিন অতীত হইল। পত্র দিতে সাহস হইল না, একদিন দিবা অপরাহ্ণ সময় রাজা নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিতেছেন এমন সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া একখানি পত্র রাজার হস্তে দিল। রাজা দিগেন্দ্র রাণীর লিখিত পত্র, শিরোনামা দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং হটাৎ রাজমহিষীর পত্র দেখিয়া দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাণী ভাল আছেন ত? দাসী বিনয় সম্ভাষণে বলিল, ভাল আছেন। এইক্ষণ আগন্তুক ভদ্র মহিলাদিগের সহিত আলাপ করিতেছেন। দাসীর কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না শীঘ্র পত্রপাঠ করিতে লাগিলেন, পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তাহার উজ্জ্বল মুখশ্রী প্রাভাতিক চন্দ্রমার ন্যায় মলিন হইয়া আসিতে লাগিল, এই ভয়ঙ্কর ঘটনা দেখিয়া পরিচারিকা আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল।
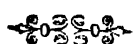
চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্নেহের পরিণাম।

মানব হৃদয়ের পরিবর্ত্তন অবস্থা কি ভয়ানক। কাল যাহাকে প্রাণভরিয়া ভাল বাসিতে দেখিয়াছি, যাহার উপকারের নিমিত্ত জীবন বিক্রয় করিতে দেখিয়াছি, আজ তাহার সর্ব্বনাশের ষড়যন্ত্র অনায়াসে দেখিতে হইতেছে। রাজা দিগেন্দ্র প্রফুল্ল ও কমলকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, স্নেহ করিয়া সর্ব্বদা কোলে লইতেন, আদর করিতেন, শিশু তাহা বুঝিতে পারিত। বালক আত্মপর চিনেনা বটে কিন্তু

কপট হৃদয়ের ভালবাসা ভাল বাসেনা, যে তাহাদিগকে সরল হৃদয়ে ভালবাসে, স্নেহ করে, তাহাকেই ভালবাসে, তাহার নিকটেই আবদার করে, সরল মনের সকল কথাই তাহার নিকট বলিয়া ফেলে। প্রফুল্ল ও কমল পিতৃ মাতৃহীন বালক বালিকা, তাহারা রাজা দিগেন্দ্রকেই পিতা বলিয়া জানিত, মনের কথা তাহার নিকটেই বলিত। সুখের দিন কাহারই চিরকাল সমান ভাবে যায় না, পূর্ণিমার অপর পক্ষেই অমা-নিশার ঘোর অন্ধকার আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। প্রফুল্ল ও কমলের এই সুখের দিন আর কতকাল সমান ভাবে থাকিবে? রাজা দিগেন্দ্রের স্নেহভিত্তির উপর বালক বালিকার এই সুখ সেতু নিরাপদে কতদিন একভাবে থাকিবে? সংসারে ভাল বাসাই কি এক অপূর্ব্ব পদার্থ! ভাবিয়া দেখিলে ভাল বাসিতে হইলে আপনি আপনাকে ভিন্ন অপর কেহ কাহাকে ভাল বাসেনা। পুত্রবৎসলা জননী যে স্তন্যপায়ী শিশুকোলে লইয়া হাসিতেছেন খেলিতেছেন ও প্রাণের অধিক ভালবাসিতেছেন, সে ভালবাসা তাহার আপনাকেই ভালবাসা। আমি আমাকে ভালবাসি বলিয়া পুত্রকে ভালবাসি। ভালবাসা কেবল আত্মসুখের জন্য। সংসারে যে যাহা করিতেছে সমস্তই আত্মসুখের জন্য, এইসুখ যাহা হইতে আমরা পাই তাহাই আমাদিগের ভালবাসা। যেপুত্র দুঃখের কারণ হয় তাহার পিতা মাতা কখনই তাহাকে ভাল-বাসেন না। পিতৃ মাতৃহীন শিশু হইতে পরিণাম বিপদ হইবে একথা রাজা দিগেন্দ্র এক দিনের জন্যও মনে ভাবেন নাই। আজ রাণী সরোজিনীর পত্র পাঠ করিয়া তিনি হত-

বৃদ্ধি হইয়াছেন। শাস্ত্রানুসারে ভ্রাতষ্পুত্রই পুত্র, সামান্য সামান্য বিষয় লালসায় অজ্ঞান শিশুদিগকে কোন প্রাণে বিদায় দিবেন ইহা তিনি ভাবিয়াছিলেন। সমাজ সাগরে যে অতুলনীয় যশের তরী নিমজ্জিত হইবে তাহাও তিনি বুঝিয়া ছিলেন, কেবল রমণীর কুহকিনী মায়ায় যে কি সর্ব্বনাশ সংঘটিত হয় তাহাই তিনি বুঝিতে পারেন নাই। রাণীকে তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। সে ভাল বাসা তাহার হৃদয়ে হৃদয়ে বসিয়াছিল। প্রফুল্ল কমলকে নির্ব্বাসন না করিলে রাণী সরোজিনী আত্মহত্যা করিবেন এই আশঙ্কা তাহার হৃদয়ে বিষম আঘাত করিল। মনে মনে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই উপস্থিত বিপদ মুক্তির সদ্যুক্তি কাহার সঙ্গে হইবে? আত্মীয় বন্ধু যিনি অবগত হইবেন, তিনিই মনে করিবেন আমি স্ত্রৈণ অথবা উন্মাদ হইয়াছি। এখন উপায় কি? এইরূপ অনেকক্ষণ চিন্তার পর তাহার মাতুল পূর্ণিয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত অন্নদা কান্ত রায় চৌধুরীকে আনায়ন করা স্থির করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। অন্নদা বাবু অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ লোক, তাঁহার প্রতাপে পূর্ণিয়া প্রকম্পিত হইয়াছে। তিনিবাল্যকাল হইতেই সংসার কীট হইয়াছিলেন। ধনের জন্য, সম্পত্তির জন্য দেশের উপর আধিপত্যের জন্য তাঁহার অকার্য্য কিছুই ছিল-না। এই সময় বঙ্গদেশের শাসন ভার মুসলমান সম্রাটদিগের হস্তচ্যুত হইয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত, হয়। মুর-শীদাবাদের নায়েব সুবাদার পদে মহম্মদ রেজা খাঁ নিযুক্ত থাকেন। পূর্ণিয়ার রাজস্ব আদায়ের ভার বসন্ত কুমার রায়ের

হস্তে অর্পিত হয়। প্রথমতঃ দেশ শাসন করিতে হইলে বাস্তবিক স্থানীয় দুই একজন বড়লোকের সাহায্যের আবশ্যক করে। স্থানীয় ব্যক্তিগণ বশীভূত না থাকিলে দেশের সর্ব্বাবস্থা কথনই সুন্দর রূপে অবগত হওয়া যায় না, এনিমিত্ত অন্নদা বাবুর সহিত রাজা বসন্ত কুমার রায় মন্ত্রণা করিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন, এবং ক্রমে অন্নদা বাবু রাজকর্ম্মচারির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন।

রাজা দিগেন্দ্র অতিভীত ও শঙ্কিত হইয়া মাতুল সদনে আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে তিনি সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন, বৎস। ভয় কি? এই সামান্য কারণে এত উৎকণ্ঠিত হইতেছ কেন? আমি এই মুহূর্ত্তেই ইহার সদুপায় অবধারণ করিতেছি। কোম্পানির দেওয়ান বসন্ত কুমার রায় আমার পরম বন্ধু, তিনি থাকিতে আমি যমকে দেখিয়াও ভয় করি না।

রাজা বলিলেন, মাতুল মহাশয়! আমি শুনিয়াছি কোম্পানি বাহাদুরের লোকে পূর্ণিয়ার জমিদার ও প্রজামণ্ডলীর প্রতি ভয়ানক অত্যাচার করিতেছে, আর পূর্ণিয়ার কথাইবা কেন বলি, রঙ্গপুর দিনাজপুরেও অত্যাচার হইতেছে। প্রতিদিন কারাগারে শত শত প্রজা ও জমিদারগণ রাজস্বের জন্য কারাদণ্ড গ্রহণ করিয়াও অব্যাহতি পাইতেছে না। তাহাদিগের স্ত্রী, কন্যা ও পুত্রবধূ, প্রভৃতিকে লইয়া গিয়া বিবসনা করিয়া ভয়ানক প্রহার ও অপমান করিতেছে, এমন কি, কুল মহিলাগণ লজ্জার দায়ে, সতীত্ব নাশের ভয়ে ও প্রহারে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেছে। ইহা কি

ভয়ানক! কি অত্যাচার মূলক। আর আপনি অতি জ্ঞান বান হইয়া সেই ঘোর অত্যাচারী ও পাপকারী দিগের অসৎকার্য্যে যোগদান করাকে কি উপযুক্ত কার্য্য মনে করেন?

মাতুল বলিলেন, রাজ কার্য্য কেবল দয়ার প্রতি নির্ভর করিয়া চলে না। অর্থাগম করিতে হইবে লোক আপনা হইতেই প্রপীড়িত হয়। পূর্ণিয়া, রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের লোক প্রচুর অর্থ থাকিতেও ইচ্ছা করিয়া রাজস্ব দিতে চাহে না, ধরিতে গেলে পলায়ন করে। তখন স্ত্রীলোক দিগকে ধৃতকরা কি প্রকারে অবৈধ বলিব? ধন সম্পত্তি, ছল প্রবঞ্চনা ভিন্ন কে কোথায় পাইয়া থাকে? তুমি এই মাত্র আমার নিকট যে প্রস্তাব করিলে, ইহা কোন ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত? জ্ঞান বিহীন বালক বালিকাকে চির নির্ব্বাসন করিবার উদ্দেশ্যই তাহাদিগের সম্পত্তি লাভের একমাত্র দুরাশা নয়? নতুবা এই পিতৃ মাতৃ হীন বালক বালিকা তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছে? রাজা দিগেন্দ্র অধোমুখ হইলেন, আর তাহার বাক্যস্ফূরণ হইলনা। তখন অন্নদা বাবু পুনরায় বলিলেন, তুমি বালক, তোমার কথায় আমি রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হই নাই। এবং আমিও তোমাকে যাহা বলিলাম তুমি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইওনা। আমি তোমার প্রস্তাবে এইরূপ স্থির করিয়াছি, প্রফুল্ল পুরুষ তাহাকে যেখানে রাখ তাহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধান শক্তি প্রবল হইতে থাকিবে। নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নির জন্যও সতর্ক থাকিতে হয়। একারণ রাজা বসন্ত কুমার রায়ের সহিত মন্ত্রণা করিয়া

তাহাকে কোম্পানির কারাগারে রাখিব এবং এইরূপ বন্দো-বস্তে রাখিতে হইবে যে বালক কোন প্রকারে ক্লেশ বোধ নাকরে, শিক্ষা এবং ভরণ পোষণের জন্যও সুনিময় করিয়া দিব। আর কমলিনী বালিকা তাহাকে আমার সংসারে রাখিলেই হইতে পারিবে। আমি তাহাকে এইরূপ ভাবে লইয়া যাইব যে তাহার কোন প্রকার পরিচয় পূর্ণিয়ার লোকের শ্রবণগত হইবে না। বন্ধু শূন্য একটি বালিকা সংসারে যে ভাবে থাকে, কমল সেই ভাবে থাকিবে।

রাজা দিগেন্দ্র মাতুল বাক্যে পরম অহ্লাদিত হইলেন। আজ রাণী সরোজিনীর সকল আশা সকল ভরসা পরিপূর্ণ হইল। মহারাজ ইন্দ্র নারায়ণের নির্ম্মল রাজ কোষে যে পাপরূপ কালসর্প প্রবেশ করিল তাহা রাজা কি রাণী কেহই বুঝিতে পারিলেন না। সংসারোন্মত্ত ব্যক্তিরা পরস্ত্রীতে কাতর, আত্ম সুখের নিমিত্ত তাহাদের অকার্য্য কিছুই নাই। রাজা দিগেন্দ্র পত্নীর কুহকিনী মন্ত্রে আত্মহারা হইয়া ঘোড়া-ঘাটের পবিত্র রাজবংশে কলঙ্ক স্তম্ভ প্রোথিত করিলেন। পূর্ণিয়ার জমিদার অন্নদা কান্ত চৌধুরির সহিত অবোধ বালক বালিকা দুইটীকে চির দিনের মত বিদায় করিলেন।
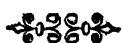
পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কাশীধাম।

দশাশ্বমেদের ঘাট লোহিত বর্ণে চিত্রিত করিয়া দিনমণি অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইতেছেন। ঈশ্বর উপসনার্থ অসংখ্য যুবা বৃদ্ধ পুরুষ রমণীগণ কেহ সন্ধ্যা, কেহ স্নান, কেহ বা স্তব পাঠ করিতেছেন। গঙ্গাগর্ভে লাল নীল ও সবুজ নানাবর্ণে চিত্রিত নৌকা সকল হাসিয়া খেলিয়া চলিয়া যাইতেছে। কোন কোন স্থানে দুই একখানী নৌকা নঙ্গর করা রহিয়াছে। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গাদেবী মহাতীর্থ বারানশীকে বক্ষে ধারণ করিয়া পরমানন্দে হাসিতেছেন। ঘাটের উপর বৃহৎ অট্টালিকা সকল পবিত্র সলিলা জাহ্নবীর দোদুল্যমান স্রোতোজলে নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিতেছে। সারঙ্গ, এছরাজ, বীণা প্রভৃতি মধুর সঙ্গীত সহ চতুর্দ্দিগে নহবত ও টিকরা প্রভৃতি বাজিতেছে। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমুপস্থিতা হইলেন। আজ ফাল্গুন মাস, দোল পূর্ণিমা তিথি। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে সুশীতল কিরণ বিস্তার করিয়া নিশাপতি পূর্ব্বাকাশে সমুদিত হইলেন। বসন্তানিল মন্দ মন্দ বেগে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। এই সময় দশাশ্বমেদের ঘাট দেখিতে অতি রমণীয়। এইস্থানে উপস্থিত হইলে বোধহয় রোগ, শোক, পরিতাপ কিছুই নবীভূত থাকিতে পারে না। ক্রমে সায়ংকাল অতীত হইল। দুই একজন করিয়া ক্রমে স্বস্বস্থানে গমন করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে একজন

যুবক কেবল নিশ্চল, নিস্তব্ধ ও গম্ভীর ভাবে একটি গম্বুজের উপরে বসিয়া আছেন। তাহার মুখশ্রী দেখিলে বোধ হয় কি অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিভোর রহিয়াছেন। এমন সময় উত্তর দিক হইতে একখানি ডিঙ্গি নৌকা আসিয়া গম্বুজের নিকট উপস্থিত হইল। নৌকার ভিতর অনুমান পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম একজন যুবা পুরুষ বসিয়া আছেন তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল জামায় আচ্ছাদিত। গঠন দোহারা, উত্তম গৌর-বর্ণ, শরীরের আয়তন দীর্ঘও নয়, বেটেও নয়, মানান শরীর, মুখে দিব্য গোঁপের রেখা দেখা দিয়াছে। যুবক সদানন্দ পুরুষ, আকৃতি দৃষ্টে বোধহয় ইনি কোন সৎকুল সম্ভব ধনীর সন্তান হইবেন। নৌকা গম্বুজের সন্নিহিত হইলেই গম্বুজস্থিত যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন কি অতুল বাবু, দেখা পান নাই? অতুল বাবু উত্তর করিলেন তিনি অদ্য অপরাহ্ণেই স্থানান্তরে গিয়াছেন। দুই এক দিন মধ্যেই দেখা হইতে পারিবে, এই বলিয়া আগন্তুক নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া গম্বুজের উপর বসি-লেন ও নৌকা ফিরাইয়া লইয়া যাইতে মাঝির প্রতি আদেশ করিলেন। নৌকা তথা হইতে অন্তরিত হইলে অতুল বাবু বলিলেন, ভাল মহাশয়, কৌশল ষড়যন্ত্র অপেক্ষা যুদ্ধ সজ্জা করিলে হয় নাকি? প্রথম যুবক হাসিলেন, বলিলেন মহাশয়! যাহাদিগের জাতীয় জীবন নাই তাহারা কি কখনও যুদ্ধ সজ্জা করিতে পারে? দেখুন মুসলমানেরা আমাদিগকে হিন্দু বলিয়া সম্বোধন করে। হিন্দু কি, আরবি ভাষায় হিন্দুকে বিধর্ম্মী কহে। উহাদিগের ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া আর্য্য জাতিরা হিন্দু। আর মুসলমান শব্দের আরবীয় অর্থ সত্য

ধর্ম্মাবলম্বী। এখন ভাবিয়া দেখুন দেখি আর্য্য জাতির মনের বল থাকিলে এই কটু সম্বোধনে বংশাবলী ক্রমে তৃপ্ত হইয়া সেই উপাধিকে গৌরব মনে করিতে কখন পারে কি? আপনি কাক পক্ষীর ঝাঁক মধ্যে একটি কাককে আহত করিয়া দেখিবেন ঐ মুহূর্ত্তেই শত শত কাক চীৎকার করিয়া সেই আহত কাককে রক্ষা করিবার জন্য কি রূপ সহানুভূতি প্রকাশ করে। শৃগালগণ যে যেখানেই থাকুক্ না কেন, কেহ শব্দ করিবা মাত্রই তাহার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই প্রতি-ধ্বনি করিয়া সহানুভূতি প্রদর্শন করে। এই প্রকার পশুপক্ষী দিগের মধ্যে বিলক্ষণ সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা আর্য্য জাতি আজ এত দুর্ব্বল হইয়াছি যে, পশু পক্ষীদিগের সহিত তুলনা করিতে গেলে আমাদিগের মানু-ষিক বলত দূরের কথা, তাহাদিগের তুল্য বল দেখাইবারও কোন উপায় নাই। আমরা বীরবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি সত্য কিন্তু কালক্রমে আমাদিগকে এতই হীন বীর্য্য করিয়াছে যে বীরবংশ বলিয়া পরিচয় দিতে গেলে সেই পবিত্র বংশের ভিত্তিমূলে কলঙ্ক কুঠারের আঘাত করা হয়।

অতুল বলিলেন মহাশয়! আপনি দুর্ব্বল কাহাকে বলি-তেছেন? আমাদিগের দেশে অত্যন্ত বলবান পুরুষ সকল রহিয়াছে। তাহার মধ্যে এমনকি লাঠী, তরবারী ও বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রাদি অনেক লোকেই চালাইতে পারে তবে অবশ্য অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। যুবক হাসিলেন বলিলেন অতুল বাবু! আপনি যাহাদিগকে বলবান বলিতেছেন আমি তাহাদিগকে বলবান বলিনা, মনের বল না থাকিলে শারীরিক

বলে কি করিতে পারে ? দেখুন মহাকায় হস্তীদিগকে মনু-ষ্যেরা অনায়াসে শৃঙ্খল পরাইতেছে এবং ইচ্ছামত ব্যবহার করিতেছে, হস্তীর হৃদয়ে সেরূপ বল থাকিলে কি মনুষ্যেরা ঐরূপ ব্যবহার করিতে সমর্থ হইত ?

অতুল বলিলেন মহাশয় ! আপনি যাহাই বলুন না কেন, আক্রমণ করিবার সেরূপ শক্তি না থাকিলেও পলায়ন করিবার কৌশল আমরা বিলক্ষণ রূপে অবগত আছি। আর ইহা মন্দই বা কি প্রকারে বলিব ? দেখুন ভারত যুদ্ধে সমস্ত বীরগণ আপন আপন পরাক্রম দেখাইতে গিয়া সকলেই গা'তুলিলেন, আর দ্রোণ পুত্র অশ্বথামা কেমন সু'চতুর, পলা-য়ণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। যখন ভীম ও দুর্য্যোধনের গদার ঠন্‌ঠন শব্দ হয় ঐ সময় বেগতিক বুঝিয়া তিনি সরিয়া পড়িলেন। শুনিয়াছি তিনি পর্ব্বতের উপরে কোথায় লুকা-ইয়া আছেন। আবার আরও দেখুন, লঙ্কাকাণ্ড আপনি আর না পড়িয়াছেন এমত নহে। রাবণপুত্র মেঘনাদ যদি মেঘের ভিতর লুকাইয়া যুদ্ধ না করিত তবে কি একদিনের অধিক যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইত ? যজ্ঞ ভঙ্গের দিন তার বিলক্ষণ শিক্ষা হইয়াছিল। লক্ষণ ঠাকুর যেমন চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়াছিলেন আর যায় কোথায়। এক চপটাঘাতেই কার্য্য শেষ কিন্তু মহাশয় ! হনুমানটার শ্রাদ্ধ ক'র্‌তে কেহই পারে নাই। বানরটা এতবড় ধূর্ত্ত, লাঙ্গুলে করে লঙ্কার ঘরে ঘরে আগুণ ধরে দিয়েছিল। যখন রাবণ ধ'র্‌তে চেষ্টা করলেন এক লম্ফেই সাগর পার, তবে বলুন দেখি সরিয়া পড়াটা মন্দ কিরূপে বলিব ?' রাবণ রাজা একবার হনুমানটাকে ধর্‌তে

পারিলে সাত সমুদ্র তেরনদী পার হয়ে আশা ভাল করে দেখাইয়া দিত। আর মহাশয় রাবণ রাজা একজন প্রকাণ্ড রাজ চক্রবর্ত্তী ছিলেন। শুনিয়াছি যে, যমকে দিয়া ঘোড়ার ঘাস কাটাইতেন,তারপর চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগুলি যোড়হাতে থাকিত। এত বড় রাজার বাড়ী কি পাকা বাড়ী ছিলনা? খড়ের ঘর না হইলে হনুমান পোড়াঁলে কি প্রকারে?

যুবক বলিলেন মহাশয়, আপনি বড় হাসাইতেঁ পারেন। আর না হইবে কেন, আমাদের দেশে রামায়ণ ও মহাভারত এক প্রকার প্রধান শাস্ত্র, আমরা তাহার অনুকরণকেই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠমনে করি, বস্তুতঃ আর্য্য-জাতির অধঃপতন হইবার কাল পৌরাণিক সময় হইতেই প্রবাহিত হইয়াছে। আদিম-বৈদিক সময়ে এই আর্য্য-জাতিরা সম্পূর্ণ রূপে স্বাধিন ও তেজস্বী ছিলেন। পরে পৌরাণিক সময় হইতে ক্রমে হীন বল হই-য়াছেন। ভারত যুদ্ধে ভারত গৌরব বীর পুরুষগণ সকলেই বিনষ্ঠ হইয়াছিলেন, কেবল কতকগুলি বালকও দুর্ব্বল রণ-ভীরু দুই একজন পুরুষ এবং কতকগুলি অনাথা বিধবা কামিনীগণই জীবিতাছিল। পশ্চাত্য নিয়মে ভারত চরিত্র একটি মহাপুরাণ রূপে যখন ধর্ম্মের সহিত সম্বদ্ধ হইল, তখন পাশ্চাত্য ব্যক্তিগণ তাহাকে পাঠ করিলে পুন্য, শ্রবণ করিলে অক্ষয় স্বর্গ ইত্যাকারে মানব হৃদয়ে ধর্ম্মভাব স্থাপন করে। যদিও এই ঐতিহাসিক ঘটনা আর্য্যদিগের প্রকৃত ধর্ম্ম শাস্ত্র বটে কিন্তু ইহার উপযুক্ত ব্যবহারে পাশ্চাত্য হীনবল মানব গণ অসমর্থ হইয়া কেবল অসৎ অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রতিজ্ঞা পালন, বীরত্ব ও জিতেন্দ্রিয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণের

অনুকরণ না করিয়া, কুরুপাণ্ডবের অবৈধ ভ্রাতৃ হিংসা, কপট বুদ্ধিতে পাশা খেলা ও ভীষ্মের নিকট কৃত্রিম দুর্য্যোধন সাজিয়া অর্জ্জুনের বাণ হরণ প্রভৃতি অসৎ অনুকরণেই মানব হৃদয় গঠিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন ধর্ম্ম বুদ্ধি ক্রমেই লোক হৃদয় হইতে অন্তর্হৃত হইতে থাকে। তথাপি রাজ্যের শাসন ভার আর্য্য-জাতির হস্তস্খলিত না হইলেও কথঞ্চিৎ রূপে সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মের গৌরব সংরক্ষিত হইত, কিন্তু মুসলমান সম্রাট রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করিয়া প্রথমতঃ আর্য্য ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ করেন। এমন কি এই সময়ের ঘটনা স্মরণ করিলে পাষাণ সদৃশ কঠিন হৃদয়ও দ্রবী ভূত হইয়া যায়। দুর্দ্দান্ত যবন প্রতাপে আর্য্য-জাতি আপন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৎকালিন ভয় ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের শিক্ষাই তাঁহাদিগের হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই। তদনন্তর মুসলমান সম্রাট দিগের রাজ্যচ্যুতির পর ইংরেজগণ ভারতবর্ষ অধিকার করেন। তাঁহাদিগের শাসনভার যদিও স্বার্থ পরায়ণ দুই একজন ইংরেজের হস্তে প্রথমত অর্পিত হইয়াছিল বটে কিন্তু দুহৃর্দয় বাঙ্গালীগণ বায়ু রূপে অগ্নির সহায়তা করার ন্যায় ঘোর পাপানুষ্ঠানে যোগদান করিয়া দেশ প্রপীড়ন অগ্নি এত প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিয়াছে যে, ধন মান ও জাতি রক্ষা করা দূরে থাকুক প্রাণ পর্য্যন্ত রক্ষা করিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ এসম্বন্ধে আমি ইংরেজকে দোষদিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহারা অন্য দেশীয় লোক, তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের আহার ব্যবহার ও ধর্ম্ম সমস্ত বিষয়েরই যখন পার্থক্য দেখিতে পাই তখন তাঁহারা আমাদিগের

প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিবেন ইহা আশ্চর্য্য কি? কিন্তু দুরাত্মা বাঙ্গালীকে আমি ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করি, যে তাহারা সামান্য ধন তৃষ্ণায় এবং অস্থায়ী পদমর্য্যাদার অহঙ্কারে কর্ত্তব্য পরিশূন্য হইয়া স্বদেশের কুলবধূদিগের অমূল্য সতীত্বরত্ন বিনাশ পূর্ব্বক স্বামীর ক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইয়া বিদেশীয় ও বিজাতীয়দিগের নিকট অর্পণ করিতেছে। বলুন দেখি, নীচাশয় কাপুরুষ ভিন্ন এরূপ কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে কোন বীরপুরুষ কখন পারে কি? দেশের কুলবধূর সহিত আত্ম কুলবধূর প্রভেদ কি? যে নরাধম আত্মনাশ করিতে কুণ্ঠিত নহে তাহার আবার প্রশংসা? তাহার আবার মনোবল? এই অসার আত্মোন্নতির জন্য যিনি পরের সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠিত নহেন, তাহাকে আমি বীর পুরুষ অথবা তাহার মনোবল আছে বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। তবেই দেখুন, বর্ত্তমান অবস্থায় বীর মাতা বঙ্গভূমি যে আবার বীর পুরুষ প্রসব করিবেন তাহার সম্ভাবনা কি?

অতুল বলিলেন মহাশয়! আপনি বসু মাতার প্রতি দোষারোপ করিবেন না। ইনি দেবতা, স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল এই ত্রিলোক বক্ষোধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং নানাবিধ অত্যাচার সহিষ্ণু হইয়া অতি দুর্ব্বহ ভার বহন করিতেছেন।

যুবক বলিলেন অতুল বাবু! আমি দেবতার প্রতি দোষারোপ করিতেছি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি "জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। যত কিছু সকলই রূপান্তরিত হইতেছে। তাঁহার প্রতি দোষারোপ করা কোন প্রকারেই সম্ভাবনা হইতে পারে না। কালচক্রের পরিবর্ত্তন গতিতে পদার্থ গত সে

সকল অবস্থার রূপান্তর ঘটিতেছে, সেই সকল সাময়িক ফলে আমরা সবল ও দুর্ব্বল হইয়া থাকি। আর ইহাও সম্পূর্ণ রূপে পরিলক্ষিত হইতেছে যে জল স্বর্পের দংশন অপেক্ষা গৃহ সর্পের দংশনে বিষের আধিক্য হইয়া থাকে এবং পার্ব্বত্য ও শীত প্রধান স্থানের মানবগণ অপেক্ষা গ্রীষ্ম প্রধান স্থানের অধিবাসীগণ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া থাকে। কিন্তু এই দুর্ব্বলতা কেবল শরীরগত নহে মানসিক ধমনীতেও প্রতীয়মান হইতে থাকে। জাগতিক বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘণীভূত। ইহাতে ভূগর্ভের শক্তি পরম্পরা কর্ত্তৃক মানবগণের যে বলের হ্রাস বৃদ্ধি হইবে তাহাও আর আশ্চর্য্য কি? উভয়ে এই প্রকার কথোপ কথন হইতেছে, ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়া উঠিল, গঙ্গার ঘাটে আর কোনদিগেই মনুষ্যের সাড়া শব্দ পাওয়া যাইতেছে না, কেবল স্থানে স্থানে নগর প্রহরীগণ চীৎকার করিয়া কাশী-বাসীদিগকে সতর্ক করিতেছে; অশি এবং মণিকর্ণিকারঘাটে প্রধূমিত চিতানল প্রজ্বলিত হইতেছে। তখন প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় ভাব মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে যুবকদ্বয় গাত্রোত্থান করিয়া স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পাপের পরিণাম।

চিরদিন কাহারও সমান ভাবে যায় না। পাপরূপ মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়া পাপের ফল কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। ঋণের সঙ্গে সঙ্গে পরিশোধ বুদ্ধি না থাকিলে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। কর্ম্মফল কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপত্তি হয়, প্রকাশ হয় না, সময়ের প্রতীক্ষা করে। কোন কোন কর্ম্মফল সত্বরে, কোন কোন কর্ম্মফল বিলম্বে প্রকাশিত হয়। কদলী বৃক্ষের ফল যেরূপ শীঘ্র শীঘ্র দেখিতে পাওয়া যায় তাল ফল ফলিতে সেইরূপ বিলম্ব হইয়া থাকে। বস্তুতঃ কর্ম্মগত ফল। যাহা কর্ম্মের অন্তর্নিহিত রহিয়াছে তাহা বর্ত্তমান দেহেই প্রায়শঃ প্রকাশিত হয়। যাহারা ন্যায় বুদ্ধির অধীন হইয়া কার্য্য করেন তাঁহাদিগকে কর্ম্মগত ফলের নিমিত্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়না। তাঁহারা কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে কার্য্য করিয়া সুখী হন। রাজা দিগেন্দ্র আজ কর্ত্তব্য জ্ঞানের বিপরীত কার্য্য না করিলে দহ্যমান সর্পের ন্যায় ছটফট্ করিতেন না। তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল শতশত কাল সর্পে দংশন করিতেছে, হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, ধরাসনে পতিত হইয়া নিদারুণ পুত্রশোকে ধড়ফড় করিতেছেন। এদিকে রাণী সরোজিনী ছিন্ন মূল তরুর ন্যায় ভূতলে লুণ্ঠিতা হইতেছেন, লঘু গুরু কিছুই বোধ নাই অঙ্গাবরণ কোথায় গিয়াছে জ্ঞান নাই। রাজ মহিষী উলঙ্গিনী উদাসিনীর বেশে হা পুত্র!

হা পুত্র! করিতেছেন, তাঁহার প্রাণের প্রাণ হৃদয় সর্ব্বস্ব পুত্র মন্মথ নাথ সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যে আশায়, যে সাহসে তিনি বুক বান্ধিয়াছিলেন সে আশা সে সাহাস তাঁহার এজীবনের মত শেষ হইয়াছে। তিনি ইক্ষাকুবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের পত্নীর ন্যায় মৃত পুত্র কোলে করিয়া উন্মত্তার ন্যায় রোদন করিতেছেন। বিপদ বিপদকেই আহ্বান করে। এদিকে দুর্ভিক্ষ্য রাক্ষসীর আক্রমণে দেশবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। প্রজার ঘরে অন্ন নাই, ক্ষুধার্ত্তদিগের নিদারুণ হাহাকার ধ্বনিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। রাজস্বের জন্য ঘোড়াঘাট সাম্রাজ্য কোম্পানি বাহাদুর খাস করিবার আদেশ করিয়াছেন এবং রাজা ও রাণীকে ধৃত করিবার জন্য সরকারি পদাতিবৃন্দ স্থানে স্থানে পথ অবরোধ করিয়া আছে। রাজা দিগেন্দ্র পুত্রশোকে, রাজ্য বিপ্লবে ও রাজ দণ্ডের ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতেছেন। আমাত্যবর্গ নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতেছে সান্ত্বনায় কি করিবে? অসাধ্য ব্যাধির ব্যবস্থা কোনবৈদ্যই স্থির করিতে সমর্থ হন্না। রাজা পুত্র শোকাপেক্ষা রাজদণ্ড ভয়েই সমধিক ত্রাসিত হইয়াছেন। তিনি অধোমুখে অবস্থান পূর্ব্বক চিন্তাসাগরে ভাসিতেছেন, তাঁহার হৃদয় স্রোতের উপর দিয়া বিভীষিকাময়ী তরণী সকল আতঙ্ক পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তিনি জড়পদার্থের ন্যায় স্থির ভাবে বসিয়া আছেন। এমন সময় সন্ন্যাসী বেশ ধারী জনেক ছদ্মবেশী দূত আসিয়া একখানি পত্র দিল। ঐপত্র গোপনে পাঠ করিতে হইবে বলিয়া শিরোনামার উপরিভাগে লিখিতছিল। রাজা দিগেন্দ্র মাতুল অন্নদা

বাবুর স্বহস্ত লিখিত পত্র প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন, পত্রে এই রূপ লিখিত ছিল।

প্রাণাধিক ভাগিনেয়! আমি আত্ম গোপন করিয়া এই পত্র লিখিতেছি। বোধ হয় ইহাতেই বুঝিতে পারিবে আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি। ঋণের দ্বারা পরিশোধ না হওয়ায় যথা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দিয়াছি, তথাপি রাজস্ব পরিশোধ হয় নাই বলিয়া আমাকে সপরিবারে ধৃত করিয়া লইয়া যাইবার জন্য পরওয়ানা সহ পদাতিক নিযুক্ত হইয়াছে, এবং বাটী ঘর ও জমিদারী সমস্তই ক্রোক করিয়াছে কেবল রাজস্বের জন্য অত্যাচার হইলে আমি ভীত হইতাম না, আমার পত্নীকে ধরিয়া লইবার জন্যই এতদূর শত্রুতা ঘটিয়াছে।

বৎস! আমি নিতান্ত ভ্রান্ত, তোমার উপদেশ বাক্যে বিরক্ত হইয়া উপেক্ষা করিয়াছিলাম এইক্ষণ তাহা বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিয়াছি। খলের সহিত মিত্রতাকরা কেবল আপন বিপদের পথ প্রদর্শন করা মাত্র। আমি সম্প্রতি রাজ্যের আশা জনপদের মমতা সমস্তই ত্যাগ করিয়াছি। পূর্ণিয়ার জমিদারগণ সকলেই আমার ন্যায় প্রপীড়িত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আমরা সকলেই আপন আপন বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রাণনগরের জঙ্গলে অবস্থান করিতেছি। কমল আমার সঙ্গে আসিয়াছে। প্রফুল্ল কারাগারে আছে। শুনিয়াছি ঘোড়াঘাট সাম্রাজ্য খাস দখলের হুকুম হইয়া তোমাদিগের নামে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হইয়াছে। তোমার সম্বন্ধে আরও যে প্রকার ঘটনা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত বিপদ জনক! এমন কি আমি

তোমাকে লিখিতে অধিকারী নহি, তবে এইমাত্র সতর্ক করিতেছি যে বধূ মাতাকে অতি সাবধানে রক্ষা করিতে হইবে। তোমার প্রধান মন্ত্রী রাধাবল্লভ রায় কারাগারে অবস্থান করিতেছে, আমার যাহা বিশ্বাস তাহাতে অবিলম্বে রাজধানী পরিত্যাগ না করিলে ঘোর বিপদে পতিত হইবে অতএব কালবিলম্ব না করিয়া অতি গোপন ভাবে এইস্থানে আসিবে বিলম্ব হইলে নিশ্চয়ই বিপদ ঘটিবে।
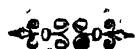
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নগর ত্যাগ।

উত্তেজনার পরই অবসাদ আছে। রাজা দিগেন্দ্র পত্রপাঠ করিয়াই নীরব হইলেন। রাজ্যশোক ও পুত্রশোক তাহার নিকট সে সময় অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিরূপে রাণীকে রক্ষা করিবেন কিরূপে মান সম্ভ্রম রক্ষা পাইবে এবং কিরূপে নগর ত্যাগ করিবেন এই চিন্তাই তাহার হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল। শত্রু সকলের উপরেই আধিপত্য করে। কি রাজা কি ধনী কি দরিদ্র শত্রু সকলেরই পদে পদে রহিয়াছে, ছিদ্র পাইলেই নির্য্যাতন করে। রাণী সরোজিনী রমণী কুলে পরমা সুন্দরী। তাঁহার

রূপের তুলনা করিতে কামিনী কুলে দ্বিতীয়া রমণী নাই, এই কথা শত্রু কর্ত্তৃক রাজা বসন্ত কুমার রায়ের পবিত্র কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। ক্ষুধিত ব্যাঘ্র আমিস লোভে আর স্থির থাকিতে পারিল না তৎক্ষণাৎ লম্ফ দিয়া উঠিল। কি প্রকারে এই রাজলক্ষ্মী তাহার অঙ্কশায়িনী হইবে সম্প্রতি ইহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। কোন সূত্রেই এই কুক্রিয়ার সদুপায় সংঘটন হইয়া উঠিল না। পরিশেষে ঘোড়াঘাট সাম্রাজ্যের অধিক পরিমান করবৃদ্ধির দাবি করিয়া রাজা দিগেন্দ্রকে তলব করা হইল। ঘোড়াঘাট সম্রাজোর অধিপতিগণ বিশেষ সম্মানিত। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মানচ্যুতি ভয়ে রাজা স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া তাঁহার প্রধান মন্ত্রী রাধা বল্লভ রায়কে রাজ সম্মান সূচক উপঢৌকন সহ রাজ কর্ম্মচারির নিকট প্রেরণ করিলেন। মন্ত্রী উপহার সহ রাজার আবেদন পত্র দরবারে দাখিল করিলেন বটে কিন্তু আদরে কুলাইলনা। রাজা বসন্ত কুমার রায় ক্রোধান্ধ হইয়া রাধাবল্লভ রায়কে কারাগারে রাখিতে আদেশ করিলেন এবং রাজা দিগেন্দ্রের প্রদত্ত পত্রিকার কেবল অবমাননা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না ঘোড়াঘাট বাকী রাজস্বের নিমিত্ত কেন খাষ দখল করা যাইবে না বলিয়া রাজার নামে পরওয়ানা প্রচার করিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজা ও রাণীকে ধৃত করিবার জন্য বহু সংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সশস্ত্রে নিযুক্ত হইল। রাজা দিগেন্দ্র এই সকল ষড়যন্ত্র বিশেষ রূপে পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই, রাণীর প্রতি লক্ষ্য হইয়াছে ইহা কথঞ্চিৎ রূপে তাঁহার মনে ধরিয়াছিল। তিনি প্রধান মন্ত্রীকে উপহার সহ পাঠাই-

য়াছেন, রাজকর্ম্মচারি অবশ্যই ক্ষমা করিবেন বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। মাতুল অন্নদা বাবুর পত্রে মন্ত্রী রাধাবল্লভ রায় কারাগারে বন্দী হওয়া ও পূর্ণিয়ার জমিদারগণ প্রাণনগরের জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করা অবগত হইয়া এক বারেই হত বুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। যেদিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই ঘোর অন্ধকার বলিয়া বোধহয়। একদিকে রাজমহিষী পুত্রশোকে অচৈন্য। অন্যদিকে প্রধান মন্ত্রী কারাগারে অবরুদ্ধ। এই আসন্ন ঘোরতর বিপদের সময় তিনি কাহার সহিত মন্ত্রনা করিবেন কিরূপে উদ্ধার হইবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। যদিও মাতুলের উপদেশ সর্ব্বতোভাবে হিতকর কিন্তু কি উপায় অবলম্বনে রাজধানী ত্যাগ করিবেন কি প্রকারে প্রাণনগর যাইবেন ইহার কৌশল কোন ক্রমেই তাঁহার মনে উদয় হইতেছে না। কোম্পানির লোকে চতুর্দ্দিকে পথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে, যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিলে রাজকর্ম্ম চারির আরও কোপে পড়িয়া রাজ্য, ধন, মান, সম্ভ্রম, কিছুই রক্ষা হইবেক না বরং গোপনে পলায়ন করিয়া আত্ম রক্ষা করিতে পারিলে, যুদ্ধ অথবা সন্ধি কৌশলে সম্ভ্রমাদি রক্ষা করিতে পারা যাইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা দিগেন্দ্র রাজমহিষীর নিকট গমন করিলেন। পুত্র শোকে রাণী সরোজিনী নানারূপ বিলাপ করিতেছেন এমন সময় রাজাকে সম্মুখে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া উঠিলেন। রাজা নানাপ্রকারে প্রবোধ দ্বারা সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। শোকসন্তপ্তা রমণীগণ পতির উপদেশ ক্রমে শান্তি লাভ

না করিলে অন্যের প্রবোধ বাক্যে কখনই শান্তি লাভ করিতে পারেন না। রাজা দিগেন্দ্রের সান্ত্বনা বাক্যে রাজমহিষী অপেক্ষাকৃত কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে তিনি উপস্থিত বিপদের বিষয় রাণীকে সমস্তই বর্ণন করিলেন এবং অনেক-ক্ষণ উভয়ে গোপনে কি কি পরামর্শ স্থির হইল। বিপদের সময় প্রত্যুৎপন্নমতি সুধীগণেরও বুদ্ধিভ্রংশ হইতে দেখা যায়। রাজা দিগেন্দ্র একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া গোপনে কি বলিয়া দিলেন যে অদ্যকার রাত্রিমধ্যে সকল বাক্য ঠিক হওয়া চাই। অমাত্য যে আজ্ঞা বলিয়া দ্রুত-পদে প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রাতে ঘোড়াঘাট আচার্য্যদিগের বাটী লোকে লোকারণ্য। চতুর্দ্দিগ হইতে আত্মীয় কুটুম্ব সকল কেহ হস্ত্যারোহণে, কেহ শিবিকারোহণে কেহ বা নৌকাযোগে আগমন করিতেছে। ঢোল, সানাই, ডগর, কাড়া প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য সকল স্থানে স্থানে বাজিতেছে। মধ্যে মধ্যে দুই চারিটা বন্দুকের শব্দও শুনাযাইতেছে। অদ্য রাজ পুরোহিত মাধবাচার্য্য মহাশয়ের পুত্রদ্বয়ের বিবাহের পাত্র যাত্রা হইবে। আচার্য্য মহাশয় বরযাত্রিদিগের আদর অভ্যর্থনা লইয়াই ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছেন, গ্রামের অধিক লোকেই এই আমোদে যোগ দিয়াছে। সন্ধ্যার পরেই পাত্র যাত্রা হইবে, ক্রমে শুভ সময় উপস্থিত হইল। আচার্য্য মহা-শয় যথাশাস্ত্র মন্ত্রপাঠ করিয়া পাত্রযাত্রাকরিলেন। উপযুক্ত বর সজ্জায় দুইজন বর দুইখানি পাল্কীতে আরোহণ করি-লেন। অন্তঃপুর হইতে রমণী কণ্ঠে মঙ্গল সূচক হুলুধ্বনি

হইতে লাগিল হস্তী অশ্ব পদাতিক সমূহ বিবিধ বেশ ভূষায় সজ্জীভূত করাইয়া শ্রেণীবদ্ধ রূপে রাজপথে বাহির করা হইল। অগ্রে অগ্রে বাদ্যকরগণ সাময়িক বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে চলিল। হাউই, তুড়মি, ফণাস প্রভৃতি আতস বাজিও মধ্যে মধ্যে দুই চারিটা ছাড়া হইতে লাগিল। এই রূপে নগর অতিক্রম করিয়া বর ও বরযাত্রীগণ যাইতা লাগিল। রাজা ও রাণীকে ধৃত করিবার জন্য স্থানে স্থানে যে সকল কোম্পানির সিপাহীর জনতা হইতেছিল তাহারা বিবাহ সজ্জা দেখিয়া কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিল না। ঘোড়াঘাট রাজপুরী শূন্য করিয়া রাজা ও রাণী বর বেশে নগরত্যাগ করিলেন তাহা সামান্য বুদ্ধি সিপাহীগণ বুঝিতে পারিল না। ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়া উঠিল। রাজা বুঝিতে পারিলেন ঘোড়াঘাট হইতে বহুদূরে আশা হইয়াছে তখন বিশ্বাসী অমাত্য দাস দাসী পদাতিক প্রভৃতি সঙ্গে রাখিয়া বাদ্যকর ও অন্যান্য লোকদিগকে বিদায় করিলেন এবং সঙ্গীয় লোকজন সহ রাজা দিগেন্দ্র ও রাণী সরোজিনী ঘোড়াঘাট রাজধানীস্থ প্রজাপুঞ্জকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাণনগরের জঙ্গলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।
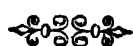
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কারাদণ্ড।

বড় ঘরের কথা বহুদিন চাপা দেওয়া থাকে না। নানাকাণে বাজিতে বাজিতে সত্বরেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। রাজা দিগেন্দ্র সস্ত্রীক, পুরোহিত পুত্রের বিবাহভান করিয়া বরবেশে

নগরত্যাগ করিয়াছেন এই সম্বাদ রাজা বসন্ত কুমার রায়ের কর্ণে উঠিল। রাজা বসন্ত কুমার ক্রোধে কম্পিত হইয়া সিংহ বিক্রমে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। রাজপুরোহিত মাধবাচার্য্য এই জাল বিবাহ ঘোষণা করিয়া রাজা ও রাণীকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন এই প্রকার বিশ্বাসই তাঁহার হৃদয় পটে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইল। আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। পুরোহিত আচার্য্য মহাশয়কে বন্ধন করিয়া হাজির করার জন্য গোকুল পাঁড়ে নামক হাওলদারকে পঞ্চাশজন সিপাহী সহ তৎক্ষণাৎ ঘোড়াঘাট প্রেরণ করিলেন। তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে আচার্য্যকে আনিতে পারিলে রাজা ও রাণীর অবশ্যই অনুসন্ধান হইতে পারিবে। আর মাধব আচার্য্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রলোভন দেখাইলেই রাণীকে হস্ত গত করিতে পারিবেন।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সামান্য অর্থ লোভী বলিয়া চিরকালই কলঙ্কিত। বঙ্গকাব্য কাননে অনেক কবিই ইহাদিগের ক্ষুদ্রান্তঃকরণের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা চিরকাল সকলের নিকট পূজা পাইয়াছেন, আজ তাঁহাদিগের ঘোর দরিদ্রতা কি আমাদিগের হীনাবস্থার কারণ নয়? বর্ত্তমান সময়ের কিছু দিন পূর্ব্বে দেবার্চ্চনা ভিন্ন কখনও ছাগবলি হইত না। কিন্তু অধুনা ছাগ বলির নূতন পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণের প্রায়শঃ আবশ্যক হয়না। রামা, শ্যামা, হরিদাস প্রভৃতি সেস্থান অধিকার করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। দেবার্চ্চনাদি সৎকার্য্য থাকিলেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অর্থ ওআদর থাকে। আজ দেবোদ্দেশে দানের পরিবর্ত্তে, আপনার জন্য, পীড়িত ব্যক্তির জন্য,

ও বন্ধু বান্ধবাদির জন্য অযথা শক শত ছাগ বলি দেওয়া হই-তেছে। ক্রিয়া কলাপাদি প্রায় সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে। যেখানে যৎকিঞ্চিৎ যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও সাত্বিক ভাবে পরিলক্ষিত হয় না। তামস ভাবেরই আধিক্য দৃষ্টিগোচর হয়। তামস ক্রিয়ার আয়তন বৃদ্ধি যতই হউক না কেন তাহাতে পরাঙ্মুখ হইবে না কিন্তু পুরোহিতের দান দক্ষিণা সম্বন্ধে ঘোরতর বিপদ। সুতরাং ঐ শ্রেণীর লোকের দিন দিন এতই অভাব হইয়া পড়িয়াছে যে তৎপ্রতি দৃষ্টি করিতে গেলে তাঁহারা পূজার্হ ভিন্ন কখনই ঘৃণার্হ হইতে পারেন না। এই আখ্যায়িকায় যে সময়ের কথা আমরা উল্লেখ করিতেছি সে সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সর্ব্বোচ্চসম্মান এক-কালিন বিনষ্ঠ হইয়াছিল না, তবে কেন রাজা বসন্ত কুমার আচার্য্য মহাশয়ের বিরুদ্ধে এরূপ গুরুতর সন্দেহ হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন। তাহা তিনিই বলিতে পারেন। আচার্য্য মহাশয় অতি ধার্ম্মিক ও সুশীল বলিয়া সকলে জানিতেন। তিনি কাহারও কষ্ট দেখিতে পারিতেন না বরং ক্লেশ সহিষ্ণু, অন্যের কষ্ট নিবারণের যথা সাধ্য চেষ্টা করিতেন। রাজা বসন্ত কুমার রায় তাহার সম্বন্ধে এরূপ সন্দিহান হওয়া তাঁহার আত্ম প্রবৃত্তির পরিচায়ক মাত্র সন্দেহ নাই। রাজ কর্ম্মচারি মহাশয় রাজা দিগেন্দ্র ও রাণী সরোজিনীকে ধৃত করিবার জন্য যে সকল সিপাহীদিগকে ঘোড়াঘাট নিযুক্ত রাখিয়া-ছিলেন তাহাদিগের অপরাধের সমুচিত দণ্ড বিধান হইল। "যে হাওলদারও সিপাহীদিগকে রাজপুরোহিতকে গ্রেপ্তার করিতে পাঠান হয় তাহারা দিবা পূর্ব্বাহ্ন সময়ে আচার্য্য

মহাশয়ের বাড়ী ঘেরাও করিয়া ফেলিল, দেখিল অন্দরে ও বাহিরে মনুষ্যের শাড়া শব্দ নাই। প্রতিবাসীগণকে জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কিছুই বলিতে পারিল না। কোম্পানির সিপাহী দেখিয়া তাহারা সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইল। বাড়ী ও দরজা বন্ধ করিয়া সকলেই প্রাণ ভয়ে লুক্কায়িত রহিল। এই সময় সিপাহী দেখিলে রঙ্গপুর প্রদেশের লোক মাত্রেই ঘরের বাহির হইত না। কেহ কেহ গ্রামের মধ্যে বড় বাড়ী থাকিলে তাহাই দেখাইয়া দিত। কোম্পানির সিপাহী আসিতেছে শুনিলে সকলেই আধখানা হইয়া যাইত। একে উত্তর বঙ্গের লোক, তাহাতে ইংরেজের কেবল নূতন আমল দখল হইতেছে, বিশেষতঃ সিপাহীদিগের পরণপরিচ্ছদ ও আকৃতি দেখিলেই কম্পিত হইতে হইত। আবার সিপাহীগণ আকৃতিতে যেরূপ ভয়ানক অত্যাচার কার্য্যেও সেই রূপ ভীষণ কাণ্ড সংঘটন করিত। আহারের নিমিত্ত নিজের কপর্দ্দকও ব্যয় করিত না। চাউল, দাইল ও দধি দুগ্ধাদি যাহা কিছু সম্মুখে পাইত তাহা লুট করিয়া লইত। পরিশেষে এ পর্য্যন্ত উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল যে নিঃসহায়া বা একাকিনী কোন কামিনীকে প্রাপ্ত হইলে তাহার সতীত্ব বিনাশেও কুণ্ঠিত হইত না। এইরূপ ঘোর অত্যাচারে অনেকের জাতি, ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিনষ্ঠ হইয়াছিল। প্রজারা দেখিল সিপাহীর ভয়ে রাজা ও রাণী যখন রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন তখন তাহাদের অত্যাচারে ধন, মান, জাতি প্রাণ কিছুতেই রক্ষা হইবে না অতএব পলায়নই শ্রেয়স্কর।

সিপাহীগণ হাওলদারকে বলিল, আচার্য্যকে না পাইলে কি করা যাইবে? হাওলদার বলিল রাজা ও রাণীকে ধৃত করিবার জন্য যে সকল সিপাহী ও হাওলদার আসিয়াছিল, তাহারা অকৃতকার্য্য বলিয়া বিশেষ দণ্ডনীয় হইয়াছে, আচার্য্য যে বাড়ীতে নাই এবং কোন জিনিষ পত্রের পরিচিহ্ন পাওয়া যাইতেছে না, একথা বলিলে কর্ত্তৃপক্ষ কখনই বিশ্বাস করিবেন না বরং ছলনাকারী বলিয়া অধিক দণ্ড হওয়ারই সম্ভাবনা। এইরূপ পরস্পর কথোপকথন হইতেছে এমন সময় একজন চিকিৎসক হটাৎ সেই পথে উপস্থিত হইলেন। রঙ্গপুর অঞ্চলে সে সময় সকল পল্লীতে বৈদ্য ছিল না তাহারা ঔষধির পরিবর্ত্তে মন্ত্র চিকিৎসা করিত। তাহাদিগের মন্ত্র বিশ্বাস অতিশয় প্রবল ছিল এমন কি বর্ত্তমান সময়েও তাহার কতকাংশ পরিচয় পাওয়া যায়। যে কবিরাজটী ভ্রমক্রমে সিপাহীদিগের সম্মুখীন হইয়াছেন ইনি একজন রাজবৈদ্য, সংস্কৃত ও আয়ুর্ব্বেদ কিঞ্চিৎ পড়িয়াছিলেন। ঘোড়াঘাট রাজধানীর ইনি দ্বার-কবিরাজ সেকালে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণ তিলক কাটিত ও মাথায় শিখা রাখিত, শূদ্র ভদ্রগণ তাহারই অনুকরণ করিয়া চলিত, কবিরাজ মহাশয় জাতিতে কৈবর্ত্ত হইলেও তিলক ধারণটী তাঁর ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হইতে কম ছিল না, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে হরি নামের ছাপা, কপালে ঊর্দ্ধ তিলক, আবার কামানো মাথায় একটি বিরাশী সিক্কার ওজনে চৈতন শিখা, গগন কালিন ছিপ নৌকার কালপতাকার ন্যায় উড়িতেছিল, তিনি সিপাহী দেখিয়া কিছু ত্রস্ত পদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, এবং সদর রাস্তা-

ত্যাগ করিয়া আচার্য্যদিগের বাটীর খিড়কী দিয়া প্রতিবাসী-দিগের যাতায়াতের যে একটি গোপনীয় পথ আছে ঐ পথে যাইতে আরম্ভ করিলেন, চেষ্টা বিফল হইল, একজন সিপাহী বলিয়া উঠিল, আচার্য্যের খিড়কীর পথে একটা চিতে বাঘ যাইতেছে। সিপাহীগণ বাঘের কথা শুনিয়া বিক্রম করিয়া উঠিল, কেহ কেহ অস্ত্র লইয়া আস্ফালন করিতে লাগিল, কয়েকজন সিপাহী কোথায় বাঘ বলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে আচার্য্য মহাশয়ের গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। হাওলদার পাঁড়ে ঠাকুর প্রথমতঃ বাঘের কথা শুনিয়া একটা আম গাছের উপর উঠিয়াছিল, পরে সিপাহীর ইঙ্গিত বুঝিয়া ক্রোধভরে বৃক্ষ হইতে নাগিয়া দেখিল, আচার্য্যের খিড়কীর পথে এক-জন চিত্রকায় পুরুষ দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছে। একে আচার্য্যের বাড়ীর গুপ্তপথ, তারপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায় মাথায় চৈতন শিক্ষা ও সর্ব্বাঙ্গে হরি নামের ছাপা, তাহাতে আবার দ্রুতবেগে গমন করিতেছে দেখিয়া, হাওলদারজির সন্দেহ হইল. সে বুঝিল এই ব্যক্তিই মাধবাচার্য্য, তাহা-দিগকে ফাঁকি দিয়া গুপ্তপথে পলায়ন করিতেছে। তখন তাহাকে ধৃত করিবার জন্য সিপাহীদিগের প্রতি আদেশ করিল। সময়ের ঘটনা কেহ বলিতে বা বুঝিতে পারে না, কবিরাজ মহাশয় বাড়ী হইতে যাত্রা করিবার সময় তাঁহার বামদিকে শৃগাল যাইতে দেখেন নাই, তিনি প্রতিদিন যাত্রাকালে এক একটা মঙ্গল দর্শন না করিলে বাটির বাহির হইতেন না, যাত্রা করিয়া ও দুই তিন বার বাধাক্রমে বসিতে হইত, আজ তিনি অনেক তাড়াতাড়ি আসিয়াছেন যাত্রার

সময় ভালমন্দ কিছুই লক্ষ্য করেন নাই। কোম্পানির সিপাহী যখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, তখন তিনি যাত্রার সময়টা একবার চিন্তা করিয়া দেখিলেন কিন্তু সে চিন্তায় কুলাইল না, হাওলদার সোর করিয়া বলিল। পাকড়ো বাম্‌নকো, তখন ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ প্রদানে সিপাহীগণ তাহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক হস্ত-পদ বন্ধন করিয়া হাওলদারের নিকট আনিয়া ফেলিল। কবিরাজ মহাশয় এরূপ বিপদ হইবে বলিয়া কোন দিন মনে করেন নাই তিনি বাবাগো, মলাম গো, এগোও গো বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। হাওলদারের পা' জড়াইয়া ধরিলেন, কিঞ্চিৎ অর্থও দিতে চাহিলেন কিন্তু ফল হইল না, যদিও আসামী গ্রেপ্তার সিপাহীদিগের সে সময় উপার্জ্জনের একটি প্রশস্ত পথ ছিল কিন্তু বর্ত্তমান ঘটনায় কবিরাজের অদৃষ্টে অর্থ স্বীকারও কার্য্যকর হইল না। আচা-র্য্যকে রাজ দরবারে উপস্থিত না করিলে তাহাদিগের কার্য্য থাকিবে না, এই ভয়ে হাওলদার উৎকোচ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল, বলিল ঠাকুর, তুমি রাজপুরোহিত, তোমার অপমানের জন্য কোনই ভয় নাই। রাজ-কর্ম্মচারি মহাশয় ব্রাহ্মণকে কিছুই বলেন না। তিনি বলিয়াছেন, মাধব আচা-র্য্যকে তোমরা ধরিয়া আনিবে কিন্তু তাহার উপর অত্যাচার বা অপমান জনক কার্য্য কিছুই করিতে পারিবে না, আর আমরা হিন্দু সিপাহী, আপনি ব্রাহ্মণ, আমরা আপনার উপর কেন অত্যাচার করিয়া পরকাল নষ্ট করিব, আপনি চলুন, দর-বারে আপনার কোনই অসম্মান হইবে না। কবিরাজ

মহাশয় পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলেন তাহার নিকট কিছু আদায় করিবার জন্য তাহাকে ধরা হইয়াছে এখন বুঝিতে পারিলেন যে মাধবাচার্য্য ভ্রমে তাহাকে ধরিয়াছে এবং দরবার পর্য্যন্ত যাইতে হইবে, তিনি ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন, বলিলেন, বাবা! আমাকে রক্ষাকর, আমি রামধন কবিরাজ, জাতিতে কৈবর্ত্ত, আমি ব্রাহ্মণ নহি, ব্রাহ্মণ হইলে গলায় নগুণ থাকিত, মাধবাচার্য্য জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং রাজ-পুরোহিত, আমি মাধবাচার্য্য নহি, আমাকে ছাড়িয়া দেও, রক্ষাকর, হাওলদার বড়ই গোলে পড়িল, দেখিল গলায় পৈতা নাই সত্য ব্রাহ্মণ না হইলেও হইতে পারে কিন্তু মাধবাচার্য্যের খিড়কির পথে বাহির হইতে দেখিয়া সন্দেহ হইতেছে, বলিল, তুমি কি মাধবাচার্য্য নও, সত্যই বলিতেছ? তবে আচার্য্য গেল কোথায় বলিতে পার? কবিরাজ বলিল আমি তাহা বিশেষ কিছুই জানি না, তবে এই মাত্র শুনিয়াছি, তিনি দুই তিন দিন হইল কাশীধামে বাস করিতে গিয়াছেন, হাওলদার চিন্তিত হইল, কবিরাজের কথা তাহার নিকট এককালিন মিথ্যা বলিয়া বোধ হইল না। এই ব্যক্তি মাধবাচার্য্য হইলে গলায় পৈতা থাকিত, ইহাও সে বুঝিতে পারিল কিন্তু আসামী হাজির নাকরিলে রক্ষা নাই, যদ্যপি এই ব্যক্তিকে মাধব আচার্য্য পরিচয়ে রাজ দরবারে হাজির করি, প্রকাশ হইলে অধিক দণ্ডের সম্ভাবনা আছে কিন্তু দর-বারে অনেক রূপ উপায় চলে বটে তাহাতে নিঃশঙ্ক হওয়া যায় না। সম্প্রতি আসামী না পাইলে ক্ষমা হইবে না অতঃপর কবিরাজকেই রাজসদনে লইবার জন্য সিপাহীদিগের

প্রতি আদেশ করিল, সিপাহীগণ কবিরাজকে বন্ধন করিয়া লইয়া রঙ্গপুরাভিমুখে যাত্রা করিল। সন্ধ্যার পর আসামী লইয়া দরবারে হাজির হইলে কবিরাজ চীৎকার করিয়া উঠিলেন বলিলেন, দোহাই "ধর্ম্মাবতার।" আমি মাধবাচার্য্য নহি, আমি কৈবর্ত্ত দাস, বৈদ্যের ব্যবসায় করিয়া থাকি। এই দেখুন গলায় পৈতা নাই, কেবল ঔষধির থলে সঙ্গে রহিয়াছে; আমি নিরপরাধি, কোনও দোষ করি নাই, সিপাহীরা আমাকে বিনাদোষে ধরিয়া আনিয়াছে। মহারাজ গরীবকে রক্ষাকরুন। হাওলদার বলিল, হুজুর! এইব্যক্তি মাধবাচার্য্য, যখন ইহাকে গ্রেপ্তার করি, ব্রাহ্মণ শয়তানি করিয়া গলার পৈতা ছিড়িয়া ফেলাইয়াছে এবং পলাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, উভয়ের বাক্য পরম্পরায় রাজ-কর্ম্মচারির সন্দেহ উপস্থিত হইল, তিনি দিবসে এই-ব্যক্তিকে পরীক্ষা পূর্ব্বক বিচার করিবেন এই অভিপ্রায়ে রাত্রিতে আসামীকে হাজতে রাখিতে হুকুম করিলেন, সিপাহীগণ কবিরাজকে বন্দী গৃহাভিমুখে লইয়া চলিল, হাওলদার রক্ষা পাইল।
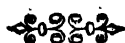
নবম পরিচ্ছেদ।

কারামুক্তি।

বর্ত্তমান কালের ন্যায় তৎকালে রাজনৈতিক কোন ব্যবস্থাই শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিলনা, ইংরেজের নূতন আমলে রঙ্গপুরের কালেক্টর সাহেব রাজ্যশাসন, করগ্রহণ ও অপরাধীর দণ্ড-পুরস্কার প্রভৃতি সমস্ত ভার রাজা বসন্ত কুমার রায়ের হস্তে অর্পণ

করিয়াছিলেন, তিনি মোটের উপরে উন্নতি অবনতির কার্য্য মাত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, রাজা বসন্ত কুমার রায় রাজস্ব বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ সকল বিভাগেরই অধিপতি ছিলেন। রাজকার্য্যের, নানাপ্রকার আলোচনায়, মাধবাচার্য্যের স্থলাভিষিক্ত রূপে যে কবিরাজ জেলে আনীত হইয়াছিল তাহার বিচার পরদিন হইতে পারিল না। হাওলদার পাঁড়ে ঠাকুর যে এসম্বন্ধে নীরব আছেন তাহা বলিতে পারা যায়না, কৃত্রিম মাধব আচার্য্য হাজির হইলে তাহার গুপ্ত অভিপ্রায় প্রকাশ হইবে, এই ষড়যন্ত্রে ক্রমে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, নিরপরাধী কবিরাজ ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না, কি কৌশলে যে কারা-মুক্ত হইবেন, কি উপায়ে বসন্ত কুমার রায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইবে এই চিন্তা তাহার মনে সর্ব্বদা আঘাত করিতে লাগিল। এবং নিরপরাধে তাহাকে কারাগারে বাস করিতে হইতেছে এসম্বাদ তাহার আত্মীয় বন্ধু কেহ জানিতে পারিল না বলিয়া সর্ব্বদা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। প্রতি দিন জেল প্রহরীগণ নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিয়া ভদ্র লোককে মুমূর্ষু-প্রায় করিয়া তুলিল। কেবল অসম্পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত একজন বালক সময় সময় নিকটে আসিয়া নানারূপ সান্ত্বনা করিতেন এবং সিপাহীদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ সম্বন্ধে যথা সাধ্য সাহায্য করিতেন। কেবল কবিরাজ বলিয়া নহে, বন্দীদি-গের মধ্যে যাহার যখন ক্লেশ উপস্থিত হইত এই যুবক প্রাণ-পণে তাহার হিতানুষ্ঠান করিতেন। আত্মসুখ ইহার নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইত। তিনি নিজেই যে

ইহার মধ্যে একজন কয়েদী তাহা কোন সময়ের জন্যই মনে করেন নাই, পরোপকারার্থে জীবন উৎসর্গ করাই তাঁহার একমাত্র মহৎব্রত ছিল। একদিন জেল রক্ষক সাংঘাতিক পীড়ায় ছটফট করিতেছে তদ্দর্শনে দয়াশীল যুবক নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। জেলের প্রত্যেক কয়েদির নিকট এসম্বাদ বিজ্ঞাপন করিয়া ঔষধির প্রার্থনা করিলেন, এই সুযোগে কয়েদী রামধন কবিরাজ বলিল, কোথায় রোগী দেখাও আমি ঔষধি প্রদান করিতেছি। যুবক কবিরাজ সঙ্গে করিয়া জেল রক্ষক সমীপে উপস্থিত হইলেন। কবিরাজ উপযুক্তমতে ঔষধির ব্যবস্থা করায় অত্যাল্পকাল মধ্যেই পীড়ার উপশম বোধ হইল। অতঃপর জেল রক্ষক সুস্থকায় হইয়া যুবককে শত শত ধন্যবাদ করিল। এবং কবিরাজকে মুক্ত করিবে বলিয়া অঙ্গীকৃত হইল। বিপন্ন ব্যক্তির পরকৃত উপকার চির স্মরণীয় থাকাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, জেল রক্ষক এপ্রথার অপব্যবহার করিলনা পরদিনই কবিরাজকে জেল হইতে মুক্ত করিয়া দিল। যুবক বলিল মহাশয়! আমাকেও আপনি ছাড়িয়া দিন আমি জড় পদার্থের ন্যায় আপনাদিগের দ্বারা পরিচালিত হইতেছি। চিরকাল এক অবস্থায় থাকা কাহারই বাঞ্ছনীয় নহে। এই পরিবর্ত্তন শীল জগতের পরিবর্ত্তনই বাঞ্ছনীয়। যদ্যপি সুখের অবস্থা দুঃখে পরিণত হয় তাহাও পুরুষের পক্ষে দুঃখের কারণ নয়, আমি গোপনে পলায়ন করিলেও এতদিন অবশ্যই স্থানান্তরিত হইতে পারিতাম কিন্তু যে অভিপ্রায়েই হউক আমি যখন বন্দী তখন আপনাদিগের অনুমতি ভিন্ন আমার বাহিরে যাইবার অধিকার

নাই। জেল রক্ষক উত্তর করিল, কুমার! আপনাকে ছাড়িয়া দিবার অভিপ্রায় নাই এসম্বন্ধে দরবার করিয়াও কোন ফল হইবে না তবে আমি মনে মনে কল্পনা স্থির করিয়াছি আমার অনুমতি লইয়া আপনি গোপনে প্রস্থান করিলে কোনমতেই অবৈধ হইবে না। অতএব প্রহরীদিগের অজ্ঞাত সারে আপনি অদ্যই রাত্রিশেষে জেল হইতে প্রস্থান করুন, যুবক তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং রজনীর শেষভাগে প্রহরীগণ নিদ্রিত সময়ে কারাগার হইতে বাহির হইয়া প্রাণনগরের পথে দিনাজপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।
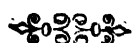
দশম পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মচারি দর্শন।

অনেক দিন হইল আমরা কমলিনীকে দেখি নাই কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর করিব, আর কি শান্তিপুরের উচ্চ অট্টালিকার নির্জ্জন কক্ষে সেই রূপের প্রতিমা, শান্তির ছবি আমরা দেখাইয়া দিতে পারিব? পারিব বৈকি, দিন করের উদয় না হইলে ত আর কমলিনী বিকসিত হয়না। তবে আমাদিগের ঐশ্বর্য কমল কি প্রকারে বিকসিত হইবে কমলের দুঃখের রজনী প্রভাত হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। যে রাত্রিতে বালিকা ভাবিতেছিল, কান্দিতে ছিল ও থাকিয়া থাকিয়া দুঃখের হাসি হাসিতেছিল সে রাত্রি, পূর্ণিমার। সে রাত্রিতে রাস পূর্ণিমার উৎসবোপলক্ষে শান্তিপুরের ঘরে ঘরে রাসের আমোদ চলিতে ছিল। মোটা কথা অনেক দিন মনে থাকে তাহাই বলিতেছি। সে দিনের কথা সকলেরই

মনে রাখা উচিত। নবদ্বীপের কৃষ্ণদাস বাবাজি গৃহান্তরে গমন করিলেন। বালিকা ঘুমাইয়াছিল, সে নিদ্রা সুশুপ্তি নহে, জাগ্রতও নহে, চিন্তার আতিশয্যতা নিবন্ধন স্নায়ু যন্ত্রের মধ্যে চিন্তার বিষয়ীভূত যে সকল ক্রিয়া নিদ্রাবস্থায় হৃদয় পটে দেখিতে পাওয়া যায়, বালিকাও সেই রূপ অলীক স্বপ্ন দেখিতে ছিল।

তখন রাত্রি শেষ হইয়াছে আর নিদ্রা হইল না। প্রভাতে কৃষ্ণদাস বাবাজি সপরিবারে নবদ্বীপে যাত্রা করিলেন। তাহাকে লইবার জন্য নবদ্বীপ হইতে একজন বাবাজি আসিয়াছিল। কৃষ্ণদাস বাবাজি বৃদ্ধা রমণীর সহোদর ভ্রাতা। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি কুল পবিত্র করিয়া ভেক গ্রহণ করেন, এজন্য বৃদ্ধারমণী তাহাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল। দিন যায় রাত্রি আইসে, রাত্রি যায় দিন আইসে,— চিরদিন একভাবে থাকেনা। ক্রমে আজ কাল করিয়া তিন চারি মাস কাটিয়া গেল। কমলিনী একটি চিন্তা সরোবরের কুসুম দাম, দুঃখের তরঙ্গে গা ভাসাইয়া হাবু ডুবু খাইতেছে। এক দিবস গঙ্গার ঘাটে বৃদ্ধারমণীর সহিত স্নান করিতে গিয়া কমলিনী গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময় সুদীর্ঘকায় ঈষৎ শ্যামবর্ণ একজন ব্রাহ্মণ কুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ গৈরিক বসনে আবৃত করা, এবং গলদেশে একছড়া রুদ্রাক্ষ মালা। কমলিনী ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া হতবুদ্ধি প্রায় দণ্ডায় মানা রহিল। পশ্চাৎদিক হইতে কে যেন তাহাকে বাধা দিল, খঞ্জনগতির সহসা তালভঙ্গ হইল, কমলিনীর নয়ন যুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত

হইতে লাগিল, দেখিয়া ব্রাহ্মণ কুমার বলিল মা! কান্দিও না, আমি তোমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত কাশী পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছি, তোমাদিগের দুঃখের রজনী শেষ হইয়াছে। রাজা দিগেন্দ্র এইক্ষণ সকলই বুঝিতে পারিয়াছেন, রাণী সরোজিনী সর্ব্বদা তোমাদিগের কথাই এইক্ষণ তোলা পাড়া করেন, কেবল কালচক্রের ঘটনাই তোমাদিগের অজ্ঞাত বাসের মুল কারণ। তুমি রাজ নন্দিনী তোমার এ কষ্ট তাঁহাদিগের সকল হৃদয়েই স্পর্শ করিয়াছে তোমার জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা প্রফুল্ল দিনাজপুরে থাকা জানিতে পারিয়া আমি তাঁহার নিকটে যাইতেছি, তাহাকে লইয়া শীঘ্রই এখানে আসিব এবং তোমাকে লইয়া প্রাণনগরে যাইব। আর প্রফুল্লকে দিনাজপুরে দেখা নাপাইলে পুনরায় কাশীতে যাইব। শুনিয়াছি তিনি শীঘ্রই কাশীতে যাইবেন। মা! তুমি রাজ লক্ষ্মী তোমার অভাব কি? সুখ ও দুঃখ শরীর মাত্রেই অধিকার করিয়া থাকে। দুঃখের সীমায় পদার্পণ না করিলে প্রকৃত সুখ কেহই অনুভব করিতে পারে না, কি দুঃখ ভোগ দ্বারা শরীর কঠিন না হইলে ধর্ম্ম পুণ্য কিছুই সঞ্চয় হয়না। যে স্বভাব সুখ ও দুঃখের সহিত মিশিয়া গঠিত হইয়াছে সেই স্বভাব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে স্বভাব কেবল সুখের অবস্থায় গঠিত তাহার পরদুঃখ অনুভবের শক্তি অতি অল্প। তাহারা শতসহস্র দীন দুঃখিকে পীড়ন করিতে কষ্ট বোধ করে না। আর যাহাদের স্বভাব কেবল দুঃখের অবস্থায় অথবা সুখ ও দুঃখ উভয়ের সংমিশ্রনে গঠিত হইয়াছে তাহারা বিপুল ধনশালী হইলেও দরিদ্র জীবনের ক্লেশ অনু-

ভব করিতে সমক্ষ হয়। পরের সুখ দুঃখ লইয়া আপনার অবস্থার সহিত তুলনা করিলে পরের সুখ ও দুঃখ অবশ্য ঠিক করিতে পারা যায় কিন্তু তাহাতে অধন্তরে দয়ার কারণ হয় না। রাজ নন্দিনি! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমতি, তোমার জীবনে যে সকল ক্লেশ ঘটনা হইয়াছে তাহা ক্লেশ বলিয়া মনে করিবে না। অমঙ্গলও একপ্রকার মঙ্গলের কারণ ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রায়। রংপুরে কোম্পানির লোকের সহিত যুদ্ধ একরূপ নিবৃত্তি হইয়াছে। এইক্ষণ চিরস্থায়ী বন্দবস্তের প্রস্তাব হইতেছে। রাজা বসন্ত কুমারের প্রভুত্ব আর পূর্ব্ববৎ বিদ্যমান নাই। কালের গর্ব্বে সকলেরই এক সময় পতন ও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। রাজা ও রাণীর এইক্ষণ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন অবস্থা ঘটিয়াছে। ঘোড়াঘাট সাম্রাজ্য প্রফুল্লের নামে নামজারী করিয়া তোমাদের ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়কে রাজপুরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহারা কাশী যাত্রা করিবেন এই প্রকার পরামর্শ স্থির হইয়াছে। আমি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না। মা! তুমি সাবধানে থাকিবে, আমি চলিলাম। এই বলিয়া নবীন ব্রহ্মচারী গমনোদ্যোগী হইলে কুমারী বলিল, মহাশয়! আপনি যে সকল কথা বলিলেন তাহা বুঝিলাম কিন্তু প্রাণনগর হইতে কি অপরাধে রাজা আমাকে আবার নির্ব্বাসন করিলেন। মনুষ্যেরা দিনান্তে শাক অন্ন ভক্ষণ করিয়াও আত্মীয় বন্ধুর নিকটে থাকিতে ভালবাসে, আমরা খুল্লতাত রাজা দিগেন্দ্রের নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে তিনি প্রথমত পূর্ণিমার পরের মুখাপেক্ষী করিয়া পাঠাইলেন তারপর

অদৃষ্টচক্রের ঘটনায় যদিও অরণ্যে আসিতে হইয়াছিল তথাপি সেই পিতৃ মাতৃ স্থানীয় রাজা ও রাণীকে দেখিয়া সুখী হইয়াছিলাম, আবার কি জন্য বিনাপরাধে কৌশল করিয়া তাঁহারা শান্তিপুরে পাঠাইলেন। ব্রহ্মচারী বলিলেন মা! তুমি বালিকা, বনের মধ্যে নানাপ্রকার কষ্ট হইতেছিল বলিয়া এখানে পাঠান একপ্রকার উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। আর আমি ইহাও শুনিয়াছি যে কোম্পানির লোকের অত্যাচারে রংপুরের রাজা জমিদারগণ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া নগর ও জনপদ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণনগরের জঙ্গল মধ্যে পলায়ন করেন। সে সময় ইংরেজের লোক সর্ব্বদা তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিত। তুমি যখন অমদা বাবুর সহিত প্রাণনগরে আসিয়াছিলে তাহার কারণও কোম্পানির লোকের অত্যাচার। প্রাণনগরের জঙ্গল একটী নিভৃত স্থান হইলেও দিনাজপুরে যাইবার জন্য পুর্ণিয়া হইতে একটি পথ ঐ জঙ্গল ভেদ করিয়া দক্ষিণ মুখে গিয়াছে। কৌশল ক্রমে ঐ পথ অবরুদ্ধ না করিলে পশ্চাৎ কোম্পানির লোকে জানিতে পারে এই অভিপ্রায়ে দস্যুভীতি আছে বলিয়া বাহিরে জনরব হয় এবং রাস্তার উপরে কৃত্রিম মৃত দেহ রাখিয়া লোকের ভ্রম এবং ভয় জন্মান হইত। শুনিয়াছি তুমি এক দিবস ঐ কৌশল ক্রমে একটি কৃত্রিম শবদেহ লইয়া বসিয়াছিলে, এমন সময় একজন পথিক আসিয়া উপস্থিত হয়, তুমি তাহার নিকট অবস্থা গোপন করিতে অসমর্থ হইয়া সরল ভাবে অনেক কথা ব্যক্ত করিয়াছিলে, ইহাতে ভাবি বিপদের আশঙ্কা করিয়া রাজা দিগেন্দ্র

তোমাকে দূরদেশে পাঠাইয়াছিলেন।

কমলিনী বলিল, এসকল কথা আমাকে ভাঙ্গিয়া বলিলেই হইত। আমি যদি তাঁহার বিপদ কামনাই করিব, তবে এখানে আসিয়া এগুপ্তকথা অবশ্যই কোম্পানির লোকের নিকট বলিয়া পাঠাইতে পারিতাম। ব্রাহ্মণ বলিল মা! তুমি বুদ্ধিমতী বালিকা। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আর সে সকল কথা মনে করিবার প্রয়োজন নাই। ক্লেশের বিষয় যতই অনুবৃত্তি করিবে কেবল মনোকষ্টের কারণ হইবে মাত্র। তদ্ভিন্ন কোন কার্য্যই সুসাধিত হইবে না। আমি চলিলাম, যে সকল কথা তোমার সহিত আলোচনা হইল তাহা আর কাহাকেও বলিবে না! এই বলিয়া ব্রহ্মচারী উত্তরাভি মুখে প্রস্থান করিল।
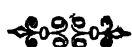
একাদশ পরিচ্ছেদ।

পরিচয়

কাশীধাম চতুঃষষ্ঠি যোগিনীর ঘাটের নিকট দ্বিতল প্রাসাদের উপরে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্থির ভাবে বসিয়া বেদপাঠ করিতেছেন। তখন দিবা অর্দ্ধপ্রহর হইয়াছে, এমন সময়ে দুইজন যুবক কিঞ্চিত দ্রুতপদে আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। যুবকদ্বয় বৃদ্ধের সম্মুখীন হইলে প্রাচীন উপযুক্ত সমাদরে তাহাদিগকে বসিতে অনুরোধ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে নীলকমল—নীলকমল বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। নীলকমল যদিও কোন উত্তর করিলেন না কিন্তু কিয়ৎক্ষণ

পরেই বাহির হইতে আসিয়া বৃদ্ধসদনে উপনীত হইলেন। অপহৃত বস্তু পুনঃপ্রাপ্তিতে হৃদয়ে যে প্রকার আনন্দ উপস্থিত হয়, বহুচেষ্টালব্ধসামগ্রী সম্মুখীন হইলে যে প্রকার চিত্ত-বিনোদন করে, নীলকমলের হৃদয় সহসা সেইরূপ ভাবে নাচিয়া উঠিল। সমাজ রীতি ও সভ্য নীতি মুহূর্ত্ত মধ্যে দূরে পলায়ণ করিল। নীলকমল তৎকালোচিত "কিং কর্ত্তব্য" কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বালকের ন্যায় সহসা কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন কুমার প্রফুল্ল! আপনি আমাদিগের রাজপুত্র আমরা আপনাদিগের চিরপ্রতি পালিত হইলেও আজ সে পরিচয় মুখে আনিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। বাল্যকালের সখ্যতাই এইক্ষণ আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধ অপেক্ষা অধিক যাতনা প্রদ হইয়ছে। আমি আপনাকে কোন মতেই ভুলিতে পারি নাই। ভীষণ-কারাগারে প্রবেশ করিয়াও সময় সময় সাক্ষাত করিয়াছি। যে অমূল্য রত্ন অনুসন্ধান করিয়া দেশে দেশে ভ্রমন করিতেছিলাম আমার কি সৌভাগ্য যে আজ গৃহে বসিয়া সেই অমূল্য রত্নলাভ করিলাম। প্রফুল্ল অতি কৃতজ্ঞতা সহকারে বলিল চুড়ামণি! আমি আপনাকে বাল্যকাল হইতে যেমন চুড়ামণি বলিয়া আসিয়াছি আজও তাহাই বলিব, এবং চিরদিন তাহাই বলিব। আমি এইক্ষণ রাজা নই, রাজপুত্রও নই, চির ভিখারীর একজন সহচর মাত্র, কিন্তু আমার একথার ভুল থাকিলে, থাকুক্ তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস যাহারা রাজপুত্র তাঁহারও ভ্রমক্রমে আমি রাজপুত্র বলিয়া অহঙ্কারোম্মত্ত হইয়া মানব স্মৃতি বিলোপ না করেন। দুর্ব্বল দরিদ্র সন্তানকে দেখিয়া

ধনী সন্তানের ঘৃণাকরা উচিত নয়, বরং তাহার সহিত সদ্ব্যব-হার করিলে আত্ম গৌরবের বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইবার সম্ভব নাই। দেখুন, অঙ্গার বিদগ্ধ স্বর্ণ কখনই আপন উজ্জ্বলতা নষ্ট করে না কিন্তু আঙ্গার সংস্পর্শে লোক লোচনে তাহার সমুজ্জ্বলতা বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয়না। তাহাই বলিতেছি যে, আপনি আমাকে চিরদিন যে প্রকার স্নেহ ভাবে বন্ধু সম্বোধন করিয়াছেন এইক্ষণেও তাহাই করিবেন। নীলকমল বলিল রাজকুমার! আপনার এই সুমধুর নীতি বাক্যে আমি পরম প্রীতিলাভ করিলাম, বাস্তবিক কোন মনুষ্যই মানবের নিকট ঘৃণিত হইতে পারে না।

আমরা যাহাকে সর্ব্বক্ষণ অবৈধ কার্য্যে পরিলিপ্ত থাকিতে দেখিতেছি, হয়ত তাহার হৃদয়ে এমন কোন মহানভাব থাকিতে পারে যাহা আমাদিগের মনে কখনও উদয় হইতে পারে নাই। অনেকের বাহ্যিক অবস্থা দেখিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করা যায় অন্তরতত্ব তাহার বিপরীত থাকা অসম্ভব কি? যখন অন্তর তথ্য নিরূপণে আমরা অনধিকারী তখন কোন মানবকে দেখিয়াই ঘৃণাকরা উচিত নয়।

ধনী সন্তানের ধন আছে, বিদ্বানের শিক্ষাবল আছে, এ অভিমানে তাঁহারা অহঙ্কারী হইয়া নিম্নস্তরে ঘৃণা প্রকাশ করিলে তাঁহাদিগের প্রকৃত গৌরব কখনই সংরক্ষিত হয়না, বরং জনসমাজে তাঁহাদিগের কথা উঠিলে সকলে মন্দ ঘোষণাই করিয়াথাকে। যেমন কুসুম মধ্যে গোলাপ কুসুম অতিশয় সুন্দর হইয়াও তাহার আত্ম সৌরভে আপনি মুগ্ধ হয়না তদীয় সুমধুর আঘ্রাণ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণী সমূহকে মুগ্ধকরে

তদ্রূপ ধনী সন্তানদিগের একটি বিশিষ্ট গুণ থাকা আবশ্যক, যাহাদ্বারা যশঃসৌরভ বিস্তৃত হইয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে পারে। সংসারে যশের প্রত্যাশা করিতে হইলেই গুণ চাই। অহঙ্কার পরিশূন্য হইয়া সদ্ব্যবহার না দেখাইলে এসম্পত্তি কেহই ক্রয় করিতে পারেন না। যাহার ধন নাই, সহায় নাই, অতুল ঐশ্বর্য্য নাই তিনিও সদ্ব্যবহার পরিচালনায় যশসম্পত্তির অধিকারী হইতে পারেন, কিন্তু সুশীলতা শূন্য অতুল ঐশ্বর্য্য শালীও যশঃসম্পত্তির সম্পূর্ণ অনধিকারী।

রাজকুমার ও আচার্য্যে এই প্রকার কথোপ কথন হইতেছে এমন সময় সেই বেদ পাঠী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কান্দিয়া উঠিলেন, বলিলেন কে? প্রফুল্ল আঁা। ইনি কি আমাদিগের রাজপুত্র! প্রফুল্ল বাবা! আজ আমার জীবন সার্থক হইল। তোমাকে যে আর দেখিতে পাইব এ আশা এক কালিন অন্তর্হিত হইয়াছিল। নীলকমল কতস্থান অনুসন্ধান করিয়াছে তথাপি তোমার সাক্ষাৎ পায় নাই। এমনকি তোমার ভগ্নী কমল শান্তিপুরে আছে, তাহাকে দেখিয়া তুমি দিনাজপুরে অবস্থান করিতেছ শুনিয়া তথায় পর্য্যন্ত গিয়াছিল।' দিনাজপুরে তোমার কোন সন্ধান না পাইয়া এই মাত্র এখানে আসিয়াছে। কুমার প্রথমতঃ মাধব আচার্য্যকে চিনিতে পারিয়াছিলেন না পরিচয় মাত্র যথা বিহীত সম্ভাষণ করিয়া নিকটে বসিলেন। বৃদ্ধ প্রফুল্লকে ক্রোড়ের নিকট বসাইয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং বিলাপ স্বরে বলিলেন, রাজকুমার! ঘোড়াঘাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজা দেবেন্দ্রনাথের তুমি এবং কমলিনী এই দুইটী মাত্র সন্তান। পাপ-

রূপ গৃহ সর্পের দংশনে আজ রাজপুরী মহারণ্যে পরিণত হইয়াছে। সকলেই আত্ম পাপে স্বয়ং বিদগ্ধ হয়, কিন্তু রাজার পাপে দেশময় সর্ব্বস্ব ভস্মী ভূত হইয়া থাকে। রাজা দিগেন্দ্র মহাপাপে পরিলিপ্ত হইয়া কেবল আপনি দগ্ধ হন নাই, দেশময় সেই পাপাগ্নি প্রধূমিত হইয়াছে। আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেশ পরিত্যাগ করিয়া কাশিতে আসিয়াছি। জনপদ কোথায় কি ভাবে আছে, কিছুই জানিনা, বোধহয় সকলেরই বিপন্ন অবস্থা ঘটিয়াছে। যা হউক সে সকল কথা ক্রমে ক্রমে বলিব, এইক্ষণ তুমি কি উপায়ে কারামুক্ত হইলে এবং কি অভিপ্রায়ে কাশীতে আসিয়াছ এই সকল বিষয় জানিতে আমার একান্ত বাসনা জন্মিয়াছে। প্রফুল্ল বলিল মহাশয়! তারাদাসীকে আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, আমি ঘোড়াঘাট থাকিতে তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতাম তিনিও আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। খুল্ল-তাত রাজা দিগেন্দ্র যখন আমাকে পুর্ণিয়া পাঠান সে সময়ে তারাদাসী আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তাহার পর আর কি হইল জানিনা। আমি পুর্ণিয়া আসিলে অন্নদা কান্ত চৌধুরী আমাকে লইয়া জেলায় আইসেন। কমল তখন তাঁহার বাটি-তেই ছিল। জেলখানা দেখিবার ছলনায় চৌধুরী মহাশয় আমাকে কারাগারে রাখিয়া চলিয়া যান। তখন আমার যে প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা স্মরণ করিতে এখনও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমি জেলে বন্দী থাকিয়া প্রতি পালিত হইতে লাগিলাম কিন্তু বুদ্ধি স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধান শক্তি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। বস্তুতঃ কাহারও নিকটেই আত্ম

তথ্য অবগত হইতে পারিলাম না। ক্রমেই বহুদিন গত হইল। তারপর কারা মুক্ত হইয়াও ঘোর বিপন্ন হইয়াছিলাম। আমি বন্দী থাকিয়াও স্নেহময়ী তারা দাসীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা ভুলিতে পারিয়াছিলাম না। শুনিয়াছিলাম তাহার বাড়ী দিনাজপুরের রাজবাটীর নিকটে। সেইজন্য জেল হইতে বাহির হইয়া দিনাজপুরে যাত্রা করিয়াছিলাম। ঘটনাক্রমে প্রাণনগরের জঙ্গলে যাইয়া উপস্থিত হই। তথায় যে সকল ঘটনা হইয়াছিল তাহা অবশ্য পরে বলিব। সেখানেও আমি বন্দী হইয়াছিলাম। অনেক কৌশলে প্রাণনগর হইতে মুক্তি লাভ করিয়া দিনাজপুরে তারা দাসীর নিকটে যাই। তিনি এইক্ষণ অতিশয় বৃদ্ধা হইয়াছেন। আমার অতীত ক্লেশ স্মরণ করিয়া অনেক প্রকার বিলাপ করিয়াছিলেন, এবং আমাদিগের জীবন বৃত্তান্ত সমস্ত তাঁহার নিকটেই অবগত হইয়াছি। আপনি কাশী আসিয়াছেন একথা তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি। খুল্লতাত রাজা দিগেন্দ্র রাজধানী পরিত্যাগ করা, রাজ্যের দুরাবস্থা ঘটনা হওয়া তারা দাসীই বলিয়াছেন কিন্তু রাজা এবং রাণী কোথায় কি অবস্থায় আছেন তাহা তিনি কিছুই বলিতে পারেন নাই। আমি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায়, আপনি এ সকল বৃত্তান্ত অবগত আছেন এবং কাশীতে বাস করিতেছেন এই কারণ আপনার নিকট যাইতে উপদেশ করায়, অদ্য অষ্টাহ হইল আমি কাশীতে আসিয়াছি। কাশীর সকল স্থান পরিভ্রমণ করিয়াও আপনার কোন সন্ধান করিতে পারি নাই। বিপন্ন ব্যক্তির দৈবই একমাত্র প্রধান সহায়! দৈব অনুকূল ক্রমে এই অতুল বাবুর সহিত

আমার সাক্ষাৎ হয়। ইনি সহোদরের ন্যায় সহায় হইয়া আমাকে নানারূপ আশ্বাসিত করেন। ইনি আমাদিগের আত্মীয় হন, পরিচয় দিলে আপনি এখনি চিনিতে পারিবেন, সে সকল কথা পরে বলিব, এখন যাহা বলিতেছি। আমি এক দিবস দশাশ্বমেদের ঘাটে বসিয়াছিলাম। ইনি আপনার অনুসন্ধানে আসিয়া আপনাকে দেখিতে পান নাই, আপনি তখন স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। এইক্ষণ আপনার নিকট আমার কোন কোন বিষয় জানিবার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলিলেই কৃতার্থ হইব। আচার্য্য বলিলেন; কুমার! আমি সমস্তই অবগত আছি এবং ক্রমশঃ সকল কথাই বলিব। রাজা দিগেন্দ্র যে গুরুতর ভ্রমান্ধতার কার্য্য করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ তাঁহার ইচ্ছাক্রমে হয় নাই; রাণী সরোজিনীর অসৎ মন্ত্রনা ও উত্তেজনাতেই এই আত্ম বিনাশের পথ পরিস্কার করিয়াছেন, কিন্তু পাপের যাতনা সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হইয়াছে। আর সে সকল বিষয় আন্দোলন না করিয়া তোমার সুকুমার বুদ্ধিতেই উহা ক্ষমাগুণে বিলীন হউক। রাজা ও রাণী এইক্ষণ ঘোরতর বিপন্ন হইয়াছেন। তুমি তাঁহাদিগকে এসময় রক্ষা না করিলে তাঁহারা অচিরাৎ প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন সন্দেহ নাই। কুমার উত্তর করিলেন মহাশয়! পিতা এবং পিতৃ সহোদরে প্রভেদ কি? আমি ত কখনও প্রভেদ মনে করি না, তবে প্রিয়ভগ্নী কমল এবং আমার অদৃষ্টে যে সকল ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার জন্য আমি কাহারও প্রতিই দোষারোপ করিতে ইচ্ছা করিনা, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের

নিয়ম বিধান সর্ব্বত্রই সমান, সর্ব্বত্রই মঙ্গল ময়। সুখ এবং দুঃখের বিধান কর্ত্তাও তিনি। কালচক্রের বিঘূর্ণনে কক্ষচ্যুত হইয়া যে সকল সুখ দুঃখ আমরা ভোগ করি তাহার জন্য অন্যের প্রতি দোষারোপ করা অনুচিত। পিতৃবৎ খুল্লতাত এবং মাতৃসমা পিতৃব্যপত্নী কি রূপ অবস্থায় কোথায় আছেন এবং কতপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, ইহাই আমার একমাত্র দুর্ব্বল হৃদয়ের প্রবল চিন্তা। রাজ্য যাউক কি ধন সম্পত্তি যাউক তাহার জন্য আমার কিছুমাত্র পরিতাপ নাই, কেন না মনুষ্য হইতে অতুল ঐশ্বর্য্যের সৃষ্ট হয়, কিন্তু অতুলনীয় ধনরাশী দ্বারাতেও কখন মনুষ্য সৃজন হইতে পারে না। ঘোড়াঘাট সাম্রাজ্য যে আজ জনশূন্য হইয়াছে, তাহার জন্যও আমি বিশেষ দুঃখিত হই নাই কিন্তু গুরুজন দিগের কষ্টই আমার সম্পূর্ণ রূপে যন্ত্রনাপ্রদ হইয়াছে। আপনি তাঁহাদিগের অবস্থা ও অবস্থান বিষয় সমস্ত অবগত আছেন, এইজন্য নানাপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিয়াই আপনার নিকট আসিয়াছি, আপনি না বলিলে এ প্রস্তাব অন্যের নিকট জানিবার আর অন্য কোন উপায় নাই। আচার্য্য বলিলেন রাজ কুমার! এ বিষয়ে আর প্রশ্ন করিতে হইবে কেন? আমি সর্ব্বদা তোমার অনুসন্ধান করিতেছি। রাজা দিগেন্দ্রও নিশ্চিন্ত নাই, তিনি নীলকমলকে যেরূপ তোমার অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাবে নানাস্থানে লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। এই দেখ! কল্য তাঁহার একপত্র পাইয়াছি, তোমাকে না দেখিয়া তিনি কিরূপ কষ্টে আছেন তাহা এই পত্রেই বিবৃত রহিয়াছে এই বলিয়া আচার্য্য;

কুমারের হস্তে পত্র প্রদান করিলেন। পত্রে এই প্রকার লিখিত ছিল।

পূজ্যপাদ! আমি এপর্য্যন্ত প্রাণাধিক প্রফুল্লের কোনই অনুসন্ধান পাই নাই। নীলকমল দিনাজপুর হইতে ফেরত আসিয়াছিল। প্রফুল্ল দিনাজপুরে তারাদাসার নিকট গিয়াছিল। তারাদাসা আপনার নিকট যাইতে উপদেশ করায় তথাতেই গিয়াছে। নীলকমলকে শান্তিপুরে পাঠাইয়াছি, কমলকে দেখিয়া আপনার নিকট যাইবে। ক্রমে দুইমাস গত হইল তাহারও কোন সংবাদ পাই নাই। বস্ত্রহীন ব্যক্তিরা শীতের দীর্ঘনিশা যেরূপ দুঃখের অবস্থায় অতিবাহিত করে, আমার দুঃখের জীবনও সেইরূপ ভাবে অতিবাহিত হইতেছে, আর সহ্য হয়না। আপনি কাশীতে যাইতে উপদেশ করিয়াছেন, তাহা আমাকে উপদেশ করিতে হইবে কেন? আমি উহা অনেক দিন স্থির করিয়াছি কিন্তু রংপুরের জমিদার ও ঘোড়াঘাটের প্রজাগনের অনুরোধে আবদ্ধ রহিয়াছি। আশা করিয়াছিলাম প্রফুল্লকে রাজ্যোদ্ধারের ভারার্পণ করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল আমি পরিবার সহ কাশীতে থাকিব। এইক্ষণ রংপুরের বিদ্রোহীর গোল অনেক থামিয়াছে, স্থানীয় রাজকর্ম্মচারিদিগের আর সেরূপ প্রভুত্ব নাই। লর্ড কর্ণওয়ালিশ সাহেব গবর্ণর জেনারলের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি জমিদারগণকে অভয়দান করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব করাতে অনেক জমিদার উপস্থিত হইয়া আপন আপন সম্পত্তি বন্দোবস্ত করিয়া লইতেছেন। আমার আর রাজত্ব করিবার ক্ষণকালের জন্যও ইচ্ছা নাই, বিশেষতঃ

রাজকর্ম্মচারির কুচক্রে পড়িয়া এই দীনবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতে হইতেছে। তাহার ক্রোধ এখনও শান্ত হয় নাই। এইক্ষণ প্রফুল্লকে পাইলে রাজা দেবেন্দ্র এবং আমার উত্তরাধিকারী বলিয়া প্রমাণ করাইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, সুতরাং তাহাদ্বারা রাজ্য উদ্ধার ও চিরস্থায়ীবন্দোবস্তে প্রফুল্লের নামজারি হইলে প্রফুল্ল রাজত্ব করিবে, আমি পত্নীসহ কাশী বাস করিব ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। এইক্ষণ কি প্রকারে বালককে পাইব, তাহারই অনুসন্ধান করিতেছি, যদ্যপী আপনি প্রামাণিক প্রফুল্ল অনুসন্ধান পাইয়া থাকেন অথবা সে যখন আপনার নিকট গিয়াছে তখন অবশ্যই দেখা পাইবেন। এইক্ষণ তাহার জ্ঞান হইয়াছে আমাদিগের এবং রাজ্যের যে সকল দুরবস্থা ঘটিয়াছে একথা শুনিলে অবশ্য তাহার দয়া মমতার সঞ্চার হইবে, তখন হয় আপনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া এখানে আসিবেন অথবা তাহাকে তথায় রাখিয়া সংবাদ দিবেন, কমলকে লইয়া আমরাই তথায় যাইব। আমার পাপের বিলক্ষণ প্রতিফল হইয়াছে। জ্ঞানবান্ পুত্র, পিতা মাতার অসৎবুদ্ধি দেখিলে ঘৃণা কি পরিত্যাগ করে না ইত্যাকার তাহাকে বুঝাইয়া বলিবেন, পত্রের উত্তর শীঘ্র লিখিবেন।

পত্র পাঠ করিয়া কুমার নিস্তব্ধ হইলেন। তাঁহার সুদৃঢ় বক্ষঃস্থলে গুরুজনের ক্লেশময় যাতনা দুর্বিসহ বোধ হইতে লাগিল। কোম্পানির ফাটকে জমিদার ও প্রজাদিগের নানাপ্রকার কষ্ট দেখিয়া প্রফুল্লের হৃদয় একপ্রকার মায়া শূন্যরূপে গঠিত হইয়াছিল, তাহা এইক্ষণ বালির বাঁধের ন্যায় ভাঙ্গিয়া

গেল, চক্ষে জল আসিল। তিনি পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! আর ক্ষণকালের জন্যও বিলম্ব করিতে আমার ইচ্ছা হয়না। গুরুজন দিগের ক্লেশ মোচন করিতে জীবন পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। ঘোড়াঘাট রাজবংশীয় দিগের আজ এই দুর্গতি হইবে, ইহা কোন দিন স্বপ্নেও মনে করা যায় নাই। আমি এতদিন জানিতাম না বলিয়া অনেক ভাল ছিলাম এইক্ষণে আর ধৈর্য্যচ্যুতি রক্ষা করিতে পারিতেছি না। রাজ্য উদ্ধার করিয়া রাজা এবং রাণীকে রাজধানীতে স্থাপন করাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য জানিবেন। রাজা দিগেন্দ্র আপনাকেও যাইতে লিখিয়াছেন এবং আমিও অনুরোধ করিতেছি আমার কার্য্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপ সহানুভূতি করিতে হইবে। প্রাণনগরের বন আমি দেখিয়াছি, সেখানে রংপুর ও দিনাজপুরের অনেক জমিদার রহিয়াছেন, তথায় থাকিয়া সকল চেষ্টাই হইতে পারিবে, অথচ আমি নিকট থাকিলে রাজা এবং রাণীর উৎকণ্ঠার অনেক নিবৃত্তি হইবে। আপনি আমাদিগের কেবল কুল পুরোহিত নহেন, আপনার মন্ত্রণাতে ঘোড়াঘাট সাম্রাজ্য পরিচালিত, আর বিলম্ব বিধেয় নহে, সত্বর রংপুর যাওয়ার দিবস অবধারণ করুন। আচার্য্য মনে মনে চিন্তা করিলেন, নির্ম্মল অন্তঃকরণের পবিত্রভাব কি উচ্চ, কি মধুর! যে রাজা ঘোর স্বার্থপরায়ণ হইয়া পুত্র-সদৃশ ভ্রাতুষ্পুত্রকে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছেন, আজ তাহাদিগের দুঃখের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া এই কমল হৃদয় বালক তাহাদিগের দুঃখ মোচনের জন্য কতদূর ব্যাকুল হই-

য়াছে। আবার গুরুতর ত্যাগ স্বীকার যে ইহার অন্তঃকরণে না আছে তাহাই বা কি প্রকারে বলিব। রাজ্য উদ্ধার করিয়া রাজা ও রাণীকে রাজপুরে প্রতিষ্ঠিত করিব এই মহান্ বাক্যই তাহার সমুচিত প্রমাণ করিতেছে। যাহা হউক কৌশলে জিজ্ঞাসায় ইহার হৃদয়তত্ত্ব অবশ্যই জানিয়া লইতে পারিব সন্দেহ নাই। এইরূপ চিন্তা করিয়া আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন—কুমার! আমি তোমার সঙ্গে রংপুরে যাইতে অসম্মত নহি. তবে এইক্ষণ প্রাচিন অবস্থা, কাশী-ক্ষেত্র মরণ মঙ্গল স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সহসা ইচ্ছা হয় না। আর তুমি এত ব্যাকুলই বা কেন হইতেছ? রাজা দিগেন্দ্র ও রাণী সরোজিনী তোমার কি অনিষ্টই না করিয়াছেন, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর রক্ষা না করিলে তোমাদিগের জীবিত থাকা কখনই সম্ভব ছিল না। তুমি রাজপুত্র, শাস্ত্রমতে ঘোড়াঘাট সাম্রাজ্যের তুমিই এক-মাত্র উত্তরাধিকারী; এরূপ অবস্থায় দীন হীন বালকের ন্যায় পথে পথে ভ্রমণ করিতেছ ইহা কি কষ্ট নয়? আজ যদি রাজা দিগেন্দ্র রাজ্যচ্যুত না হইতেন এবং তাঁহার পুত্র কুমার মন্মথ প্রাণত্যাগ না করিতেন তাহা হইলে তোমার প্রতি স্নেহ কি অনুসন্ধান কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে জাগ-রিত হইত? কখনই না। স্থির হও ধৈর্য্যাবলম্বনে সকল কার্য্যের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আর তুমি যে বলিয়াছ, রাজ্য উদ্ধার হইলে রাজাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবে, তাহা কি সঙ্গত হইতে পারে? বরঞ্চ এই সময়ে রাজ্যলাভ করিবার তোমার পক্ষে বিলক্ষণ সুযোগ হইয়াছে। সংসার স্বার্থময়,

যে দিকে লক্ষ্য করিবে সেই দিকেই স্বার্থের গভীরমূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। তাহাই বলিতেছি। রাজা দিগেন্দ্র ঘোর স্বার্থ পরায়ণ লোক, এহিক্ষণ বিপন্ন হইয়া তোমাকে রাজ-পদে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। শত্রুভয়, তোমার ভয় এবং রাজ্য প্রাপ্তির আশঙ্কা তাঁহার হৃদয় হইতে দূরিভূত হইলে মনের গতি কোন্‌দিকে অগ্রসর হইবে তাহা কে বলিতে পারে? একারণ আমি বিবেচনা করিয়াছি যে সত্বের চরম পত্র রাজার নিকট অগ্রে সাক্ষর করিয়া লইয়া তারপর রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

কুমার হাসিলেন। বলিলেন মহাশয়! রাজ্য লইয়া আমি কি করিব? যাহাদিগের সংসারাক্ত জীবন, তাহারাই রাজ্যসুখ অভিলাষ করে, তাহারাই রাজত্ব লাভে সুখী হয়। যদিচ্ছাচারিতা বিলাস প্রিয়তা এবং অর্থ গৃধ্নুতা তাহাদিগের হৃদয়কে যে প্রকারে কলুষিত করে, দরিদ্র জীবন কখনই সে রূপে কলুষিত হইতে পারে না। রাজা দিগেন্দ্র যদি রাজা না হইতেন তাহা হইলে বৃথা সম্পত্তির লালসায় পুত্রবৎ ভ্রাতুষ্পুত্রকে চির নির্ব্বাসন করিতে কখনই পারিতেন না। সংসার সুখ, পারিবারিক ব্যবহার, সমাজ বন্ধুতা দরিদ্রদিগের যে প্রকার ঘটে, ধনীর গৃহে তাহা কখনই দেখিতে পাইবেন না। কোন কোন স্থলে ইহাও দেখিতে পাইবেন যে, যে দরিদ্র পিতা নির্ধন জামাতাগৃহে কন্যা প্রদান করিয়াছেন, তিনি জামাতার দীর্ঘ জীবন কামনা করেন। আর ধনীগৃহে যিনি কন্যাদান করিয়াছেন, স্বার্থ সাধন জন্য তাহার কামনা অন্যবিধ। আপনি বোধহয় ধনীর কোন গৃহেই দেখাইতে

পারিবেন না যে পারিবারিক স্ত্রী পুত্রাদি হইতে সুখ, দরিদ্র পরিবারের ন্যায় ধনীর গৃহে রহিয়াছে। সংসার যতদিন অযথা স্বার্থে পরিচালিত হইবে, ততদিন এই পার্থক্যের সামঞ্জস্য কোথাও দেখিতে পাইবেন না। আরও দেখুন, মনুষ্য জীবন সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা লাভ করিয়া কিনা দুর্গতি ভোগ করিতেছে? অর্থের জন্য, সম্মানের জন্য, বৃথা আধিপত্যের জন্য আপন স্বাধীন জীবন সামান্য অর্থ মূল্যে বিক্রয় করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিতেছে। পক্ষান্তরে আমরা যাহাকে স্বাধীন বলিয়া চীৎকার করিতেছি তাহাদিগের স্বাধীনতা আবার ঘোর পরাধীন, পরমন্ত্রণা, পর বুদ্ধিবল, পরপদেগমন ব্যতীত কোন প্রকারে আত্ম সামর্থ্য পরিচালন করিতে সক্ষম নহে। যদিচ স্বাধীনতার অর্থে এইরূপ স্বাধীনতাই সুখের হয় হউক। তারপর রাজ্য চিন্তা, শত্রুভয় ভাবী অনর্থ প্রভৃতি নানাবিধ কুচিন্তায় অহরহঃ শান্তিশূন্য হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছে এবং সাধারণ প্রহরীর হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিয়া রজনীতে বিশ্রাম গৃহে অবস্থান করিতেছে। যাহাদিগের জীবনে শান্তিনাই, বিশ্রামে নিদ্রানাই, আহারে উৎকণ্ঠা, তাহারা অতুল ঐশ্বর্যশালী হইলেও সুখী বলিয়ামনে করিতে পারা যায় না।

আচার্য্য বলিলেন! কুমার! আমি তোমার নীতিবাক্যের এককালীন বিরোধী নহি, তবে এইমাত্র বলিতেছি যে মানবগণ সংসারে থাকিয়াই কার্য্য করিবে, কর্ম্মজ্ঞান অগ্রে পরিস্ফুরণ না হইলে নিষ্কাম ধর্ম্ম আসিতে পারে না। পরে ক্রমে ক্রমে কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মপথ নিবৃত্তি হইয়া যায়। এই

দেখ কাম্যাদি ছয় প্রকার শক্তি যে গুলির আমরা ঋপু সংজ্ঞা করিয়া থাকি বস্তুতঃ তাহারা ঋপু নহে, ঐ সকল শক্তি পরম্পরায় জগতের সকল কার্য্যই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। চিত্ত শুদ্ধির প্রারম্ভে যে বিবেক উপস্থিত হয় তাহাও ঐ সকল শক্তির সাহায্য পরম্পরায় সংঘটিত হয়। তত্ত্বান্বেষণ জন্য যে বনে যাইতে হইবে ইহা প্রবল অন্তঃকরণের কার্য্য নহে। প্রলোভন ময় সংসারে থাকিয়া যিনি প্রস্তুত হইতে পারেন তিনিই যথার্থ জ্ঞানী, তিনিই ধার্ম্মিক। মহর্ষি জনক সংসারে থাকিয়াই ঋষিশ্রেষ্ঠ জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদ ও শুক দেবও সংসার আমোদে যোগদান করিতে ত্রুটি করেন নাই অতএব সুশিক্ষা দ্বারা জ্ঞান মার্জ্জিত করিয়া সংসার ক্ষেত্রে কার্য্য করাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়।

কুমার বলিলেন আপনার বাক্য আমি অস্বীকার করি না তবে মায়াময় সংসারে পরিলিপ্ত থাকিয়া পরমার্থ জ্ঞান রক্ষা করা মানবের পক্ষে সহজ নয়। বাহ্য জগতের সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ অগ্রে নির্ণয় করিয়া ন্যায় পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে আত্মোন্নতির কারণ হয় তাহা সত্য, কিন্তু যে শিক্ষা দ্বারা তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রকাশিত হয় সেরূপ শিক্ষালাভ করিতে কত জনায় সক্ষম হয়? জ্ঞানের সৎ এবং অসৎভাব প্রকৃতির গর্ভেই নিহিত রহিয়াছে। তাহা সুশিক্ষা দ্বারা পরিমার্জ্জিত ভিন্ন সেই স্বভাবের মূল ভিত্তির পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। সর্পদেহ বিশুদ্ধ দুগ্ধের দ্বারা পরিপোষণ হইলেও তাহার উদ্গীরণে বিষই উৎপন্ন হয়, এই জন্য বলিতেছি যে স্বভাব শক্তি কেবল শিক্ষা দ্বারা পরিবর্ত্তন

হয় না। শিক্ষা দ্বারা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে অগ্রে বীজ ও ক্ষেত্র সংস্কার হওয়া আবশ্যক। পিতা মাতা সুশিক্ষিত না হইলে বালকের জীবন সদ্ভাবে গঠিত হইতে পারে না। বালকদিগের বাক্য পরিস্ফুট হইবার অব্যবহিত পুর্ব্বে জাগতিক পদার্থ সকল অতি সরল ভাবে জানিবার জন্য একপ্রকার স্থূলজ্ঞান উপস্থিত হয়। সেই সময় হইতে আচার্য্য নিকট শিক্ষার্থে অর্পণ করিবার সময় পর্য্যন্ত পিতা মাতা পবিত্রভাবে শিক্ষাদান করিলেও বাহির হইতে অনেক অসৎ বিষয় বালকের কোমল হৃদয়ে ছায়া সম্পাত করে। এতদ্ভিন্ন আহার, অবস্থান, শয়ন ও উপবেশন সম্বন্ধেও স্বভাব সংগঠনের নানা প্রকার অসুবিধা আছে। একারণ, সমাজ পবিত্র না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃত শিক্ষার গৌরব স্বীকার করিতে পারা যায় না।" রাজত্ব রাজার পক্ষেই শোভনীয়। ঘোড়াঘাট সাম্রাজ্যের উদ্ধার সাধন হইলে পিতৃব্য রাজা দিগেন্দ্রই রাজত্ব করিবেন। আমি রাজ্যের জন্য কিছুমাত্র লালসা করি না। মহাগুরু পিতৃ স্থানীয় ব্যক্তি বিপন্ন হইয়াছেন তাঁহাকে রক্ষা করা আমার একমাত্র প্রধান কর্ম্ম। আমি সানুনয়ে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি রংপুর গমনে আর বিলম্ব করিবেন না। আমার পরম সুহৃদ অতুল বাবুকে শান্তিপুরে পাঠাইলেই হইতে পারিবে। তিনি কমলকে লইয়া প্রাণনগরে আসিবেন, আমরা রাজমহল হইয়া রংপুরে যাত্রা করি, তাহা হইলে সকল দিকেই মঙ্গল হইবে।

আচার্য্য সম্মত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই বালক হৃদয় ধর্ম্ম ভাবে এতদূর উন্নত! হায়

নৃশংস হৃদয় রাজা দিগেন্দ্র কোন্ প্রাণে এই কোমল হৃদয় বালককে বৃথা রাজ্যের লালসায় চির নির্ব্বাসন করিয়াছিলেন। আজ, কুল প্রদীপ সন্তান উদাসীন বেশে দেশে দেশে যে ভ্রমণ করিতেছে এই মহাপাতকে রাজা দিগেন্দ্র নিশ্চয় দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। যাহা হউক কুমারকে লইয়া এইক্ষণ রংপুর যাওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য, আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে, এই বলিয়া দিন স্থির করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে শ্রীমতী কমলিনীর নিকট শ্রীমান অতুল চন্দ্র গমন করিলেন, তাঁহাকে আচার্য্য সকল কথা বলিয়া দিলেন। শ্রীমতী যে শান্তিপুরে রক্ষা ঠাকুরাণীর বাড়ীতে আছেন তাহাও বলিয়া দিলেন এবং যথা বিহিত মঙ্গলাচরণ করিয়া রাজ পুরোহিত মাধব আচার্য্য কুমার প্রফুল্লের সহিত রংপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।
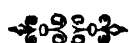
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

একি! পাগল।

ক্রমে একমাস অতীত হইল রাজপুরোহিত মাধব আচার্য্য ও কুমার প্রফুল্ল রংপুরে উপনীত হইতে পারিলেন না। তাঁহারা রাজমহলে আসিয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেলপথ আবিষ্কার হয় নাই কেবল স্থানে স্থানে দুই একখানি গরুর গাড়ি পাওয়া যায়, তাহাও একগ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইতেই অচল

হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় সে সময় রাস্তা ঘাটের ভাল বন্দবস্ত ছিল না। পথিক দ্বয় স্নানাহার করিয়া অপরাহ্ণে রাজমহল পরিত্যাগ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন সুদীর্ঘকায় গৌরবর্ণ একজন সুন্দর পুরুষ সম্মুখদিকে আসিতেছে। তাঁহাকে দেখিলে বোধহয় তিনি কোন উচ্চবংশীয় লোক হইবেন কিন্তু সে উজ্জ্বল কান্তি ভস্মরাশীতে ডুবিয়া গিয়াছে। ঘোর উন্মাদের ন্যায় কখন হাসিতেছেন, কখন কান্দিতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে দুইজন অপর লোক দ্রুতপদে আসিতেছে, দেখিলে বোধহয় ঐ উন্মাদের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য তাহারা নিযুক্ত রহিয়াছে। ক্রমে সম্মুখীন হইলে উন্মাদ হাসিয়া উঠিল, আচার্য্য বিস্মৃত হইয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন মহারাজ! একি সর্ব্বনাশ! উন্মাদ বলিল "ওয়েল কাম" পুরোহিত হতবুদ্ধি হইয়া পুনরায় বলিলেন রাজন্! কি হইয়াছে? এ অবস্থা কেন? উন্মাদ পুনরায় উচ্চ হাসিতে বলিয়া উঠিল—"ওয়েল কাম্" এমন সময় পশ্চাৎ দিকে যে দুইজন লোক আসিতেছিল তাহারা নিকটে আসিয়া কান্দিয়া উঠিল এবং আচার্য্যকে নমস্কার করিয়া বলিল পুরোহিত মহাশয়! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ঘোড়াঘাট রাজলক্ষ্মী মহারাণী সরোজিনী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, ঐ দেখুন মহারাজা দিগেন্দ্র রাজ্যশোক পুত্রশোক ও পত্নী শোকে উন্মাদ বেশে সম্মুখেই উপস্থিত। কোম্পানির লোকের অত্যাচার পীড়নে ঘোড়াঘাট রাজপুরির এই দুর্গতি ঘটিয়াছে। রাজ কুলতিলক কুমার প্রফুল্ল এই সময় স্থীর ও নিস্তব্ধ ভাবে কি ভাবিতেছিলেন, এবং তিনি

যে আত্মহারা হইয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। হৃদয়ের প্রবল জলধি স্রোতে প্রবোধসেতু কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে? অল্পকাল মধ্যে ভাসিয়া গেল। খুল্লতাত রাজা দিগেন্দ্রের দুরবস্থা দর্শনে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং উচ্চৈশ্বরে কান্দিয়া রাজা দিগেন্দ্রের পদতলে পতীত হইলেন। উন্মাদ হাসিয়া বলিল "ওয়েল কাম" তখন আচার্য্য নানা প্রকার সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন রাজকুমার। স্থির হও, সংসার চরিত্র সর্ব্বত্রই এইরূপ দেখিতে পাইবে। এইক্ষণ ধীরভাবে সদুপায় উদ্ভাবন করাই সমুচিত কার্য্য। উন্মাদকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোনই ফল নাই। সঙ্গীয় লোকদিগের নিকট অবস্থা সকল অবগত হইতে পারিলে অবশ্যই সদুপায় অবধারণ হইবে। এই বলিয়া আচার্য্য সঙ্গীয় লোক দ্বয়কে আদ্যন্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, একজন উত্তর করিল—

মহাশয়! যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ঘোড়াঘাট রাজধানী পরিত্যাগের পর রাজা এবং রাণীর অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল আপনি তাহা সমস্তই অবগত হইয়াছেন। অদ্যপ্রায় কুড়িদিন হইল রাণী সরোজিনী জ্বর বিকারে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বনের মধ্যে কোন চিকিৎসাই হইতে পারে নাই। রাজা দিগেন্দ্র দুই দিন যাবৎ শোকে অচৈতন্য হইয়াছিলেন। তারপর এই অচিকিৎসায় মৃত্যুর কারণ রাজা বসন্ত কুমার রায়, অতএব তাহার মস্তক ছেদন করিব, এই বলিয়া রাজা উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠেন। রাজ মাতুল অন্নদা কান্ত চৌধুরী এবং অন্যান্য

জমিদারগণ অনেকেই নানাপ্রকার বুঝাইয়াছিলেন। প্রকৃতির ঘটনা অনিবার্য্য। একদিন রজনী শেষে গোপন ভাবে রাজা বন হইতে বাহির হইয়া রংপুরাভিমুখে প্রস্থান করেন। যে রংপুর বিপদের শীর্ষস্থান, সেই খানে আবার রাজকর্ম্মচারি রাজা বসন্ত কুমার রায়ের মস্তক ছেদনের অভিপ্রায়ে নিষ্ক্রান্ত হওয়া কম বিপদের কথা নয়। এইকারণ অতিশয় ব্যস্ত হইয়া অন্নদা বাবু প্রভৃতি রাজাকেবনে আনয়ন জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা সহরের মধ্যে প্রবেশ করামাত্রই রাজার দেখা পাইয়াছিলাম। তখনও শত্রু কোথায় তাহার মস্তক ছেদন করিব ইত্যাকার শব্দ নিবৃত্তি হইয়াছিল না। বিপদে ঈশ্বর রক্ষা করিবেন বলিয়াই হউক কি অন্য কারণেই হউক জানিনা; সে সময় রংপুর মহামাননীয় লর্ড কর্ণওয়ালিশ সাহেবের আসিবার প্রস্তাব হয় এবং সেইজন্য সহরের স্থানে স্থানে নানারূপ চিত্র বিচিত্র বৃহৎদ্বার ফটক সকল রচনা হইয়াছিল এবং প্রত্যেক ফটকের দ্বারদেশে ইংরাজি অক্ষরে 'ওয়েলকাম" লেখাছিল। রাজা সহসা ঐ লেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন "ওয়েলকাম্"। তদবধি রাজা বসন্ত কুমারের বধোদ্দমে নিবৃত্তিহইয়া "ওয়েলকাম্" ধরিয়াছেন্। এইক্ষণ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কেবল এইমাত্র বলেন "ওয়েলকাম্।" আমরা প্রাণনগরে লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি তাহাতে স্বীকার হন্ নাই। এইক্ষণ পাগল যে দিকে যাইতেছেন আমরাও সেই দিকেই যাইতেছি। পথে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল বলিয়া আমরা পরম আনন্দিত হইয়াছি,

সম্প্রতি যাহা কর্ত্তব্য হয় স্থির করুন।

আচার্য্য বলিলেন, শুকদেব! এই ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে একের নাম শুকদেব ও অপরের নাম জলধর। ইহারা উভয়েই রাজার বিশ্বাসী এবং প্রিয় ভৃত্য ছিল। আচার্য্য, প্রধান ভৃত্য শুকদেবকেই সম্বোধন করিয়া বলিলেন শুকদেব! ঘোড়াঘাট রাজধানীর কি এতই দুর্দ্দশা দেখিতে হইল? যাহার শাসন প্রতাপে উত্তর বঙ্গ কম্পিত হইত, আজ সেই রাজার, রাজ্যত্যাগ, বনবাস, তারপরে উন্মাদ বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে হইতেছে। আবার আমার সঙ্গে যে বালককে দেখিতেছ ইনি রাজ পুত্র। মহারাজা দেবেন্দ্র নাথের পুত্র কুমার প্রফুল্ল। এই কথা শুনিবামাত্র শুকদেব চমকিয়া উঠিল এবং যথা বিহিত রাজসম্মান করিয়া কুমারকে বলিল, মহাশয়! আমরা নিতান্ত হতভাগ্য, আমাদিগের ভাগ্যদোষেই এই সকল বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এইক্ষণ বোধহয় আমাদিগের দুঃখের রজনী প্রভাত হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। কুমার বাহাদুর রাজ্যভার গ্রহণ করিলে রাজ্যের মঙ্গল এবং উন্মাদ মহারাজের ব্যাধির উপশম অবশ্যই হইতে পারিবে।

কুমার বলিলেন শুকদেব! রাজ্যের অবস্থা এইক্ষণ কিরূপ? প্রজাদিগের নিকট রাজকর কে গ্রহণ করিতেছে? কোম্পানির উপদ্রব শান্ত হইয়াছে কিনা? শুকদেব উত্তর করিল যুবরাজ! রাজা বাহাদুর রাজধানী ত্যাগ করিলে সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, এমন কি একসের চাউলের জন্য অনেকে পুত্র কন্যা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াছে।

একদিকে দুর্ভিক্ষে দেশ উৎসন্ন যাইতে লাগিল। অপরদিকে করপীড়নে, প্রজা এবং জমিদারগণ ভয়ানক প্রপীড়িত হইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। প্রায় দশ বার বৎসর ধরিয়া ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। ক্রমে প্রজার এই গগণ ভেদি আর্ত্তনাদ ইংরাজ রাজের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি বঙ্গের শাসন কর্ত্তার পদে দরিদ্র বৎসল মহাত্মা লর্ড কর্ণওয়ালিশ সাহেবকে কলিকাতায় পাঠাইয়াছেন। তিনি রংপুরের শান্তি স্থাপন করিয়া যাহার যে সম্পত্তি তাহারই দখলে রাখিয়া চিরস্থায়ী বন্দবস্ত আরম্ভ করিয়াছেন। আপনি এই সময় উপস্থিত হইলে অনায়াসে রাজ আসন গ্রহণ করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

শুকদেবের কথায় কুমার কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া আচার্য্যকে বলিলেন মহাশয়! ঘোর সঙ্কটেই পড়িতে হইল, একদিকে রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা, অন্যদিকে উন্মাদকে রক্ষা করা, ইহা কি রূপে সাধ্যায়ত্ত হইবে?

আচার্য্য বলিলেন কুমার! আমি বিবেচনা করিয়াছি, রাজাকে লইয়া যাইতে অনেক বিলম্ব হইবে। তুমি এসময় দরবারে না গেলে অন্যের সহিত রাজত্বের বন্দবস্ত হইতে পারে, তাহা হইলে সম্পত্তি উদ্ধার করা আরও কঠিন হইবে। এইজন্য বলিতেছি তুমি শুকদেবকে লইয়া রংপুরে প্রস্থান কর, আমি এবং জলধর যত শীঘ্র পারি রাজাকে লইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইব। কমলকে এক্ষণে প্রাণনগরে আনিবার প্রয়োজন নাই। অতুল বাবু তাহার নিকটে থাকুন, সংবাদ পাইলে লইয়া আসিবেন। এবং

এইরূপ বিবরণে তাহাকে পত্র লিখিয়া দাও তাহা হইলে সকল দিকই স্থির থাকিবে। এ প্রস্তাব যুক্তি সঙ্গত বলিয়া কুমার সম্মত হইলেন এবং অতুলকে পত্র লেখা হইল। রাজার নিকট পুরোহিত ও জলধরকে রাখিয়া গুরুদেব সহ কুমার প্রফুল্ল রংপুরে যাত্রা করিলেন।
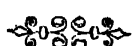
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

প্রণয়ের পরিচয়।

কমলিনীর দুঃখ সরোবরে আজ সুখের কমল ফুটিয়াছে। ফুটিবে বৈ কি? আমাদিগের কমল কলিকা কি চিরদিনই অফুটন্ত থাকিবে? দিন করের করস্পর্শ হইলেইত কমল বিকসিত হয়? তবে কি কমলিনীর তাহা হয় নাই? হয়েছে বৈ কি? যে মুখশশি কাল দুঃখ রাহুতে গ্রাস করিয়াছিল, যে হৃদয়াকাশ কালমেঘে ঢাকিয়াছিল, সেই রূপের প্রতিমা গুণের ছবি আজ পূর্ণ শশধরের ন্যায় হাসিতেছে। বালিকার আর সে ভাব নাই, সে দুঃখ নাই, হৃদয় ভেদী চিন্তা নাই। কমলিনী সেই নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া একটি কুসুম মালা গাঁথিতেছে। তাহার সম্মুখে একখানি কাচপাত্রের উপরে বেলী, গোলাপ ও চামেলী প্রভৃতি নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প সকল স্তরে স্তরে সুসজ্জিত রহিয়াছে। এ সাধের মালা কেমন করিয়া গাঁথিবেন, হৃদয় না বলিয়া দিলে হস্তে কি করিবে? হস্ত কেবল হৃদয়েরই দাস। যখন যে ভাব

হৃদয়ে আসিতেছে হস্ত তাহাই করিতেছে। ভৃত্যের পরিশ্রম প্রভু দেখেন কৈ? বালিকার হৃদয় আজ অতুলনীয় সাজে সজ্জিত, তাই হৃদয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছে। কমলিনী মনে করিল এমালা গাঁথিয়া কি করিব? ছি! তিনি দেখিলে কি মনে করিবেন? আর লোকে দেখিলেইবা কি বলিবে? তিনিও আমাকে এমনি ভালবাসেন। যে দিন তাঁহাকে দেখিয়াছি সেইদিন হইতেই তিনি আমাকে মন খুলিয়া ভালবাসেন। আবার আমার মনও যে তাঁহাকেই ভালবাসে। তবে ভালবাসা কি চুম্বক ও লৌহ? উভয়ে উভয়কে আকর্ষণ করে। আর তাহা হইলেই বা এরূপ হয় কেন? আমি যে তাঁহাকে ভালবাসি তাহা কি তিনি বুঝিতে পারেন? আর বুঝিতে না পারিলেই বা কেমন করিয়া বুঝাইব?—কেমন করিয়া দেখাইব? হৃদয় ত দেখাইবার জিনিস নয়! রমণী হৃদয়ের ভালবাসা কি কেহ হৃদয় খুলিয়া দেখাইতে পারে? কমলে যে মধু আছে তাহা কি কমল দেখাইয়া দেয়? ভ্রমর আপনি বুঝিতে পারে, আপনি সন্ধান করিয়া লয়। তবে কি তিনি বুঝিবেন না? অবশ্য বুঝিবেন। আমার হৃদয়ের ভালবাসা তিনি অবশ্য বুঝিবেন। বালিকা কি করিবে? বালা কামিনী হৃদয়ে তর্কের স্রোত ক্রমেই উথলিয়া উঠিতেছে। অগ্নি সখা! প্রবাহ দেখিলেই অগ্রসর হন, আর বায়ুকে শুদ্ধু অগ্নি সখাই বা বলি কেন? সমুদ্রও কখনই বায়ু বিহীন হয় না, যেখানে জলরাশি সেখানেই বায়ু। তাহাই কি আজ সুকোমল বালিকা হৃদয়ে আঘাত করিতে বায়ু কষ্ট বোধ করিলেন না? কমলিনীর হৃদয় স্রোতে

প্রবল ঝড় বহিল, আর হস্ত চলে না, তখন কুসুম রাশী দুই একটি করিয়া সেই প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গেল। বারান্দা হইতে কে একজন ডাকিয়া বলিল কমল! হচ্ছে কি? ঝড় বাড়িল, সমস্ত এল ঝেল হইয়ে গেল। লজ্জায় ইষৎ হাসি হাসিয়া কমলিনী মুখ ফিরাইলেন। অতুল বাবু ঘরের মধ্যে আসিয়া একখানি মাচিয়ার উপরে বসিলেন, তখন বালিকা লজ্জা ও অভিমানে আত্মহারা হইয়াছে। এখন আমরা বলিব, অতুল বাবু। তুমি কি নব্য সভ্যতা জাননা? আর জান্‌বেই বা কি রূপে। তুমি যদি উনবিংশ শতাব্দির নব্য সভ্য হইতে, তাহা হইলে জানিতে। মান হানির মোক-র্দ্দমায় কমলিনীর নিকট আজ ঘড়ি চেইন বাঁধা দিতে। আর চশমাখানিও বোধহয় ঐ সঙ্গে সুদের ঘরে রাখিতে। যা হউক প্রণয় কাননে প্রথম পদার্পণ কালে কুসুম কণ্টকা-ঘাত সহ্য করিতে হয়, কমলিনী!! এ অপরাধ অবশ্য ক্ষমা করিবেন।

অতুল বাবু আজ তিন দিন হইল শান্তিপুরে আসিয়াছেন। রাজমহল হইতে কুমার প্রফুল্ল যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা তিনি পাইয়াছেন। ঐ পত্রের বিষয়গুলি কমলিনীকে বলি-বার জন্য তিনি পথ হইতে বুক ফুলাইয়া আসিয়াছেন। তিনি ইহাও ভাবিয়াছিলেন যে কমলিনী এই সংবাদ শুনিলে আরও আনন্দিতা হইবেন, আরও ভাল বাসিবেন, কিন্তু সে আশা তাঁহার দুরাশায় পরিণত হইল। কমল হাসিল না, কথা কহিল না, মুখ ফিরাইয়া রহিল। এ দৃশ্য, এ ভাব, অতুল বাবুর হৃদয়ে কিষম আঘাত করিল। একমাস ধরিয়া মাঠ,

জঙ্গল, নদ, নদী ও দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া যিনি এই ফুল তুলিতে আসিয়াছেন, ফুটন্ত কমল কলিকা দেখিয়া যিনি আনন্দে বিভোর হইয়াছেন, পথের ক্লেশ ভুলিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহার হৃদয় নদে প্রবল দুঃখের স্রোত বহিতে লাগিল। ভালবাসা কি অপূর্ব্ব জিনিষ! যদি কাহারও প্রতি কাহার অকৃত্রিম ভালবাসা থাকে তবে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে ভালবাসা কি অপূর্ব্ব জিনিষ! অতুল বাবু! তুমি যে কমলিনীকে ভালবাস, ইহাতেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তবে তুমি নবীন যুবক, তোমার হৃদয় দর্পণে এ ছায়া অবশ্যই পড়িতে পারে। তাই বলিতেছি, ভালবাসিতে হইলে মন ডুবাইয়া ভালবাসাই ভাল। 'কমলিনী তোমাকে দেখিয়া যে মুখ ফিরাইয়াছে, কথা বলিতেছে না, তাহার অর্থ তুমি কি বুঝিলে? যাহার বাহিরে অভিমান, তাহার ভিতরে ভালবাসা; যাহার বাক্ চপলতা নাই, তাহার মনের চপলতাই অধিক। কমল কথা না বলিলেও তোমাকে ভালবাসে, তোমাকে ভক্তি করে। তুমি তাহার ফুলের মালা ছিঁড়িয়াছ, তাহার মনের মালা গলায় পরিয়াছ, এখন কি দিয়া আর তোমাকে ভালবাসিবে? তোমার সহিত কথা কহিবে? এখন যাহা করিলে ভাল বাসিবে, যাহা করিলে কথা কহিবে তাহা কি তুমি জান? শিখিতে হইবে। কামিনী সরোবরে ফুল তুলিতে গেলে শিখিতে হইবে, মান ভাঙ্গান শিখিতে হইবে। এস অতুল! আর বৃথা সময় নষ্ট করিও না। কমলিনী তোমারই যত্ন প্রতীক্ষা করিতেছে, একবার কথা বল। অতুল বলিল, কমল কি হইয়াছে? আজ

আমার উপর রাগ করিলে কেন? মানিনী কথা কহিল না. আবার বলিল কমল কথা বল! তুমি কথা না বলিলে আমি প্রাণত্যাগ করিব। আমি ত তোমার নিকটে কোনই দোষ করি নাই? কমল কথা কহিল, বলিল, আপনি দোস করেন নাই ত কি? অতুল বলিল কি দোষ করিয়াছি বল? তাহার উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণে স্বীকৃত আছি। কমল হাসিল, বলিল, আজ আপনি বেড়াইতে গিয়া এত বিলম্ব করিলেন কেন? অতুল বাবু এইবার উত্তর দিবার ভাল সুযোগ পাইলেন, বলিলেন, কেন আমিত অনেকক্ষণ হইল আসিয়াছি? আমি আসিতেই দেখিলাম, সম্মুখ উদ্যানে একটি চোর প্রবেশ করিয়া কতকগুলি ফুল তুলিল। আমি ভাবিয়াছিলাম, ফুল গুলি লইয়া আজ মন প্রতীমা সাজাইব। মন যাহাকে ভালবাসে সেই প্রতিমা সাজাইব, তাহা হইল না, আশার বিপরীত হইল। মন আপনি সাজিল, ভালবাসা মন প্রতিমা আপনি সাজিল। আমি যে ফুল হাতে করিয়া সাজাইতে চাহিয়াছিলাম সে ফুল চোরে চুরি করিয়াছে। তাই বলি, এ বিচার কে করিবে? কমল! এ বিচার কে করিবে? কমলিনী অধোমুখী হইলেন, লজ্জা আসিয়া ঘোমটা বাড়াইয়া দিল তখন অতুল বুঝিলেন—এখন আর না এখন দাদার কথা পাড়িলে, সকল গোল চুকিয়া যাইবে। এই ভাবিয়া প্রফুল্লের পত্রখানি খুলিয়া কমলিনীর সম্মুখে দিলেন, বলিলেন, কমল! তোমার দাদা এই পত্র লিখিয়াছেন। কমলিনী প্রথমতঃ বিশ্বাস করিয়াছিলেন না, পরে ঈষৎ কটাক্ষপাত করিয়া দাদার পত্র বিশ্বাসে পত্রখানি

হাতে লইয়া পড়িতে লাগিলেন; পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল।

"প্রিয় অতুল বাবু! আপনি এখন কমলকে লইয়া রংপুরে আসিবেন না, শান্তিপুরেই থাকিবেন কমলকে সর্ব্বদা দেখিবেন, সান্ত্বনা করিবেন, ভালবাসিবেন। বালিকা অনেক কষ্ট পাইয়াছে তাহাকে সর্ব্বদা সাবধানে রক্ষা করিবেন। আমি রংপুরে চলিলাম। অগ্রে রাজ্য উদ্ধার না করিলে কমলকে কোথায় আনিয়া রাখিব? খুড়ী মাতা রাণী সরোজিনী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন! পিতৃব্য রাজা দিগেন্দ্র উন্মাদ হইয়াছেন। প্রাণনগরে যে সকল জমিদার ছিলেন তাঁহারা দেশে আসিয়াছেন। আপন আপন সম্পত্তি উদ্ধারের সুযোগ বিলক্ষণ হইয়াছে। এখন কমল আসিলে কোথায় থাকিবে, এইজন্য আমার পত্র না পাইলে তাহাকে লইয়া আসিবেন না। আমি রাজমহল আসিয়া এই পত্র আপনাকে লিখিলাম। রংপুর যাইয়া আবার পত্র লিখিব। আপনি আমার পরম বন্ধু, আমার মনের কথা আপনি সমস্তই জানেন, মনে রাখিবেন। কমলকে এই পত্র দেখাইবেন।"

আপনার প্রফুল্ল।

"প্রিয় ভগ্নি কমল! এখন অধিক কথা লিখিবার সময় নয়। তুমি জীবিতা আছ, আমিও জীবিত রহিয়াছি, বোধ হয় পরস্পর এই ধারনাই আমাদিগের মনে ছিল না সকলি ঈশ্বরের ঘটনা। তুমি সাবধানে থাকিবে, আমার জন্য কোন্ চিন্তা করিবে না। আমি রাজ্য উদ্ধার করিয়া শীঘ্রই

তোমাকে রংপুরে আনিব। তোমার ক্লেশ হইবে বলিয় আমার প্রিয় বন্ধু অতুল বাবুকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছি। তিনি রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের পুত্র ইহাঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহের সহিত আমাদিগের প্রপিতামহ ভগ্নীর বিবাহ হয়। অতুল বাবু জিতেন্দ্রিয় পুরুষ এ পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই। ইনি পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। আমার মনের কথা ইনি সমস্ত জানেন। অতুল বাবু তোমার নিকটেই থাকিবেন, যথা নিয়মে ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে এবং যখন যাহা ইচ্ছা হয় ইহাঁকে বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিবে না, মনে করিবে যে, ইনি তোমার পরম আত্মীয়। আমি রংপুর গিয়া পুনরায় তোমাদিগের সংবাদ লইব।"

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

কুমার প্রফুল্ল।

পত্র পাঠ করিয়া কমলিনী ভাবিতে লাগিলেন। এই-মাত্র যাহার হৃদয় তরঙ্গিনীতে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল তাহা স্থির হইল। নয়ন খঞ্জন নৃত্য করিল। স্রোতের জল বাধা পাইলেই তীরস্থ ভূমি ছাপাইয়া উঠে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদে বাহির হইবার উপক্রম করে। কমলি-নীরও আনন্দাশ্রু হৃদয় ছাপিয়া উঠিল এবং নয়ন হ্রদে বাহির হইবার উপক্রম করিল। অতুল বলিল কমল! কর কি? এখন তোমার দুঃখের রজনী প্রভাত হইয়াছে। তুমি রাজার ভগিনী তোমার আর অভাব কি? ছি, সুখের সময়েও কি বিষাদ ভাবিতে হয়? কমলিনী চক্ষু মুছিল, বলিল,

আমি অনেক কষ্ট পাইয়াছি। সেজন্য নয়, দাদাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা হয়। এই আপনি আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে আসিয়াছেন, আবার তিনি যাইতে নিষেধ করিলেন। অতুল বলিল সেজন্য চিন্তা কি? রংপুর গিয়া তিনি সংবাদ লিখিলেই আমরা যাইব। এখন রাত্রি অধিক হইয়াছে, চল, আমরা আহার করিগে। এই বলিয়া উভয়ে অন্দর মধ্যে প্রস্থান করিল।
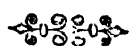
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রাজা ও প্রজা।

শৈশব কালের কথা অনেক দিন মনে থাকে। কুমার প্রফুল্ল বাল্যকালে ঘোড়াঘাট রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছেন। আজ তাহার সকল কথা না হউক অনেক কথা মনে আছে। বালক কালে তিনি যাহা দেখিয়াছেন, এইক্ষণ তাহার কিছুই নাই, আর সে রাজধানী নাই, নগরের শোভা নাই, জনগণের সুখ নাই, চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। প্রফুল্ল নগরের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন, কেহই তাঁহাকে চিনিল না, কেহই তাঁহাকে আদর করিল না। শুকদেব পরিচয় দিতে উদ্যত হইয়াছিল, ইঙ্গিত করিয়া কুমার নিষেধ করিলেন। ক্রমে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত শুকদেব বলিল, রাজ কুমার! নগর মধ্যে থাকিবেন কি রাজ বাড়ীতে যাইবেন? কুমার বলিলেন, নগর মধ্যেই থাকা ভাল। এই যে একটি বৃদ্ধের আশ্রম

দেখিতেছি, এই বৃদ্ধের গৃহেই আজ থাকা যাউক। শুক-দেব বৃদ্ধের নিকট আতিথ্য পরিচয়ে রাত্রিতে থাকিবার প্রস্তাব করিলে বৃদ্ধ সম্মত হইল এবং শয়ন ও উপবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। রাজপুত্র পথক্লান্ত হইয়াছেন বলিয়াও বিশ্রাম করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধকে নিকটে ডাকিলেন, গ্রামের আরও চারি পাঁচ জন প্রাচীন লোক সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সন্ধ্যা হইলে গ্রামের প্রধান বৃদ্ধের নিকট অন্যান্য বৃদ্ধগণ উপস্থিত হওয়া সে কালে একটি প্রচলিত প্রথা ছিল। বৃদ্ধগণ একত্রিত হইলে নানাপ্রকারের কথা চলিত, তাহাতে আইন ছিল, শাস্ত্র ছিল, ঘরকন্নার কথা ছিল, আর হুকা তামাক ছিল। আহা তাম্রকূট! তুমি আর এখন সেকেলে বুড়র দলের মলা তামাক নও, এখন নব্য সম্প্রদায় বাবুদিগের মিঠা তামাক। তোমার মান আছে, সম্ভ্রম আছে, গুরুজনের নিকট লজ্জা আছে, সকলি আছে। তোমার অধিকার কম নয়, বাল্য, বৃদ্ধ, যুবা সকল হৃদয় তুমি অধিকার করিয়াছ। তুমি পরদানশীল, ছেলেরা গুরুজনের ভয়ে তোমাকে লইয়া ঘরের ভিতরে লুক্কাইত হয়। তাই বলিতেছি, তুমি পরদানশীল তোমার ধার সকলেই ধারে। প্রাচীনগণের এই মজলিশটীর নাম আমরা পয়মাল কমিটী রাখিলাম। বৃদ্ধ প্রফুল্লের আহ্বানে কমিটী ছাড়িয়া উঠিতে কিঞ্চিৎ কষ্ট বোধ করিল। আবার ভাবিল, গৈরিক বসন পরিধান নখলোমধারী ব্রাহ্মণ কুমারের আদেশ অবমান না করিলে পশ্চাৎ অপরাধ হয়, এই ভয়ে বৃদ্ধ প্রফুল্লের নিকটে গেল, তাহার পশ্চাতে অন্যান্য প্রাচীনগণ সকলেই উঠিয়া

প্রফুল্লের নিকটে আসিল এবং ব্রহ্মচারী দেখিয়া প্রণাম করিল। ইহারা সকলেই জাতিতে তিলি, কেবল একজন মাত্র কৈবর্ত্ত দাস ছিল। কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমা-দিগের রাজা কোথায় আছেন? রাজকার্য্য এইক্ষণে কিরূপে চলিতেছে? প্রজাদিগের সহিত রাজার ব্যবহার কিরূপ? বৃদ্ধ কান্দিয়া উঠিল, বলিল, প্রভো! সে সকল কথা আর বলিবেন না, আমরা অরাজক রাজ্যে মাতৃ পিতৃ হীন শিশুর ন্যায় বাস করিতেছি। যথা সর্ব্বস্ব কোম্পানির করে ও দুর্ভিক্ষ পীড়নে নিঃশেষিত হইয়াছে। রাজরাণী, কোথায় কি ভাবে আছেন, তাহাও আমরা জানি না। আজ যদি আমরা রাজা ও রাণীর অনুসন্ধান পাই, তাহা হইলে কি আর আমাদিগের এরূপ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়, শুনিতেছি কোম্পানি বাহাদুরের একজন বড় সাহেব কলিকাতায় আসি-য়াছেন। তিনি যাহার জমিদারি তাহারই সহিত বন্দবস্ত করিতেছেন। আর যে সকল জমিদারের অভাব হইয়াছে তাহাদিগের জমিদারি ডাক করিয়া বন্দবস্ত করিতেছেন। আমাদিগের রাজা নাই বলিয়া ঘোড়াঘাট রাজ্য ডাক করিয়া কোম্পানি অন্যের সহিত বন্দবস্ত করিবেন। আমরা এই কথা শুনিয়া আমাদিগের রাজা এবং রাজপুত্রের অনুসন্ধান করিতে স্থানে স্থানে লোক প্রেরণ করিয়াছি। আমাদিগের রাজপুত্র কুমার প্রফুল্ল উদাসীন বেশে কাশীতে থাকা অবগত হইয়া বারানসী পর্য্যন্ত লোক পাঠান হইয়াছে। কিন্তু আমা-দিগের সৌভাগ্য লক্ষ্মী এতই দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন যে কোন ক্রমে তাঁহাদিগের সন্ধান হইতেছে না। কুমার

বলিলেন অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই সাক্ষাৎ পাইবার সম্ভাবনা বটে। অবশ্য এক্ষণ রাজাকে পাইলে তোমরা ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবে, আর. রাজপুত্রকে পাইলে কি করিবে? বৃদ্ধগণ বলিল মহাশয়। আমাদিগের রাজা বলিতে রাজা এবং রাজপুত্র উভয়েই সমান। যদি আমরা রাজপুত্রকে পাইতাম, তাহা হইলে যে প্রকারেই হউক তাঁহাকে রাজা করিয়া আমরা প্রজা হইয়া মনের সুখেবাস করিতাম। আর একথা যে কেবল আমরাই বলিতেছি তাহা নহে, দেশের সমস্ত লোকেই পরিতাপ করিতেছে। কুমার বলিলেন রাজপুত্রকে পাইলে তোমরা কি প্রকারে চিনিবে? যদি আমিই সেই রাজপুত্র হই তবে তোমরা কিরূপে বিশ্বাস করিবে? বৃদ্ধ বলিল, আমরা তাঁহাকে দেখিলেই চিনিয়া লইব এবং তাঁহার নিকট হৃদ্বোধমত পরিচয় পাইলেই বিশ্বাস করিব। প্রফুল্ল পরিচয় দিলেন তাহার জীবনে যে সকল ঘটনা হইয়াছে, সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন কমল শান্তিপুরে আছে, রাজা উন্মাদ হইয়াছেন, তাঁহাকে লইয়া মাধব আচার্য্য পশ্চাৎ আসিতেছেন। এ সকল কথাও বৃদ্ধ প্রজাগণ সম্মুখে কুমার ব্যক্ত করিলেন। শুকদেবও যথাসাধ্য সাহায্য করিল। প্রজারা পরম পুলকিত হইয়া সেই সময়োচিত কি কার্য্য করিবে, তাহা স্থির করিতে অসমর্থ হইয়া উঠিল। তাহাদিগের সাধ্যোচিত রাজ সম্মান করিয়া কুমারকে যথা বিধি যত্নে আহারাদি করাইল।

পরদিন নগরে মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। বাল, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই রাজ কুমারের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া রাজধানী

মুখে ছুটিতে লাগিল। কেহ রাজ সম্মান জন্য, কেহ রাজ দর্শন জন্য, কেহ—কেহ আমোদ দেখিবার মানসে প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন হৃদয়ে নানাবিধ ভাব কল্পনা করিয়া রাজ কুমার দেখিতে যাত্রা করিল। দিবা অপরাহ্ণ সময় চতুর্দ্দিক একাকিন লোকারণ্য। নগর, প্রান্তর উদ্যান সমস্ত প্রজা-মণ্ডলীতে পরিপূর্ণ হইল। প্রজার হৃদয়ে রাজভক্তির সামর্থ্য কি অপূর্ব্ব ভাব। এই ভাব কেবল হৃদয় গুণে উদ্ভাবিত হয় না, রাজার সদ্ব্যবহারের প্রতি বিশেষ নির্ভর করে। যে রাজা অত্যাচারী তাহার প্রজা কি কখনও রাজাকে ভাল-বাসে? রাজা প্রজা একমত হইয়া কার্য্য করিলে এবং সর্ব্বদা প্রজার সুখ দুঃখের প্রতি রাজা দৃষ্টিপাত করিলে প্রজা বশী-ভূত হয়। যে রাজা কেবল প্রজা পীড়নে ধনোন্নতির চেষ্টা করেন; তিনি প্রজার নিকট ভক্তি-ভাজন হইতে পারেন না। রাজার সরল অন্তকরণের পুত্রবৎ ভালবাসাই প্রজার রাজ ভক্তির মূল কারণ। রাজা দেবেন্দ্র ও রাজা দিগেন্দ্র অতি সদাচারে প্রজা পালন করিয়াছেন। প্রজাগণ সে স্নেহ সে মমতা কিছুমাত্র ভুলিতে পারে নাই, সেই জন্য তাহারা আজ রাজপুত্র প্রফুল্লকে দেখিবার জন্য সকলেই আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে। প্রজাগণ একত্র সমবেত হইয়া যথা বিহিত রাজপুত্রের সম্মান করিল। ব্রহ্মচারি রাজপুত্র ও প্রজা-গণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রজাগণের কোলাহলে নগর পরিপূর্ণ হইল।' আজ, তাহাদিগের দুঃখের যামিনী প্রভাত হইয়াছে, সৌভাগ্য রবি পূর্ব্বগগণে দেখা দিয়াছে। প্রজারা রাজ কুমারকে সিংহাসনে বসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া

বলিল, যুবরাজ! আমরা অরাজক রাজ্যের অধীন হইয়া পিতৃ-হীন বালকের ন্যায় হীনতেজা হইয়াছি। আজ, আমাদিগের সকল দুঃখ, সকল ভয় এবং সকল কুচিন্তার শেষ হইয়াছে। আপনি এইক্ষণ রাজকার্য্য পরিচালনা করিলেই আমরা সুখী হইব। কুমার বলিলেন তোমাদিগের অনুরোধ আমি রক্ষা করিতে সম্মত আছি কিন্তু রাজা যখন কোম্পানির অত্যাচারে রাজ্য ত্যাগ করিয়াছেন তখন ইংরেজ রাজের সম্মতি ভিন্ন রাজ আসন গ্রহণ করা অনুচিত হয়। প্রজাগণ বলিল যুবরাজ! কোম্পানির জন্য আর এইক্ষণ কোনই আশঙ্কার কারণ নাই। রংপুরের রাজকর্ম্মচারি দিগের পূর্ব্বাধিপত্য বিলোপ হইয়াছে। লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব জমিদারগণের সহিত. চিরস্থায়ী বন্দবস্ত করিতেছেন আপনি তাঁহার নিকট চেষ্টা করিলে অবশ্যই তিনি সম্মতি প্রকাশ করিবেন সন্দেহ নাই। আর, এ বিষয় প্রজাগণ কর্ত্তৃক যাহা যাহা সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহাও আমরা আজ্ঞামাত্র প্রতিপালন করিব। কুমার প্রফুল্ল প্রজাগণের অনুকূল বাক্যে পরম প্রীতিলাভ করিলেন। গবর্ণর জেনেরল সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিবার পরামর্শ স্থির হইয়া সভাভঙ্গ হইল। সকলে আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

রাজ্যপ্রাপ্তি।

আজ খোড়াঘাট নগরী মহা আনন্দে পরিপূর্ণ। রাজপুরী অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে গেট নহবত শোভা পাইতেছে। প্রহরীগণ সৈনিক সাজে দ্বারে দ্বারে পহরা দিতেছে। আজ রাজ্যের নব-জীবন প্রতিষ্ঠার দিন। কুমার প্রফুল্ল ইংরেজ রাজের দরবারে ঘোড়াঘাট সাম্রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুরোহিত মাধব আচার্য্য ও ভৃত্য জলধর উন্মাদ রাজাকে লইয়া রাজপুরীতে আসিয়াছেন। রাজা দিগেন্দ্র পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। অতুল বাবু কমলকে লইয়া এতদিন শান্তিপুরে ছিলেন, কুমারের পত্র লইয়া কমলিনী সহ ঘোড়াঘাট উপস্থিত হইয়াছেন। আজ, আনন্দের সীমা নাই, নগরময় পুরুষগণের আনন্দ ধ্বনি, রমণীগণের হুলুধ্বনি ও স্থানে স্থানে তোপধ্বনিতে কোলাহল ময় হইয়াছে। কোন স্থানে আতস বাজি পুড়িতেছে, কোথাও বা ঢোলসানাই প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য ও তাল লয় বিশুদ্ধ মধুর সঙ্গীত সহ নৃত্য-গীত হইতেছে। কোথাও বা পুরোহিতগণ মন্ত্রধ্বনি করিয়া মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। এইরূপে নগরের সর্ব্বত্রই আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইয়াছে। রাজসভা ইন্দ্রালয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। বিবিধ শাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিতগণ পর্য্যায়ক্রমে স্থানে স্থানে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। কোন স্থানে অমাত্যগণ, কোথাও ভিক্ষার্থীগণ ও স্থানে স্থানে রাজানুচরবর্গ যথা

কোন উপলব্ধি হয়না। যখন এই ক্ষুদ্রতর দর্শনেন্দ্রিয় কর্ত্তৃক ক্রমশঃ পদার্থ গ্রহণ করিয়া বৃহৎ পদার্থ জ্ঞান হইতেছে তখন এই সদুপায়ে মনকে বশিভূত করিয়া অন্তরেন্দ্রীয় কর্ত্তৃক বিশেষ চেষ্টা করিলে সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রূপ, ঘরে বসিয়াই হৃদয় দর্পনে দেখিতে পাইবে।

উপাসনার এবম্প্রকার সদুপায় অবলম্বন করিতে হইলে প্রথমত হৃদয় ক্ষেত্র অতি পবিত্র ভাবে পরিষ্কার করা আবশ্যাক। এই হৃদয় ক্ষেত্রে যে পর্য্যন্ত জ্ঞানালোক উদ্দিপ্ত নাহয় ততদিন মায়ান্ধকারে মানব হৃদয় আচ্ছন্ন থাকে। সংসার মায়াকানন। এই মায়া কাননে, মত্তকরীর ন্যায় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া জীবগণ যদৃচ্ছাচরণে প্রবৃত্ত হয়। পুত্র, কলত্র, ও ধন সম্পত্তি যে ক্ষণস্থায়ী একথাও সকলেই জানেন। তথাপি মায়ার মোহিনী শক্তিতে হৃদয়ে তাহা সহসা গ্রহণ করিতে চায় না। যে সকল পুত্র কলত্রাদির কারণ নানাপ্রকার অকার্য্য সাধন করিতে হইতেছে, প্রথমতঃ তাহাদিগের সহিত কতদূর সম্বন্ধ একবার কি ভাবিয়া দেখা উচিত নয়? যখন প্রত্যেক প্রাণীর জন্মক্ষেত্র পৃথক পৃথক ভাবে রহিয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে, তখন এক জীবের সহিত অন্য জীবের সম্বন্ধ কি? সকলেরই আত্ম কর্ম্মের সাধ্যানুযায়ী ফলভোগ করিতে হইতেছে। কেবল এক একটি জাতীয় শ্রেণী পরম্পরায় সামঞ্জস্য রহিয়াছে যে তাহা না থাকিলে জাগতিক কার্য্য নিতান্ত বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে এই কারণ জীবগণ মায়াসূত্রে গ্রথিত হইয়া এক একটি পরিবার ভুক্ত হইয়া থাকে। পৃথক জীব সম্বন্ধে ত কথাই

নাই। যে ভোগ দেহের বেশ বিন্যাস লইয়া আমরা সর্ব্বদা প্রমত্ত, দেখিতে গেলে সেই দেহের সহিত যখন জীবাত্মার কোন সম্বন্ধ উপলব্ধি হয়না তখন বৃথা মায়া প্রলোভনে বিমুগ্ধ হইয়া আত্মোন্নতির পথ অবরোধ করা নিতান্ত ভ্রান্তি মূলক। যাহারা কর্ম্মের সাহায্য ভক্তি ও ভক্তির দ্বারা জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতে বিবেক শক্তির অভ্যাস করিয়াছেন তাহারা আশক্তি জনক মায়ায় কখনই বিমুগ্ধ হয়না এবং দেহত্যাগ সময়ে পুত্র কলত্রাদির কি হইবে বলিয়া ব্যাকুল হয়না। যাহারা ব্যাকুল হয় তাহারা ভ্রান্ত।

আজ যাহাকে পতি পুত্র শোকে অধৈর্য্য হইতে দেখিতেছ কাল তাহার মুখে উচ্চ হাসি দেখিতে পাইবে? প্রকৃতির এই সমস্ত অনির্ব্বচনীয় ভাব একবার স্থির মনে চিন্তা করিয়া দেখিলে কাহার মনে উদয় হইতে পারে যে, আমার দেহান্তর হইলে আমার পুত্র, কলত্র প্রভৃতির ক্লেশ উপস্থিত হইবে। জীব মাত্রই আপন আপন কর্ম্মগত ফলের নিমিত্ত যে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে তাহা আমরা সহস্র বর্ষ জীবিত থাকিয়াও নিবারণ করিতে পারিব না। আজ যাহার সুখের জন্য ব্যাকুল হইতেছি, শান্তির জন্য অধৈর্য্য হইতেছি, দুঃখ দেখিলে রোদন করিতেছি, কাল আমার দেহান্তর সময়ে তাহারা কোনই উপকার করিবে না বরঞ্চ তাহাদিগের কুহকিনী মায়ার আকর্ষণ বলে দেহান্তরিত সময়ে একদিকে বহির্জ্জগতের অপরদিকে অন্তর্জগতের আকর্ষণ এই উভয় বিধ ঘর্ষণ পীড়নে আকুল হইয়া গন্তব্য পথের কোনই মঙ্গল চিন্তা করিতে সক্ষম হইব না। তবেই এই পারলৌকিক

অমঙ্গল বিধানের কারণই একমাত্র মায়া। যখন মানবের দেহত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হয় তখন বহিরিন্দ্রীয় সকল ক্রমশঃ শিথিল ভাব অবলম্বন করিতে থাকে। যে পর্য্যন্ত দর্শন এবং শ্রবনেন্দ্রিয়ের শক্তি বিনষ্ট নাহয় ও বাহ্য জ্ঞান থাকে সে পর্য্যন্ত সংসারের মায়া ও আত্মীয় বন্ধুগ আর্ত্তনাদে বিহ্বল হইয়া দরদর নেত্রে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকে। যখন বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া কেবল অন্তর্জগতের কার্য্য আরম্ভ হয় তখন বাহিরে শত সহস্র বজ্রধ্বনি হইলেও আর শ্রুতি সংস্পর্শ হয়না। যদ্যপি দেহত্যাগ সময়ে আত্মীয় বন্ধু সম্মুখীন হইয়া কেবল মাত্র শুশ্রুসা করে, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত শান্তিলাভের সম্ভাবনা। আর সেই সময় তাহা-দিগের স্বার্থ ঘটিত প্রশ্ন কি রোদন ধ্বনিতে ব্যাকুলিত করিলে-এতই অশান্তি উপস্থিত হয় যে তাহার চরম ফল পরদেহ পর্য্যন্তও শক্রতা সাধনে ত্রুটি করে না। একারণ যোগী এবং সাধকগণ জনশূন্য স্থানে মৃত্যুর কামনা করিয়া থাকেন। যাহার হৃদয়, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি মন পরিচালক ও জগত মোহিনী মায়াকে সাম্যভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ, তিনিই সাধু তিনিই বীর পুরুষ। জ্ঞানের প্রথম সীমায় প্রবেশ করিতে হইলে অগ্রে মনকে স্বাধীন ভাবে প্রস্তুত করা আব-শ্যক। এই শক্তি সহসা এক দিনের চেষ্টায় উৎপন্ন হইতে পারে না। হৃদয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া ক্রমশঃ মনের স্বাধীনতা ও এক বিষয়ে মনকে স্থায়ী রাখা সম্বন্ধে চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক এই প্রকার অধ্যবসায় দ্বারা ক্রমে ক্রমে মনে স্বাধীনতার উন্নত ভাব প্রকাশ হইলে বীরত্ব ভাবে হৃদয়

সংগঠিত হইতে থাকে। মন যদি কাহারই অধীনতা স্বীকার না করে তবে কাম, ক্রোধ প্রভৃতি মনের পরিচালক ও ভুবনমোহিনী যারা কখনই তাহার অমঙ্গল সাধন করিতে পারে না। যাঁহারা ঐ রূপে হৃদয় গঠন করিতে শিখিয়াছেন তাঁহারা মৃত্যুকে দেখিয়া ভীত হন না, কেননা মৃত্যু কেবল জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগের ন্যায় দেহ পরিত্যাগের অধিনায়ক। আত্মা অবিনাসী কেবল দেহেরই বিনাশ হইয়া থাকে, আমি যাহা আছি তাহাই থাকিব এবং অনন্ত কালই থাকিব। জীবলীলা সপ্নবৎ, সপ্নে যে সকল অদ্ভূত ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়, নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তাহার কিছুই থাকে না আমাদিগের জীবলীলাও যে ঠিক সেইরূপ সপ্ন নহে তাহা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? আমরা যে স্থানে অবস্থান করিতেছি যেপ্রকার সুখ ও দুঃখে সময় অতিবাহিত করিতেছি তাহা হইতে মৃত্যুলোক যদি সুখের স্থান হয় তবে মৃত্যুকে দেখিয়া ভয় কি? বিশেষতঃ শত চেষ্টা করিয়াও যখন অনিবার্য্য মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রানের কোন উপায় নাই। তখন মৃত্যুর জন্য বীর হৃদয় ব্যক্তির সতত প্রস্তুত থাকাই একান্ত উচিত।

রাজ কুমার! তুমি বালক হইলেও বিলক্ষণ জ্ঞান লাভ করিয়াছ। সূর্য্য যে প্রকার জাগতিক সমস্ত পদার্থ করস্পর্শে আলোকিত করিয়া বহুদূরে অবস্থান করিতেছেন তুমিও সেইরূপ সংসারে প্রবিষ্ট থাকিয়া সূর্য্য কিরণের ন্যায় সমস্ত বিষয়াধিকার করতঃ প্রভাময় দিনকরের ন্যায় সংসার হইতে দূরে অবস্থান কর এই বলিয়া আচার্য্য বিরত হইলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাস ধর্ম্ম।

দুর্ভাগ্য মেঘ সৌভাগ্য রবির একমাত্র প্রবল বৈরী। অতুল ধন স্বামীর অবস্থাও চির দিন একভাবে স্থির থাকিতে দেখা যায় না। কালচক্রের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন শীল জগতের সমস্ত বিষয়ই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কাল যাহাকে মণিমুক্তা গ্রথিত নানাভরণে ভূষিত ও কারুকার্য্য খচিত নানা বসনে সুসজ্জিত হইতে দেখিয়াছি, যাহাকে ধন মদে প্রমত্ত হইয়া অভিমানে আত্মহারা হইতে দেখিয়াছি, আজ হয়ত তাহাকে উদরান্নের জন্য পথে পথে কান্দিয়া বেড়াইতে হইতেছে। বৃক্ষবীজ অঙ্কুরিত হইয়া ফুল ফলে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছে, আবার কাল স্রোতে মিশিয়া কোথায় যাইতেছে কেহই বলিতে পারে না। ধন যৌবন ও জীবন প্রভৃতি যাহার গৌরবে আমরা সর্ব্বদা বিহ্বল তাহাও একদিন না একদিন কালস্রোতের প্রবল তরঙ্গে ভাসিয়া যাইবে। এই অত্যাশ্চর্য্য ও অনির্ব্বচনীয় নাট্যাভিনয় প্রত্যক্ষ করিয়াও আমরা সংসার মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়াছি।

আমরা কি অসৌভাগ্যের বিষয় কোন দিন ভাবিয়াছি? না, কোন দিন চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি? এ কল কি সকলেই ভাবিয়া থাকে? যাহারা ভাবিয়াছেন তাঁহাদিগের সৌভাগ্যরবি কখনই ঘোরতর ঘনান্ধকারে নিমজ্জিত হইবার সম্ভব নয়। কেন না দুর্ভাগ্য আপনি আইসে না। আমরাই

তাহাকে কর্ম্মের দ্বারা আকর্ষণ করি। যদ্যপি আপনি আসিত তবে সকলের ভাগ সমান হয়না কেন? কৃষ্ণ পক্ষ রজনী কি কাহার পক্ষে জ্যোৎস্না ময় হইয়া থাকে? প্রকৃতির নিয়ম পরম্পরায় যে সকল ঘটনা হইতেছে তাহা সকলের পক্ষেই এক সমান। আমরা আপন কর্ম্ম সূত্রে দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যকে আকর্ষণ করিয়া থাকি তাহা না হইলে ইন্দ্রালয় সদৃশ রাজপুরী ঘোড়াঘাটের আজ এতদুর্দ্দশা ঘটনা হইবে কেন? সমস্তই ত রাজা দিগেন্দ্র রায়ের কর্ম্মার্জ্জিত ফল।

কুমার প্রফুল্ল রাজপুত্র। তিনি আবার যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। ঘোড়াঘাট রাজসিংহাসন তাহার জন্য প্রতিক্ষা করিতেছে। অসংখ্য প্রজাগণ অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে অমাত্য অনুচর অর্থি ও প্রত্যর্থিগণ সকলেই মঙ্গলময় ঈশ্বরের নিকট রাজকুমারের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছে। রাজ পুরহিত বুঝাইতেছেন, কমলিনী নানাপ্রকার বিলাপ করিতেছেন, রাজপুত্রের প্রিয়বসা অতুল বাবু বাষ্পাকুল নয়নে ও বিনয় নম্রবচনে নানারূপ বুঝাইতেছেন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। রাজকুমার অটল ভাবে বসিয়া রহিয়াছেন; কেবল একবার মাত্র ঘৃণা ব্যঞ্জক হাসিতে বুঝাইয়া দিলেন? যেন এ সংসার কিছুই নয়! কিছুই নয়!

যাহার হৃদয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অতুলনীয় আনন্দ উপভোগ করিতেছে, যাহার নয়ন ত্রিলোক জ্যোতির্ম্ময় চৈতন্য স্বরূপ দর্শন করিতেছে, যাহার শ্রবণ বৈতালিক রাগ রঞ্জিত অনন্ত-গীতধ্বনি শ্রবণ করিতেছে, যাহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় বিশ্বউদ্যানের

সুমধুর কুসুম পরিমল আঘ্রাণ করিয়া বিমোহিত রহিয়াছে, যাহার স্পর্শেন্দ্রিয় সর্ব্বভূতে সংমিশ্রিত হইয়াছে, যাহার রসনা অনন্ত সুধাপান করিতেছে, তিনি কি কখনও অকিঞ্চিৎ কর বাহ্য প্রলোভনে মুগ্ধ হন? না, তাঁহারহৃদয় মায়ার মোহিনী শক্তিতেই অধিকার করিতে পারে? কুমার ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁহার হৃদয় ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ। সকলেই বুঝিল রাজপুত্র সিংহাসন গ্রহণ করিলেন না। এ সংবাদ সর্ব্বত্র ঘোষণা করিল, সকল হৃদয়েই আঘাত করিল, সকলেই বিষাদ সলিলে নিমগ্ন হইল। রাজপুরী হাহাকার ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। কুমার সকলকেই বুঝাইলেন. সকলকেই প্রবোধ দিলেন। অতুলের সহিত রাজ পুত্রীর বিবাহ হইল; রাজনন্দিনী কমলিনীই রাজ সিংহাসনের অধিকারিনী হইলেন। সকল যজ্ঞই শেষ হইল রাজপুত্র উদাসীন বেশে নগর পরিত্যাগ করিলেন।

সমাপ্ত